এ বাঁচা আমি চাইনি

[বাস্তবধর্ম্মী সামাজিক নাটক]

N.B.B.
Acc. No.
Date
Item No
Don. by

N.B.B.
Acc. No. 7609
Date 28.4.93
Item No. B/B 4013
Don. by

শ্রীঅশোককুমার খাটুয়া

চণ্ডী অপেরায় অভিনীত

অক্ষয় লাইব্রেরী
কলিকাতা-৬

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় লাইব্রেরী
৪০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ছেপেছেন :
শ্রীবেণীমাধব শীল
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫, তারক চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৫

দাম : ৫·০০ টাকা।

উৎসর্গ

যারা জীবনসংগ্রাম করেও

এ যুগে বাঁচতে পারেনি,

এ নাটক তাদের উদ্দেশে—

ইতি—

নাট্যকার।

অনিলকুমার দাস

বন্দী কেন কাঁদে

(সুপ্রসিদ্ধ সত্যনারায়ণ অপেরায় অভিনীত)

ব্যাঙ্কের গেজেটেড অফিসার অরবিন্দ ঘোষের চক্রান্তে পড়ে ক্যাশিয়ার দিবাকর চাটুর্য্যে ব্যাঙ্কের টাকা চুরির জালে জড়িয়ে পড়ল। দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। দিবাকরের ছেলে ডাঃ বিকাশ, চক্রীর চক্রান্তজাল ছিন্ন করতে ছলনার আশ্রয় নিলে। অরবিন্দের মেয়ে বিভা অজান্তে কেন ধরিয়ে দিলে তার বাবাকে পুলিশের হাতে? পারলো কি বিকাশ বাবাকে যন্ত্রণামুক্ত করতে, বন্দীর সে কান্না থামাতে? দাম ৫.০০।

কানাইলাল নাথ

শহর থেকে দূরে

অত্যাচারী ধনী রুদ্রবিকাশের অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াল ভাগ্যহারা যুবক রূপা, চাষী পরাণের বোন বাসন্তী, পরাণ, সেলিম, সোনাই মোড়ল, সত্যপ্রিয়—কিন্তু চক্রীর চক্রান্তজালে, মিথ্যা অজুহাতে রূপাকে ফেলে দিল মৃত্যুর মুখে। কিন্তু ধর্ম্মের বলে প্রমাণ হোল, রূপা চাষী হলেও রাজার ছেলে। পুত্রের প্রাণ বাঁচাতে এলেন শহরের রাণীজী, দেওয়ান হরিকিংকর, ধনীকন্যা বিন্দুমতি—তারপর, কি হোল? পড়ুন, সমস্যার সমাধান হবে। দাম ৫.০০।

জনপ্রিয় রঞ্জন দেবনাথের

দুরন্ত পিপাসা

(অগ্রদূত নাট্য সংসদ অভিনীত)

সংগ্রামী নাট্যকার রঞ্জনবাবু নন্দরাণীর সংসারের পরের কাহিনী লিখেছেন—দুরন্ত পিপাসা। জগদীশ মৈত্রের একমাত্র পুত্র চুণীর জীবনে স্ত্রীরূপে এলো বিদুষী মালিনী—মূর্খ স্বামীর বিদুষী ভার্য্যা। নীতিশের পুত্র দীপঙ্কর মালিনীকে জোগালো ইন্ধন, বিষাক্ত বাতাস বইয়ে দিল শকুনি ভট্চায, তার সহযাত্রী হোল মালিনীর বাবা শেখর আচার্য্য। হতভাগ্য চুণীর জীবনে নেমে এলো বিধাতার চরম অভিশাপ। কান্নার হাটে হাসির প্রস্রবণ বইয়ে দিল গণশা-সাধনের দল। হাসি কান্নার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। দাম ৫.০০।

সত্যপ্রকাশ দত্ত **অপরাধ** (লোকনাট্য অভিনীত)

ফুলের মত নিষ্পাপ গরীবের সুন্দরী মেয়েদের লোভ দেখিয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের সমাজের পঙ্কিল অন্ধকার গহ্বরে যারা নিক্ষেপ করে তারা অপরাধী, না সেই মেয়েরা অপরাধী। শুভ্রা সেই রকম মেয়ে। ছদ্মবেশী ডাক্তার শয়তান ইন্দ্রনীল কি শুভ্রাকে বশ করতে পেরেছিল? অনবদ্য নাটক। দাম ৫.০০।

অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ভূমিকা

মানুষ বাঁচতে চায়। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষ বাঁচার জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করে, সংগ্রাম করে, যাতে সে বাঁচার মত বাঁচতে পারে। কিন্তু যখন সে বাঁচতে চায় না, তখন বুঝতে হবে তার জীবনে চরম হতাশা নেমে এসেছে, অবলম্বন করার মত কিছু আর অবশিষ্ট নাই—সব আশা আকাঙ্খা বিসর্জ্জন দিয়ে সে মরণের কোলে আশ্রয় নিতে চায়।

"এ বাঁচা চাইনি" সেই ধরণের নাটক যাতে একের ভুলে অন্যের জীবনের আশার স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। অশ্বিনী রায় বরপণের অভাবে বিবাহ আসরে মনোনীত পাত্রের সঙ্গে মাধুরীর বিবাহ দিতে না পেরে ভুল করে জমিদার প্রণব চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে দুঃখ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার মধ্যে ঠেলে দিলে। মাধুরী কি জেনেছিল তার পূর্ব্ব প্রণয়ী প্রবালই জমিদার প্রণব চৌধুরীর আপন ভাই? প্রবাল কি পেরেছিল মাধুরীকে ভুলতে? শিউলী কি সতী সাধ্বী হতে পারত না? অবলাকান্তের মত সুদখোর মহাজন কি এ যুগে নেই? সবই আছে, তবু শেষ পর্য্যন্ত কেউ বাঁচতে চায়নি। কেন—এর উত্তর পাবেন নাটকের মধ্যে। ইতি—

বিনীত

নাট্যকার।

প্রবীণ নাট্যকার—ব্রজেন দের

দু'দিনের সুলতান

ভারতী অপেরার যশের হিমালয়। পালাসম্রাট ব্রজেন দের ঐতিহাসিক নাট্যাবদান। মানব দরদী সুলতান আবুল হাসানের বিচিত্র জীবনকাহিনীর এ এক অপূর্ব্ব নাট্যরূপ। জীবের মধ্যে যিনি শিব দেখেছিলেন, ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও যিনি ছিলেন নিরাসক্ত রাজর্ষি, সম্রাট আলমগীরের সাম্রাজ্যলালসার দিগ্‌দাহী হুতাশন তাঁকেও রেহাই দেয়নি। কোথায় হারিয়ে গেল প্রেমময়ী রোশনী, রাজমাতা দোলেনা? কুতুবের ষড়যন্ত্রাঘাতে কেমন করে ছিন্নভিন্ন হল প্রভুভক্ত যশোবন্তের বরবপু। হীরের খনি গোলকুণ্ডার স্বাধীন পতাকা বেইমানের হাতে ছাই হয়ে গেল। **দাম ৫·০০।**

বলদেব মাইতি

কাজলদীঘির কান্না

শ্রীকৃষ্ণ অপেরায় অভিনীত। অনেকদিনের পুরাণো দীঘি—নাম কাজলদীঘি। সেই দীঘির কাল জলে লুকিয়ে আছে এক করুণ কাহিনী। সে কাহিনীর উত্তর মিলবে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে। প্রেম প্রীতি ভালবাসা, মর্ম্মভেদী করুণ কান্না আর ব্যর্থ প্রেমের বীভৎস রূপ। রামরতনের প্রভুভক্তি, দুলালের অন্নাভাবে মৃত্যু, ব্যর্থ প্রেমিক সুধাকান্ত ও সবিতার প্রতিহিংসা, পাঁচুর সরলতা, সুলেখার কান্না—সব মিলিয়ে একটি সার্থক নাটক। **দাম ৫·০০।**

গৌরহরি মণ্ডল

আলেয়ার আলো

বা (পাপের মশাল)

এই অন্ধকার জগতের মানুষ নরেশ সাহা আর সতা কুণ্ডু। ঐ দেখুন ওরা আলেয়ার আলোর পিছনে ছুটেছে। ঐ দেখুন, দিশেহারা হয়ে হারিয়ে গেল ভাইপো রমেশ, গরীব বড় ভাই ভবেশ সাহা, ভবেশবাবুর মেয়ে কাঞ্চনা। তারপর?...তারপর পুণ্যের দীপ জ্বালিয়ে এলো কল্লোল মাষ্টার। তারপর? তারপর শেষ দেখুন নাটকের শেষ পৃষ্ঠায়। **দাম ৫·০০।**

অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০ গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

চরিত্র-পরিচিতি

পুরুষ

প্রণব চৌধুরী	···	চণ্ডীপুরের জমিদার।
প্রবাল	···	ঐ বৈমাত্রের ভ্রাতা।
গুণধর শর্ম্মা	···	ঐ নায়েব।
অশ্বিনী রায়	···	মোহনপুরের অধিবাসী।
অজয়	···	স্কুলমাষ্টার।
বিজয়	···	বেকার ইঞ্জিনিয়ার।
জগাই	···	অশ্বিনী রায়ের পুরাতন ভৃত্য।
অবলাকান্ত	···	ভবানীপুরের ধনাঢ্য প্রজা।
ক্যাবলাকান্ত	···	ঐ পুত্র।
প্রতীককুমার	···	ছদ্মবেশী গোয়েন্দা।
ইয়াসিন	···	গুণ্ডা সর্দ্দার।
গফুর মিঞা	···	ঐ সহকারী।

ভিক্ষুক প্রভৃতি

স্ত্রী

সরলা	···	অশ্বিনী রায়ের পত্নী।
মাধুরী	···	ঐ কন্যা।
শিউলী	···	

ব্রজেন্দ্রকুমার দে

বাঘিনী

নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত। হুগলী জেলার ভুরশুটের রাণী ভবশঙ্করী উড়িষ্যার নবাব ওসমান খাঁর বিপুল বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কোথায় হারিয়ে গেল আজ সে বীরবালা মদিনা আর নারায়ণী। বিস্মৃতির কোন্ অতল তলে তলিয়ে গেছে ভূপতি রায়, কোন্ নরকে গিয়ে ঠাঁই নিলে বেইমান দুর্লভ দত্ত, চতুর্ভুজ চক্রবর্তী আর পর্তুগীজ আলভারিজ? শাহানশা আকবর কেন দিয়েছিলেন রায় বাঘিনী খেতাব। পড়ুন, অভিনয় করুন। দাম ৫·০০।

সত্যপ্রকাশ দত্ত

রাত্রি ও রমণী

সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। রাত্রির সঙ্গে রমণীর বড় নিকট সম্পর্ক। কোন অভিজাত ঘরের আধুনিকা সুবেশা তরুণী রাত্রির অন্ধকারে চলেছে অভিসারে। কোন হতভাগিনী কুলবধূ স্বামী শাশুড়ীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে রাত্রির নির্জন পথে ছুটে চলেছে। মস্তানের দল নিস্তব্ধ নিশিথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন নারী-দেহের সন্ধানে। বড় বংশ, অভিজাত সম্প্রদায়, বেকার যুবক, মস্তানের দল, আধুনিক তরুণ তরুণীর দলের সমাজচিত্র দেখুন। দাম ৫·০০।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে

আঁধারের মুসাফির

নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত। যাত্রা-জগতের মধ্যমণি ব্রজেন দের এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মোগল বাদশা মহম্মদ শা'র কন্যার প্রেমের বেদীমূলে আত্মদানের বিচিত্র কাহিনী, ততোধিক বিচিত্র ভাষায় গ্রথিত। কোথায় হারিয়ে গেল অশ্বপাল ওসমানের সেই কৌস্তুভরত্ন, বাংলার কোন্ এক অখ্যাত কবরগাহে ঘুমিয়ে রইল মহানুভব হাফেজ, আর সেই প্রজাদরদী সুলতান হেতম খাঁ? ভাস্কর পণ্ডিত তলিয়ে গেছে, বাদশা বিস্মৃতির তলায় হারিয়ে, কিন্তু মানুষের মনে বেঁচে আছে হেতমপুরের সুলতান হেতম খাঁ। দাম ৫·০০।

ডাঃ অরুণকুমার দে প্রণীত

বেকার

(স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক)

কে বুঝবে বেকার যুবকের অন্তরের জ্বালা? কে দেখবে তার মনের আগুন? এমন দরদী কে আছে—যাতে তার ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খার সুখস্বপ্ন সফল হয়ে সে সমাজে স্থান করে নিতে পারে? এই সাফল্যের সমাধান কোথায়? বেকার যুবকের করুণ চিত্ররূপ দেখুন। দাম ২·৫০।

অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

এ বাঁচা আমি চাইনি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিবাহবেদীর সম্মুখস্থ বৈঠকখানা

[নেপথ্যে শঙ্খের আওয়াজ, উলুধ্বনি ও সানাইএর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল]

অশ্বিনী রায় ও অবলাকান্তের প্রবেশ

অবলা। বরপণের টাকা সম্পূর্ণ না মিটালে পাত্র আমি হাতছাড়া করছি না রায়মশায়।

অশ্বিনী। আমার কথা শোন ভাই, এই পাঁচহাজার রাখ—(টাকা দিল)। অনেক কষ্টে এ টাকাটা জোগাড় করেছি। বাকী পাঁচহাজার বিজয় এলেই দিয়ে দেবো।

অবলা। বিজয় আসবে তারপর তুমি পণের টাকা মিটাবে? রাম জন্মাবার লক্ষণ নেই, তার আবার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন? আমি হক্ কথা বলে রাখছি রায়মশায়, সম্পূর্ণ টাকা না মিটালে আমার ছেলেকে আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবো না।

অশ্বিনী। (করজোড়ে) আমার অনুরোধ! তাছাড়া আমি তো তোমার পর নই। তোমার পাওনা না মিটিয়ে আমার মাধুকে—

অবলা। (চটিয়া) আরে রাখ তোমার মাধু-কাদুর কথা। এখন আমার নগদ দশহাজার টাকার প্রয়োজন। নইলে বি, ডি, ও অফিস থেকে এ, ই, ও, পাম্পসেটটা হাতছাড়া করতে চাইছে না।

অশ্বিনী। পাম্পসেট দুদিন পরে হলেও চলবে। কিন্তু মাধুর বিয়ে তো পরে হলে চলবে না।

অবলা। তোমাদের মত হাভাতের ঘরে সব চলে। এক আধ পয়সা নয় একেবারে পাঁচহাজার বাকী! বরং আমার ছেলে আইবুড়ো থাকবে, তবু তোমাদের মত ভিখারীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আইবুড়ো নাম ভাঙতে চাই না।

অশ্বিনী। এ তুমি কি বলছো অবলাকান্ত? আমি গরীব হয়েছি সত্য—কিন্তু এখনো—

অবলা। আভিজাত্য মলিন হয়নি। এবার হয় কি না দেখতে পাবে। আমি চললাম।

[প্রস্থানোদ্যত

অশ্বিনী। অবলাকান্ত!

অবলা। নামে অবলা হলেও আমি কিন্তু কাজের লোক রায়মশায়।

অশ্বিনী। তাহলে সত্যই কি তুমি—

অবলা। ক্যাবলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর—

অশ্বিনী। তোমার পায়ে ধরছি অবলাকান্ত, তুমি এ সময় আমাকে এভাবে অথৈ জলে দাঁড় করিও না। এই পাঁচহাজার টাকা নিয়ে তোমার ছেলের জন্য যা পার কিনে দাও। আমার মা-মণির জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। মাধু আমার তেমন মেয়ে নয়।

অবলা। তা তো বটে! বাপ যেমন মেয়ে তো তেমন হবেই। তুমি ভিখারী হয়েছ বলে আমার ছেলেকেও ভিখারীর মত বিয়ে করিয়ে নিয়ে যেতে হবে? যত হোক, বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর পুত্রবধূ বলে কথা।

অশ্বিনী। তুমি আমার মেয়েকে এখনো দেখনি অবলাকান্ত, দেখলে বুঝতে পারবে—

অবলা। আহা দেখিনি কে বললে? কলেজ ছুটি হলে কলেজ মোড়ে সবই নজরে পড়ে।

অশ্বিনী। অবলাকান্ত!

অবলা। (টাকা দেখিতে দেখিতে) এ পাঁচহাজার টাকা আমার কাছে থাকলো। হাতে যখন পেয়েছি—তখন আমার খাতেই জমা হোক। পরে আর পাবো কিনা তার তো ঠিক নেই।

অশ্বিনী। তার মানে?

অবলা। হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ! এই সামান্য কথার মানেটা বুঝতে পারলে না? তোমার কাছে যে আমার বকেয়া বাবদ সুদে আসলে পাঁচ হাজারের বেশী টাকা পাওনা হয়ে গেছে। ওরে ক্যাবলা—শোন তো বাবা, সেই সঙ্গে আমার হিসাবের খাতাটাও আনিস।

অশ্বিনী। অবলাকান্ত!

অবলা। এইবার নিয়ে ক্যাবলা আমার সাতবারের বার বি. এ, পাশ করেছে। তাহলেও তার হিসাবে জুড়ি মেলা ভার। একটা পয়সাও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। (ডাক দিয়া) ক্যাবলা—ওরে, ও ক্যাবলা—

বরবেশে ক্যাবলাকান্তের প্রবেশ

ক্যাবলা। ক্যাবলা তোমার পাশে পাশেই আছে বাবা। বিয়ের আর কত বাকী?

অশ্বিনী। বাকী নেই বাবা। তুমি রাজী হয়ে গেলেই—

ক্যাবলা। আমি তো সব সময় রাজী।

অবলা। (দৃঢ়কণ্ঠে) না, এ বিয়ে হবে না।

ক্যাবলা। হবে না—?

অবলা। না। পণের টাকা বাকী রেখে এ শর্মা তার ছেলেকে শুধুহাতে দান করতে আসেনি। চলে আয় ক্যাবলা।

ক্যাবলা। কিন্তু বাবা, বিয়ে করতে এসে এভাবে চলে যাওয়া কি ভাল হবে? তুমি যাও। আমি বরং মাধুরীকে বিয়ে করেই যাচ্ছি।

অবলা। (সক্রোধে) ক্যাবলা!

ক্যাবলা। ভেবে দেখ বাবা, আজ মাধুরীকে আমি বিয়ে না করলে আর হয়তো কোনদিন ওর হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর উঠবে না। যখন জানাজানি হয়ে যাবে বিবাহের বেদী থেকে ওর বর পালিয়েছে, তখন কেউ আর ওকে বিবাহ করবে না।

অবলা। ক্যাবলা! (স্বগতঃ) শালা বোধ হয় সবদিক না ডুবিয়ে ছাড়বে না দেখছি। (প্রকাশ্যে) সে বুঝবো আমি। তুই আমার সঙ্গে চলে আয়।

[হাত ধরিয়া টানিল]

ক্যাবলা। বাবা!

অশ্বিনী। ও ঠিকই বলেছে অবলাকান্ত। তুমি যদি আমার মত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হতে তাহলে আমার অন্তরের ব্যথা বুঝতে। কত কষ্ট করে যে এই পাঁচহাজার টাকা সংগ্রহ করেছি—

অবলা। যেভাবে করেছো সেই ভাবে আর পাঁচহাজার করলেও তো পারতে।

অশ্বিনী। সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই করতাম। আমি এই শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে বলছি, আর আমার কোন উপায় নেই।

ক্যাবলা। (সলজ্জভাবে) বাবা, মাধুরীকে আমি একবার আড়ালে দেখে নিয়েছি। তুমি যদি বল—

অবলা। (কর্কশকণ্ঠে) না। অবলাকান্ত বাঁড়ুজ্যে হক কথা দু'বার

বলে না। সত্য সত্যই তোর এই মেয়েটাকে যদি ইয়ে হয়ে থাকে, তাহলে তুই ওর হাত ধরে এখান থেকেই বেরিয়ে যা। আমি তোকে একটা কপর্দ্দকও দিতে পারবো না।

সম্মুখে সরলা ও বধূবেশীনি মাধুরী এবং তৎপশ্চাৎ জগাইএর প্রবেশ

জগাই। পারবা না কেনে? তোমার বাবাকে পারতি হবে। না পারবা বললে শুনবে কেডা? দেখনা একবার আমার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। এমন লক্ষী পিদিমে তোমাদের বংশে আছে?

সরলা। তুই থাম জগাই।

জগাই। থামবা কেনে? দুটা হক্ কথা বলবা তা বলি থামতি হবে? কি হে বাঁড়ুজ্যেরপো—বলো দিকিন, আমার কথা সত্যি কিনা?

মাধুরী। জগাদা!

জগাই। তাইতো সবাইএর মুখ এমন থমথমে কেনে? কি ব্যাপার কিছুই বুঝতি পারছি না। দাদাবাবু বলনাগে এমন সোনার পিদিমেকেও তোমার মনে ধরছে না? বিয়ার লগ্নি যে হতি যায়। কর্ত্তাবাবু তুমি এবার মা-মণিকে আশীর্বাদ কর।

অশ্বিনী। আশীর্বাদ করে কিছু লাভ হবে না জগাই। আরও পাঁচহাজার টাকা দিতে না পারলে এ বিবাহ হবে না।

মাধুরী। (আর্ত্তনাদ করিয়া) বাবা!

অশ্বিনী। বুঝতে পারিনি মা, খগেন ভট্চাজ মাত্র আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ফিরিয়ে দেবে।

জগাই। কর্ত্তাবাবু!

অশ্বিনী। সত্যই তো, তারই বা দোষ কি? এ সবই আমার অদৃষ্ট!

সরলা। ওগো!

অশ্বিনী। ইচ্ছা হয় স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে তারস্বরে চিৎকার করে বলি—দেখ আমাদের জনপ্রিয় সরকার, হিন্দু কোডবিল আইন পাশ করে স্বাধীনতার এত বছর পরে তোমরা দেশের কি করতে পেরেছ? যে দেশের কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা আজও পণের টাকার অভাবে বিবাহ বেদীতে উঠিয়ে তার মেয়ের হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর জোর করে মুছিয়ে দেয়—তাদের জন্য তোমরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ?

জগাই। কর্ত্তাবাবু!

অবলা। (ক্যাবলাকান্তের হাত ধরিয়া) চলে আয় ক্যাবলা।

মাধুরী। (ক্যাবলাকান্তের প্রতি) তুমিও চলে যাচ্ছ?

ক্যাবলা। আমি নিরুপায় মাধুরী। তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করে বধূ হিসাবে পাওয়া আমাদের বংশের সাত জন্মের পুণ্যের ফল। কিন্তু উপায় নেই—আমি যে এ যুগের গ্রাজুয়েট! বাবার কৃপাভিক্ষা ছাড়া আমার মত রকবাজ বেকার যুবকের বাঁচার কোন পথ নেই।

অশ্বিনী। বাবা!

ক্যাবলা। ভেবে দেখুন কাকাবাবু, বিজয়ের মত আমিও বেকার। এই বেকার জীবনের কি মর্ম্মন্তুদ জ্বালা তা আপনার মত গৃহস্থ পিতাদের বলে বুঝাতে পারবো না। পয়সার অভাবে যে একটা সিগারেট কিনতে পারে না, চায়ের দোকানে উঠলে দোকানী যেখানে কটমট করে তাকায়, সিনেমা দেখার শখ হলে নিষ্ফল আক্রোশ জানিয়ে টিকিট ঘর থেকে যখন ফিরে আসতে হয়, সেখানে মাধুরীর মত মেয়েকে এনে একটা যক্ষের ঘর আলো করা যায় না।

অবলা। কি বললি—আমি যক্ষ?

[হাত ধরিয়া টানিয়া]

চলে আয় বলছি।

গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

গুণধর। না যাবে না, দাঁড়াও।

অশ্বিনী। কে, গুণধর? তুমি এসেছো ভাই? দেখ-দেখ, কি লগ্নেই না আমি বিয়ে শুরু করতে গেছলাম। আজ টাকার অভাবে বিবাহ পণ্ড হতে বসেছে। বিয়ের পিঁড়ি থেকে বর উঠে যাচ্ছে।

মাধুরী। যাক। ওদের তুমি যেতে দাও বাবা। বিবাহ আমি করবো না। যে পিতা পণের টাকার জন্য তার পুত্রকে বিক্রী করে দেয়, তার বাড়ীর বৌ হয়েও আমি সুখী হতে পারবো না।

সরলা। মাধু!

জগাই। দিদিমণি—দিদিমণিগো!

গুণধর। আচ্ছা অবলাকান্ত ভায়া, এখন তোমার কত টাকা বাকী?

অবলা। বাকী তো অনেক। তবে মেয়েটাকে দেখে মনে ধরেছিল, তাই আর হাজার পাঁচেক দিলেই আমি ক্যাবলাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেবো।

গুণধর। (সচকিত হইয়া) পাঁচহাজার! তা হোক, আচ্ছা অশ্বিনীদাদা আমি যদি ওদের টাকাটা মিটিয়ে দিই, তাহলে তোমার আপত্তি আছে?

অশ্বিনী। আপত্তি? না ভাই, তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি আমার এই উপকারটুকু কর।

গুণধর। (সলজ্জভাবে) আহা, করছো কি, করছো কি? হাজার হলেও তুমি তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। তবে উপকার করতে

আমার আপত্তি নেই। তাছাড়া এই উপকার করে করেই তো আমার জীবনটা কেটে গেল।

অশ্বিনী। তাহলে তুমি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ?

গুণধর। দেবো। কিন্তু একটা সর্তে।

অশ্বিনী। সর্ত ? বল বল, কি সর্ত করতে হবে আমাকে ? আমি তোমার যেকোন সর্তে সম্মত আছি।

গুণধর। আহা, তুমি থামতো দাদা। একেই যখন পড়েছি তখন তোমার দায় উদ্ধার না করে কিছুতেই যাবো না। সর্তটা এমন কিছু নয়, শুধু তোমার ছোট ছেলে বিজয়কে আমার প্রয়োজন।

জগাই। কেনে বাবু ? ছোট দাদাবাবুকে চাকরী দেবেন বুঝি ?

গুণধর। হ্যাঁ চাকরীই দেবো। তবে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস নয়, আমি আমার কৃষ্ণকলিকে বিবাহ দিয়ে জামাই করতে চাই।

সরলা। } না-না।
মাধুরী। }

অশ্বিনী। (শিহরিয়া) গুণধর !

গুণধর। আহা, এমন চমকে উঠলে কেন দাদা ? মেয়ে আমার খুব খারাপ নয়। তবে দেখতে একটু কাল—তফাতের মধ্যে এই যা। আর পড়াশুনা—এই সময়ে রকবাজ ছেলেদের জন্য বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে সাহস হয়নি। কারণ তোমার এই মাধুর মত স্কুল-কলেজে গিয়ে যুবক ছেলেদের সঙ্গে যেতে আসতে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াবে, তা আমি চাইনি।

মাধুরী। কাকাবাবু !

গুণধর। এই যে প্রবাল না প্রণয়, তাকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারীটা

করলে, সে ঘটনা কোন ভদ্রলোকে জানা তো দূরের কথা আমার তো শুনেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে ইচ্ছা করছিল।

অবলা। তাই নাকি নায়েবমশায়?

গুণধর। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই বাঁড়ুজ্যে। ও তেমন কিছু করেনি। ওই যত সব চ্যাংড়া ছোঁড়াদের কাজ। মাধু আমার অশেষ রূপলাবণ্যবতী কিনা—

অবলা। তা বটে।

গুণধর। তাহলে আমার প্রস্তাবে সম্মত আছ অশ্বিনীদাদা?

অশ্বিনী। (ইতস্ততঃ করিতে করিতে) আমি মানে—আমি—

মাধুরী। না। এমন ঘৃণিত প্রস্তাবে বাবা সম্মতি দিলেও আমি তা মেনে নিতে পারবো না। ছোড়দা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দু'বছর বেকার আছে সত্যি—তা বলে তাকে বিক্রী করে আমি শ্বশুরবাড়ীতে যেতে পারবো না।

অবলা। সে কি কথা মা-লক্ষ্মী? এভাবে সুযোগের অপব্যবহার করতে নেই। এর পরে ভেবেছো তোমাকে কেউ বউ করে ঘরে নিয়ে যাবে?

মাধুরী। না নিয়ে গেলেও আমার দুঃখ নেই। আমার বাবার সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামী নিয়ে আমি সুখে সংসার করতে পারবো না।

জগাই। মাধু, দিদিমণিগো!

সরলা। }
অশ্বিনী। } মাধু!

মাধুরী। ওদের তুমি 'না' বলে দাও বাবা।

অশ্বিনী। মাধু—মাধু!

মাধুরী। কোন সংসারে কোন পিতা কি পারে এক সন্তানকে সুখী

করিয়ে আর এক সন্তানকে পথে ভাসাতে? বড়দা সামান্য স্কুলমাষ্টার বলে এই নায়েব তাকে তার কালো কুৎসিত মেয়েকে দিতে চাইছে না। টাকা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার পাত্রকে কিনে নিতে চায়। আর—

সরলা। মাধু!

মাধুরী। বড়দাও তো কম যোগ্যতা অর্জন করেনি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে এম, এ, তে ফাষ্টক্লাস পেয়ে যখন চার বছর বেকার ছিল, তখন তো কৈ ওই নায়েবমশায় আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আসেনি?

গুণধর। তখন তো আমার মেয়ে বড় হয়নি!

মাধুরী। এখনও আপনার এই অনুগ্রহের দান আমরা সাদরে প্রত্যাখ্যান করছি।

জগাই। দিদিমণি!

সরলা।
অশ্বিনী। } মাধু!

মাধুরী। হ্যাঁ বাবা। ছোড়দা আজ বাড়ীতে নেই। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার এত বড় অমঙ্গল আমি হতে দেবো না। শেষে সে যদি তোমার প্রস্তাবে সম্মত না হয়—তাহলে তোমার উঁচু মাথাটা পাঁচজনের কাছে হেঁট করে দিতে কিছুতেই পারবো না।

অবলা।
গুণধর। } তাহলে এ বিবাহ হবে না?

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। বিবাহ হবে, তবে ওখানে নয়।

সরলা।
অশ্বিনী। } অজয়!

মাধুরী। দাদা!

অজয়। তুই ঠিকই বলেছিস বোন। আমরা থাকতে বিজুর এত বড় সর্ব্বনাশ করতে কিছুতেই পারবো না।

জগাই। দাদাবাবু, এবার বুঝি বিয়ার লগ্ন হতি যায়।

সরলা। তাইতো, এখন উপায়?

অজয়। উপায় একটা আছে মা। ওই প্রণব আসছে, ওকেই ধরবো।

প্রণবের প্রবেশ

[গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবী, হাতে দামী ছাড়ি দুলাইতেছিল]

প্রণব। কাকে ধরবে অজয়? বিয়ে বাড়ীতে নেমতন্ন করে এনে শেষে—

অজয়। ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে গেছি প্রণব। বর-কনে পুরোহিত সবই ঠিক, শুধু কিছু টাকার জন্য বিবাহ পণ্ড হতে বসেছে।

প্রণব। তা তুমি আগে বললে পারতে। এখানে আমি টাকা কোথায় পাব? পাত্র এই বুঝি?

অবলা। আজ্ঞে—(ক্যাবলাকান্তকে ঠেলা দিয়া) এই ক্যাবলা জমিদারবাবুকে নমস্কার কর না।

ক্যাবলা। নমস্কার জমিদারবাবু।

প্রণব। থাক্ থাক্। আরে, কিছুদিন পূর্বে তুমি আমার বাড়ীতে চাকর ছিলে না?

গুণধর। আজ্ঞে চাকর নয় বড়বাবু, সদর কাছারীতে মুহুরী ছিল।

প্রণব। ওই হোল। যেই মুহুরী, সেই চাকর।

অবলা। (সক্রোধে) এতবড় অপমান! এই ক্যাবলা চলে আয়।

ক্যাবলা। মাধুরীকে সঙ্গে না নিয়ে চলে যাবো ?

অবলা। (ক্যাবলাকান্তের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে) হ্যাঁরে শুয়ার।

ক্যাবলা। তাহলে মাধুরীদেবী নমস্কার।

অবলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ হয়েছে। (সজোরে টানিয়া) চলে আয়।

[ক্যাবলাকান্তকে টানিয়া লইয়া গেল]

সরলা। ওরা যে সত্যই চলে গেল অজয় ?

প্রণব। তাইতো, এখন উপায় ?

গুণধর। আপনি যখন আছেন তখন আমাদের ভাবনা কি জমিদার-বাবু। আপনি এর একটা বিহিত করুন।

প্রণব। আমি ? আমি মানে ? আপনি এসব কি বলছেন নায়েব-মশায় ? আমি এর কি করতে পারি ?

সরলা। পারলে তুমিই পার বাবা। এতদিন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও তোমার দুয়ারে একদিনের জন্য হাত পাততে যাইনি। আজ আমার একটা অনুরোধ রাখ প্রণব।

প্রণব। ছিঃ মাসীমা, আমার বাবা যখন সুস্থ ছিলেন তখন আপনাদের কি—না ছিল ? আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছেন বলে একথা বলছেন কেন ? আপনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

সরলা। আমার মাধুরীর বিবাহটা—

প্রণব। টাকা পয়সা তো এখানে কিছু আনতে পারিনি। আমি বরং এই নায়েবমশায়কে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

গুণধর। তাই করুন বড়বাবু।

অশ্বিনী। না প্রণব, চিঠি লিখে দিলেও আজতো আর কেউ টাকা নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। এদিকে যে বিবাহের লগ্ন বয়ে যায়—

প্রণব। (চিন্তামগ্ন হইয়া) তাইতো—

গুণধর। উপায় একটা আছে বড়বাবু। আপনি স্বয়ং মাধুরীকে বিবাহ করে আপনার পিতার বাল্যবন্ধুকে এ দায় থেকে উদ্ধার করুন। আর তাছাড়া এখানেও তো একটা মেয়ের প্রয়োজন।

প্রণব। না-না, তা কি করে হয়? আমি—

অজয়। কথা রাখ প্রণব। নায়েবমশায় ঠিকই বলেছেন। এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

প্রণব। কিন্তু—

গুণধর। (স্বগতঃ) তাইতো, সত্যই কি মাধুরীর সুন্দর মুখ দেখে জমিদারবাবু ভুলে যাবে নাকি?

সরলা। (প্রণবের হাত ধরিয়া) আর কিন্তু নয় প্রণব। আমি মা হয়ে কথা দিচ্ছি—মাধুরী তোমার অযোগ্য হবে না। ওকে আমরা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়েছি। আশা করি তোমার সংসারের ভার ও নিজের মাথায় তুলে নিতে পারবে।

মাধুরী। মা!

প্রণব। আপনারা একটা কথা বুঝছেন না কেন মাসীমা, আমি—

অশ্বিনী। প্রণব, আমি তোমার পিতৃতুল্য, তুমি আমার কথা রাখ বাবা।

প্রণব। বেশ, আপনারা যখন বলছেন তখন কথা রাখবো, তবে মনে রাখবেন—এ শুধু আপনাদের দায় উদ্ধার করা, এর চেয়ে আপনার কন্যা যেন আমার কাছ থেকে কোনদিন বেশী কিছু আশা না করে।

মাধুরী। (কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল) মা-মাগো!

সরলা। (অশ্রু মুছিয়া দিতে দিতে) কাঁদিসনে মা, ভাগ্যে সুখ থাকলে কেউ ভবিতব্যকে এড়াতে পারবে না। আমরা তো শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

অশ্বিনী। তোর মা ঠিকই বলেছে মাধু। আমরা তো কোনদিন কারুর সর্ব্বনাশ করতে যাইনি। এতদিন পরের উপকার করে আজ সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছি, তবে আমার কেন সর্ব্বনাশ হবে? এবার তুই যা জগাই, পুরনারীদের উলুধ্বনি দিতে বল। আর তুমিও মাধুরীকে নিয়ে চল বড়বৌ, এবার ওকে আশীর্বাদ করতে হবে।

[অশ্বিনী, সরলা ও মাধুরীর প্রস্থান

জগাই। (আনন্দে) দিদিমণি-দিদিমণি, তোমার কি ভাগ্যিগো, কোথায় একটা চাষারের ছেলের সঙ্গে বিয়া হবেক, তা না হয়ে এক রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়া হতি যাচ্ছে। উঃ, কি আনন্দ—কি আনন্দ! (নায়েবকে দেখাইয়া) এবার দেখোই না শর্ম্মার পো, দিদিমণি আমার কোথায় যাচ্ছে? আসুন দাদাবাবুরা, আসুন।

অজয়। চল ভাই।

[গুণধর শর্ম্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

গুণধর। উচ্ছন্নে যাবে। (তাকাইয়া) তাইতো, অশ্বিনী রায় যে একলাফে বড়গাছে উঠে গেল! আর আমি? দেখা যাক্‌, কত ধানে কত চাল? (সহসা হতাশ হইয়া) না, শেষে আমার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিলে এই জমিদারবাবু—জমিদারবাবু।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইয়াসিনের আড্ডাখানা

উত্তেজিত ইয়াসিনের প্রবেশ

[তাহার হাতে ঝকঝকে চাবুক]

ইয়াসিন। জমিদার! জমিদার! শালা হারামীর বাচ্চা আজ নামকরা জমিদার! কিন্তু কার রক্ত দিয়ে তৈরী করা কালো টাকা নিয়ে অবনী রায় তার পুত্রদের জমিদার বানিয়ে রেখে গেছে? সে তো এই সব গাঁয়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত সরল কৃষাণ ভায়েদের। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছেলেমেয়েদের একবেলা আধপেটা খাইয়ে মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে। কৈ আমাদের এই জনপ্রিয় সরকার তো তাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা করছে না? তবে আমরাও কেন এর সুযোগ দেবো? মওকা মিললে—

গফুর মিঞার প্রবেশ

গফুর। মওকা মিলেছে সর্দ্দার। সেই নওজোয়ানী আজ আবার এসেছে।

ইয়াসিন। (উত্তেজনায়) এসেছে-এসেছে, তাকে আমি—

গফুর। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। যেভাবে তার শয়তান-মাতাল-চরিত্রহীন ভায়েরা আমাদের দেশের অসহায় মা বহিনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, আমি তাকে ঠিক সেইভাবে আমার এই শক্ত-সবল দুটো হাত দিয়ে তার তুলতুলে আঙুর মাফিক দেহটাকে নিয়ে—

গফুর। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। বেইজ্জতির পয়জার তুলে দেবো।

গফুর। তাতে আমাদের লোকসান বৈ লাভ হবে না সর্দ্দার।

ইয়াসিন। সব সময় লাভ লোকসানের খতিয়ান বুঝতে গেলে এক এক সময় পস্তাতে হয়। শয়তানীটা রোজই তার আশিককে নিয়ে মিঠি রোজের পয়গম শোনাতে আসে। না, না, এভাবে তার সহ্য করা যায় না। আমি তাকে কোতল করবো।

গফুর। তাহলে আমাদের অভীষ্ট যে কোনদিন সিদ্ধ হবে না।

ইয়াসিন। গফুর মিঞা!

গফুর। যার জন্য আপনি আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে হারিয়ে শয়তানদের শাস্তি দেবার জন্য দোজাকে নেমে এলেন, তাদের জন্য কি করলেন?

ইয়াসিন। গফুর!

গফুর। না-না সর্দ্দার, ক্রোধের বশে অবনী চৌধুরীর একটা কন্যাকে ধর্ষণ করলে তো আমাদের আশা মিটবে না। শালা হারামী যেভাবে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত কৃষাণ ভায়েদের উপর অন্যায় জুলুম করে, মিথ্যা দেনার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, আজ আশমান মাফিক অট্টালিকা হাঁকিয়ে বসেছে তার শেষ না দেখে আপনি লৌহ কপাটের অন্তরালে চলে যেতে চান?

ইয়াসিন। গফুর!

গফুর। না না সর্দ্দার। এভাবে আপনি দোজাকের অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেলে আজকের এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের মুক্তি আসবে না। আরও ধৈর্য্য ধরুন। শুধু অবনী চৌধুরীর খুপসুরত নওজোয়াণী আওরত লিলি চৌধুরী নয়, যেদিন তার বংশের সবকটা আওরতকে বেইজ্জত করতে পারবেন, সেইদিন আপনাকে আমরা সাদরে মুক্তি দেবো।

ইয়াসিন। লেকিন—

গফুর। আপনি না পারলে আমিই তাকে নিজের হাতে খুন করবো।

ছুরি হস্তে বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। নিজের হাতে খুন করবো ? না-না, এ অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই পারবো না।

ইয়াসিন। নওজোয়ান !

বিজয়। থাকলো সর্দ্দার তোমার দেওয়া এই তীক্ষ্ণধার ছোরা। আমি এই মুহূর্ত্তে এ নরক থেকে চলে যাচ্ছি।

[ছোরা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল]

ইয়াসিন। (বাধা দিয়া) যাবে, তবে আমার দেওয়া পাঁচহাজার আসরফি এখানে রেখে যেতে হবে।

বিজয়। সর্দ্দার !

ইয়াসিন। শুধু তাই নয়—আমার আস্তানায় এসে এখানে নাম লিখিয়ে কেউ কোনদিন সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে যেতে পারে না। আর এক পা অগ্রসর হলে এখানকার নিয়মমাফিক কাম ফয়দা করতে হবে।

বিজয়। এর অর্থ ?

ইয়াসিন। (সহসা পিস্তল বাহির করিয়া) এই গুলিভরা পিস্তল।

বিজয়। সর্দ্দার !

ইয়াসিন। হাঃ হাঃ-হাঃ ! এ কদিনে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো, যে হারাম আমার সঙ্গে নেমকহারামী করেছে তার শাস্তি—

গফুর। (বাধা দিয়া) সর্দ্দার !

বিজয়। বেশ, এই রইলো তোমার দেওয়া পাপ টাকা।

[টাকাগুলো বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলে গফুর মিঞা কুড়াইতে লাগিল]

এবার তো যেতে পারি ?

ইয়াসিন। (গর্জন করিয়া) না।

বিজয়। কেন ?

ইয়াসিন। একজন খুনীকে হাতের কাছে পেয়ে সর্দ্দার ইয়াসিন এত সহজে ছেড়ে দেয় না।

বিজয়। আমি খুনী ?

ইয়াসিন। আলবৎ। এখনো ক্ষীণা রায়ের মৃতদেহে তোমার হাতের ছাপ বসে রয়েছে। ফরেন্সিক ল্যাবরেটারীতে এক্সপেরিমেণ্ট করে তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ দশহাজার টাকা ইনাম পাওয়া যাবে।

বিজয়। সর্দ্দার—সর্দ্দার !

ইয়াসিন। হাঃ হাঃ হাঃ ! হয় আমার দলে থাকবে—না হয় তোমাকে চিরদিনের মত এই আলোভরা সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। বল, কোনটা চাও ?

বিজয়। সর্দ্দার !

গফুর। ভুল করোনা দোস্ত, ভেবে দেখ—সর্দ্দারের কাছ থেকে এই পাঁচহাজার টাকা না নিয়ে গেলে তোমার বহিনকে আজ সাদী দিতে পারবে ? যারা তোমার গন্তব্যস্থলের দিকে তাকিয়ে তাঁদের কাকের মত বিবাহ বেদীতে বসে আছে, তাদের মুখে তুমি হাসি ফোটাতে পারবে ?

বিজয়। তা হয়তো পারবো না। এমনকি টাকার অভাবে আমার বোনের বিবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তবু আমার বিবেকের কাছে এই সান্ত্বনা থাকবে, আমি পাপের টাকা নিয়ে আমার বোনকে বিদায় করিনি—

ইয়াসিন। (গর্জন করিয়া) সাট্ আপ ননসেন্স ! এসব কথা

আজকের দিনে এই অপদার্থের দল বলবে। তোমার মত নওজোয়ানের মুখে একথা শোভা পায় না। মর্যালিটির কনসেপ্ট? আধুনিক সভ্যতার যুগে কি দাম এ সবের?

বিজয়। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। এতদিন তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বসে আছ, হাজার হাজার টাকা খরচ করে তোমার পিতামাতার সর্ব্বাঙ্গ শুষে পেয়েছো। কিন্তু পেরেছো কি কোনদিন উপযুক্ত পুত্র হয়ে তাদের হাতে বাজারের জন্য কয়েকটা টাকা তুলে দিতে? যেখানে ঘুষ দিয়ে চাকরীতে ঢুকতে হয়, সুপারিশের অভাবে ভ্যাগাবণ্ড হয়ে ঘুরতে হয়—সেখানে তুমি কেন মর্যালিটির দাম দেবে? যে সভ্যতা আমাদের বাঁচতে দেয়নি—আমরাও কাউকে শান্তিতে বাঁচতে দেবো না।

বিজয়। (চীৎকার করিয়া) না-না, এভাবে এ বাঁচা আমি চাইনি।

শিউলীর প্রবেশ

শিউলী। আমিও চাইনি। তবু আমাকে বাঁচতে হয়েছে, আরও বাঁচতে হবে।

বিজয়। কিন্তু এ ভাবে?

শঙ্কর। হ্যাঁ, এভাবে আমিও চাইনি। তবু বাঁচার প্রয়োজন আছে। সেদিন যদি আমি কবরের তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তাম—তাহলে আমার সাদী করা খুপসুরৎ নওজোয়ানী বিবিকেও পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে হতো।

শিউলী। শুধু তাই নয়, এযুগে একটা যুবতী নারীর পক্ষে বেঁচে থেকে ইজ্জত রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। উঁচুতলার এই কামান্ধ পুরুষগুলোর কামনার ইন্ধনে জ্বলে পুড়ে মরতে হতো।

বিজয়। না, এ তোমাদের অন্যায় অভিযোগ।

শিউলী। (মৃদু হাসিয়া) জানি বিজয়বাবু। আপনিও সমাজের এই উঁচুতলা থেকে সদ্য নীচুতলায় নেমে এসেছেন। তাই আপনার দেহ থেকে সেই আভিজাত্যের গন্ধ এখনো কাটেনি। যখন কাটবে তখন বুঝতে পারবেন আপনি আপনার বোনের কি চরম সর্ব্বনাশ করেছেন।

বিজয়। শিউলী !

শিউলী। ভেবে দেখুন, এ অবস্থায় আপনার বোনের বিবাহ বন্ধ হয়ে গেলে যারা আপনাদের আর্থিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে বারবার এ বিবাহ ভেঙে দিতে চেয়েছে, তারা কি আড়ালে মুখ লুকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসবে না ?

বিজয়। হাসুক, সবাই আমাদের উপহাস করুক। তবু আমি খুন করতে পারবো না।

ইয়াসিন। পার কি না পার সে আমি পরে দেখবো। ইচ্ছা থাকলে গফুর মিঞার হাত থেকে পাঁচহাজার টাকা নিলেও নিতে পার।

গফুর। (শিউলীর হাতে টাকা দিয়া) টাকাগুলো ওর হাতে থাকলো।

ইয়াসিন। (আদেশের ভঙ্গিতে) থাক্। এবার চলে এসো। আর তুমিও স্মরণ রেখো নওজোয়ান, তোমাকে বাঁচার জন্য মাত্র এক প্রহর সময় দিয়ে গেলাম।

[গফুর মিঞা সহ প্রস্থান

বিজয়। সর্দ্দার—সর্দ্দার !

শিউলী। আর হাজারবার গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও কোন কথা ওই শয়তানটার কানে গিয়ে পৌছাবে না। আপনি মাত্র একমাস এসেছেন। আমি একবছর থেকে বুঝতে পেরেছি, এখানে যে

একবার পা দেয়, সে সুস্থ শরীরে কোনদিন আস্তানা ছেড়ে পালাতে পারে না।

বিজয়। শিউলী!

শিউলী। নাম যখন লিখিয়েছেন, পালাবার চেষ্টা করলে মরতে আপনাকে হবেই। তবে মরাই যখন স্থির, তখন দু' একটা মাস বেঁচেই দেখুন না—আপনার সংসারের কিছু উপকার করতে পারেন কিনা।

বিজয়। কিন্তু এভাবে?

শিউলী। জীবনের শুরুতে এখানে এসে আমিও ঠিক এ কথাই বলেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। পাড়াপড়শী, আত্মীয় স্বজনেরা জানে আমি কোন শহরে বড় কোম্পানীতে চাকরী করি।

বিজয়। আর, মা বাবা?

শিউলী। তারা আমার আসল পরিচয় জানে, তবু ভয়ে মুখ ফুটে কেউ বলতে সাহস করে না, পাছে আমার চাকরী খোয়া যায়।

বিজয়। এ তুমি কি বলছো? কোন পিতামাতা কি পারে তার সোমত্ত মেয়েকে এভাবে একলা ছেড়ে দিতে?

শিউলী। পারে বিজয়বাবু, পেটের দায়ে অর্থের অভাবে এ যুগের পিতা-মাতাই পারে। তাইতো আপনার কাছে আমার অনুরোধ, যদি পারেন এই পাঁচহাজার টাকা নিয়ে আপনি আপনার বোনকে বাঁচান।

বিজয়। শিউলী!

শিউলী। হয়তো ভাবছেন, আমার মত একটা ভ্রষ্টা, নষ্টা, কুলটা, পরিচয়হীনা পথের মেয়ের কথার কি মূল্য আছে?—কিন্তু না, একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন আমিও সহজে এ পথে আসতে চাইনি। আমিও চেয়েছিলাম স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারধর্ম পালন করতে।

B/B 4013

পারিনি, বুভুক্ষু কঙ্কালসার ছোট ছোট ভাইবোন, বাবা মার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভালভাবে বাঁচতে।

বিজয়। কারণ?

শিউলী। আজকের দুনিয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আমাদের মত বিত্তহীন সন্তানদের আভিজাত্যকে আঁকড়ে ধরলে চলবে না। আপনি এখনো মন স্থির করুন। বোঝেন না কেন— সর্দ্দারের কথা যা কাজ তা।

বিজয়। সে আমি জানি শিউলী। তবু—

শিউলী। আর ইতস্ততঃ করবেন না। বিলম্ব করলে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনবেন।

বিজয়। (চিন্তা করিয়া) বেশ তাই হবে। তোমার কথাই মেনে নিলাম শিউলী। মরতে যখন হবে—তখন আর কটাদিন বেঁচেই দেখি না, বাঁচার কি আনন্দ।

শিউলী। এইতো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। ধরুন আপনার টাকা (টাকা দিল)। অযথা বিলম্ব করলে হয়তো টাকাটা নিয়ে সময়মত পৌঁছাতে পারবেন না। এবার চলে যান।

বিজয়। শিউলী!

শিউলী। বলুন।

বিজয়। একটা কথা, বেশ কিছুদিন তুমি আমাকে এভাবে পাহারা দিয়ে চলেছো কেন, জানতে পারি কি?

শিউলী। পাহারা? কৈ না তো। (সহসা আত্মসংবরণ করিয়া) হতেও পারে। মনে করুন, এও সর্দ্দারের নির্দ্দেশ।

বিজয়। শিউলী!

শিউলী। কৈ, এবার যান।

বিজয়। যাচ্ছি। (সহসা ফিরিয়া) টাকা যখন নিয়েছি তখন এ অনন্ত নরকে আবার ফিরে আসতে হবে। তবে যেদিন সময় পাব, তোমার এ উপকারের প্রতিদান দিতে কোনদিন ভুল করবো না।

[প্রস্থান

শিউলী। বিজয়বাবু—না ও যাক। কিন্তু এভাবে আমি ওকে ফেরাতে গেলাম কেন? এখানে বেঁচে থেকে এমন একটা প্রতিভার অপমৃত্যুর চেয়ে জীবন্মৃত্যুই যে ওর ভাল ছিল। না-না, যে ভাবেই হোক ওকে ফেরাতেই হবে। বিজয়বাবু—বিজয়বাবু—

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অশ্বিনী রায়ের বাড়ী

ডাকিতে ডাকিতে অশ্বিনী রায়ের প্রবেশ

অশ্বিনী। বিজয়—বিজয়, কৈ, কোথায় বিজয়? কেউ তো নেই? কিন্তু তার যে আজই টাকা নিয়ে আসার কথা ছিল, ভোর হলে মাধুকে তার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাতে হবে। প্রণব কিছু না নেবে বললেও আমার সামর্থ্য মত কিছুতো দিতে হবে। তাইতো, আর যে ভাবতে পারছি না। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। যাক্, এতদিনে তবু নিশ্চিন্ত। মধুরীকে রাজরাণী করিয়েছি। কোথাকার কোন প্রবালকে বিয়ে করলে কোথায় যে দাঁড়াতো তার ঠিক নেই। ভালবাসা, আজকালকার ভালবাসার মাথায় আগুন! কিন্তু আমি যে বিজয়কে স্পষ্ট দেখেছি। তবে কি লজ্জায় সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে না? বিজয়—বিজয়—

[প্রস্থান

সন্তর্পণে বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। আমাকে ডাকতে ডাকতে এত রাতে বাবা কোথায় চলেছে? তাহলে কি মাধুরীর বিবাহ হয়নি? তাই বা কি করে সম্ভব? ও পাড়ার গণেশ মণ্ডল বললে, মাধুর বিয়ে হয়ে গেছে। (চিন্তা করিতে করিতে) কিন্তু কোথায়? পাড়ার যোগেন খুড়ো বললে, কোন এক জমিদার নাকি তাকে বিয়ে করেছে। (সহসা) তাহলে প্রবাল কি মাধুরীকে বিবাহ করেনি?

সদ্য বিবাহিতা মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। না ছোড়দা।

বিজয়। মাধু!

মাধুরী। সেই যদি এলে তবে আর ক'টা দিন আগে আসতে পারলে না? তাহলে হয়তো প্রবালের সংবাদটা তোমাকে দিয়ে আনিয়ে নিতাম।

বিজয়। তবে কি প্রবাল তোর সঙ্গে বিট্রে করেছে?

মাধুরী। জানি না। তবে—

বিজয়। মাধু!

মাধুরী। এতদিন মেলামেশা করেও তোমাদের এই পুরুষজাতটাকে চিনতে পারিনি। তুমি যদি এই ছ'টা মাস কাছে থাকতে, তাহলে হয়তো আমাকে এভাবে কান্নার কূলে হারিয়ে যেতে হতো না।

বিজয়। কেন বোন, কি হয়েছে তোর? তবে কি তোদের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ভাবে হয়নি?

মাধুরী। শাস্ত্র অশাস্ত্র আমি বুঝিনা ছোড়দা, শুধু আজ মনে হচ্ছে আমার জীবনটা যেন কোন এক অচেনা অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

বিজয়। মাধু!

মাধুরী। তুমি তো জান ছোড়দা, প্রবালকে আমি কি না দিয়েছিলাম, বিনিময়ে সে আমাকে—

বিজয়। ওসব হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট বল। আমার হাতে যে আর সময় নেই।

মাধুরী। ছোড়দা!

বিজয়। সে যদি সত্যসত্যই তোর সঙ্গে বিট্রে করে থাকে, তাহলে বল—এ বিজু গুণ্ডা তাকে আর কোনদিন ক্ষমা করবে না। সুযোগ পেলে তার ভাঙা মাথাটা এনে তোর পায়ের তলায় উপহার দেবে।

মাধুরী। দাদা, তুমি গুণ্ডা?

বিজয়। মাধু!

মাধুরী। এ তুমি কি করেছ ছোড়দা? বাবা মা একথা শুনলে—

বিজয়। ওরা দুঃখ পাবে। কিন্তু এছাড়া আমার বাঁচার কোন পথ ছিল না। তুই তো জানিস, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেকার দু'বছর বাপমায়ের গলগ্রহ হয়ে থাকতে কোন সন্তানের ইচ্ছা হয়? তাইতো সেদিন বাবার তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে মনে মনে শপথ করেছিলাম, যদি নিজের ক্ষমতায় টাকা রোজগার করতে পারি তাহলে এ সংসারে ফিরবো। নইলে—

মাধুরী। এ বাঁচাকে তুমি বাঁচা বল? ছিঃ ছোড়দা! তোমার উপর আমাদের কত ভরসা লুকিয়েছিল। কিন্তু তুমি কি হতে গেসে কি হয়ে ফিরে এলে? রায়বংশের ঐতিহ্যকে কলঙ্কের কালিতে ডুবিয়ে দিলে?

বিজয়। মাধু!

মাধুরী। না-না ছোড়দা, তুমি আর এখানে এক মুহূর্ত্ত থেকো না। বাবা মা তোমার এই অধঃপতনের কথা জানতে পারলে হয়তো হার্টফেল করতে পারে। তুমি পালিয়ে যাও ছোড়দা।

বিজয়। মাধু!

মাধুরী। আমি তো নিজে মরেছি, সেই সঙ্গে এ সংসারটাকেও মারতে বসেছি। কিন্তু তুমি এসে এভাবে বাবা-মার অন্তরে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা তুলে তাদের এই মুহূর্ত্তে শেষ করে দিও না।

বিজয়। এ তুই কি বলছিস?

মাধুরী। দোহাই—দোহাই ছোড়দা, আমি তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি—তুমি পালিয়ে যাও। বাবা তোমার আসল স্বরূপ জানতে পারলে তোমাকে নিজের হাতে পুলিশের হেফাজতে তুলে দিয়ে আসবে।

বিজয়। মাধু, শেষে তুইও আমাকে ভুল বুঝলি?

মাধুরী। না ছোড়দা, আমি জানি জ্ঞানতঃ তুমি কোন অপরাধ করনি। আজকের এই বুর্জ্জোয়া শাসনতন্ত্রই তোমাকে এ পথে নামতে বাধ্য করেছে। তুমি বরং—

বিজয়। বেশ। তাহলে প্রবালের ব্যাপারটা?

মাধুরী। এই দেখ, খবরের কাগজের এক টুকরো অংশ। এতেই তার কথা লেখা আছে।

[মহুয়া এক টুকরো খবরের কাগজ দিল]

বিজয়। (পাঠ করিতে করিতে) সে কি! নিউইয়র্ক থেকে ভারতগামী বিমানের দুর্ঘটনা। আগুন লেগে প্রশান্ত মহাসাগরে ধ্বংস! তাতে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কয়েকজন ব্যারিষ্টারের শোচনীয় অপমৃত্যু! আর তার একপাশে প্রবালের নাম!

মাধুরী। হ্যাঁ ছোড়দা, তাইতো আমি—

বিজয়। না না, এ মিথ্যাকথা। নিশ্চয়ই এ কারও ষড়যন্ত্র। তাকে আমি—

মাধুরী। থাক ছোড়দা। যা হবার নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন ফল হবে না। তুমি—চলে যাও।

বিজয়। (ইতস্ততঃ করিতে করিতে) মাধু! ও হ্যাঁ, তার সম্পর্কে তোর যখন আগ্রহ নেই তখন আমিও আর কিছু বলতে চাই না। তবু যাওয়ার সময় একটা কথা—এই কটা টাকা তুই মাকে দিয়ে দিস (টাকা বাহির করিয়া)। আর বলিস—

মাধুরী। ছোড়দা!

বিজয়। এই ক' মাসে এ টাকাটা তার ছোট ছেলে বিজয় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের শক্তিতে রোজগার করে তার ছোটবোনের বিবাহের যৌতুকের খরচের জন্য দিয়ে গেছে। নে—নে বোন (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) রাত প্রায় শেষ হতে চললো। আমাকে যে আবার এই রাতের অন্ধকারেই মিলিয়ে যেতে হবে। নে ধর—

মাধুরী। না,—না ছোড়দা, তা হয় না।

বিজয়। কি হয় না?

মাধুরী। একটা খুনীর রোজগারের টাকা নিয়ে আমি আর একজনকে খুন করতে পারবো না। তুমি তোমার টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

বিজয়। কি বললি? (উত্তেজিত হইয়া) আমি খুনী? না না, আর কেউ বিশ্বাস না করলেও তুই অন্ততঃ আমাকে বিশ্বাস কর বোন, আমি খুনী নই, লম্পট নই, চোর নই—আমি—আমি—

সরলার প্রবেশ

সরলা। কি তুই ?

[সবাই চুপ করিয়া গেল]

কি, কথা বলছিস না কেন ?

বিজয়। মা—মাগো !

সরলা। বিজু বাবা আমার ! (বুকে টানিয়া) এতদিন আমাকে ভুলে কোথায় ছিলি তুই ?

বিজয়। মা !

সরলা। পথে পথে রৌদ্র বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কি অবস্থা হয়েছে তোর ? তুই শুধু তোর বাপের কথায় রাগ করে চলে গেলি। আমি বুঝি তোর কেউ নই ?

বিজয়। মা—মা !

সরলা। (বিজয়ের অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে) ছিঃ, বাবা ! এভাবে কাঁদতে আছে ? উনিতো তোর জন্য দিনরাত কত ঠাকুরের কাছে মানত রাখছেন। তোর চিঠি পেয়ে তাঁর সেকি আনন্দ ! তুই চাকরী পেয়েছিস জেনে—

মাধুরী। মা !

সরলা। তুই থামতো মাধু। দেখতে পাচ্ছিস না—আমার হাতে সময়মত দুবেলা দুটো খেতে না পেয়ে বাছার আমার কি অবস্থা হয়েছে।

বিজয়। মা !

সরলা। তুই যাতো মা, তোর ছোড়দার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিস কিনা দেখ।

বিজয়। (ব্যস্ত হইয়া) না-না, আমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে মা, আমার একটুও খিদে পায়নি।

সরলা। সে কিরে! চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন সারারাত তোর পেটে কিছু পড়েনি। না চল্, বরং আমিই তোর জন্য কিছু ব্যবস্থা করি।

মাধুরী। (বাধা দিয়া) আঃ মা!

সরলা। মাধু তুই কি—রে? ওদের বিয়ে হয়নি, এর মধ্যে তোর ভায়েরা তোর কাছে পর হয়ে গেল?

মাধুরী। মা!

বিজয়। আঃ, না-না, তুমি মিছিমিছি মাধুরীকে বকছ। আসলে আমার খিদে নেই। (একবার মাধুরীর মুখের দিকে আর একবার মায়ের দিকে তাকাইয়া) আচ্ছা তুই যাতো বোন, যা পারিস খুব শীগগির আমার জন্য কিছু একটা নিয়ে আয়।

মাধুরী। বেশ। তুমি কিন্তু চলে যেওনা ছোড়দা। আমি যাব আর আসবো।

[দ্রুত প্রস্থান

সরলা। এই মেয়েটাই এতদিন আমার কাল হয়েছিল। এবার চলে গেলে এ শূন্যঘরে কাকে নিয়ে পড়ে থাকবো?

বিজয়। মাধুর বিয়ে কোথায় হল মা?

সরলা। সে অনেক কথা বাবা। পণের টাকা নগদ দিতে না পারায়, অবলাকান্ত তার পুত্রকে বেদী থেকে তুলে নিয়ে গেলে, তোর বড়দা তার বন্ধুকে এনে মাধুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তুই আসতে দেরী করলি, তাই—

বিজয়। এত মোটা টাকা কোম্পানীতে দিতে অস্বীকার করেছিল। ওদিকে আবার ট্রেনের গণ্ডগোলের জন্য সময়মত পৌছাতে পারিনি। যাক, কাজ যখন উদ্ধার হয়েছে তখন সব কথা পরে শুনবো। এখন এই

টাকাগুলো রেখে দাও—বাবাকে দিয়ে দেবে। আমাকে আবার আজই ফিরে যেতে হবে। (টাকা দিল)

সরলা। (টাকা লইয়া) আজই? সে কিরে? ছ'মাস পরে বাড়ী এসে দু'চারদিন বিশ্রাম না করে চলে যাবি?

বিজয়। আমাদের কোম্পানীতে আর কোন ইঞ্জিনিয়ার নেই কিনা। তাই ম্যানেজারবাবু মাত্র একদিনের ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। তুমি কিছু ভেবোনা মা, এ টাকাটা শোধ করে আমি আবার তোমাদের কাছে টাকা পাঠিয়ে দেবো।

সরলা। কিন্তু খোকা—

বিজয়। (সহজ হইয়া) তুমি কি বলতো? আমি কি আজও সেই খোকা আছি? এখন আমি—

সরলা। ওরে, বয়স হলেও মায়ের চোখে তোরা যে চিরকাল খোকা বিজু। এই দেখনা—মেয়েটা যে গেল আর তার ফেরার নামটি নেই। তুই আয় খোকা, আমি দেখি—

বিজয়। (বাধা দিয়া) না-না, তুমি ব্যস্ত হয়োনা মা। আমি বরং মানুর কাছ থেকে খাবারটা খেয়ে নিই। তুমি বাবাকে টাকাটা দিয়েই আমার কথা বলে এসো। [প্রস্থানোদ্যত

সরলা। পাগল ছেলে কোথাকার! হ্যাঁরে, তোর দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবি নে?

বিজয়। তুমি কি আমাকে এত বোকা ভেবেছ মা? আমি তো সেই জন্যেই দাদার ঘরের পাশ দিয়েই রান্নাঘরে যাচ্ছি।

সরলা। (সহাস্যে) বাব্বা, চাকরি পেয়ে এর মধ্যে তোর হাড়ে হাড়ে এত দুষ্টুবুদ্ধি! আমি ভেবেই অবাক, খোকা এদিকে যায় কেন?

বিজয়। (সহসা মায়ের পদধূলি লইয়া) তাহলে এখন চলি মা?

সরলা। ছিঃ বাবা, চলি বলতে নেই—বল, আসি।

বিজয়। সেই হোল। তুমি বাবাকে নিয়ে শীগগির এসো কিন্তু—

[প্রস্থান

সরলা। (বিজয়ের দিকে তাকাইয়া) হঠাৎ চাকরী পেয়ে ছেলেটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। এরপর অজুর বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর বিজুকেও—

অশ্বিনী রায়ের পুনঃ প্রবেশ

অশ্বিনী। বিজু! কৈ, কোথায় বিজু? আমি তো তাকে এতক্ষণ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সরলা। খুঁজে বেড়াবে কেন? এই তো বিজু টাকাগুলো দিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

অশ্বিনী। কৈ, না তো।

সরলা। সেকি কথা গো। এইতো গেল।

অশ্বিনী। গেছে, ভালই হয়েছে। দেখি টাকাগুলো?

সরলা। এই নাও দেখ, বিজু আমার কত টাকা এনে দিয়েছে।

[টাকাগুলি দিল]

অশ্বিনী। ভগবান এবার মুখ তুলে চেয়েছেন। নইলে বড়বৌ, বিজু আমার এতদিন পরে—

খাবার হস্তে মাধুরীর পুনঃ প্রবেশ

মাধুরী। ছোড়দা কোথায় বাবা?

সরলা। সে কিরে, সে তোর কাছে যায়নি?

মাধুরী। না মা। ছোড়দা আমার হাতে না খেয়ে চলে গেছে। ওঃ, ছোড়দা! (কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল) তুমি এত নিষ্ঠুর!

[খাবারের থালা পড়িয়া গেল]

সরলা। কি সব আবোল তাবোল বকছিস? দেখনা গিয়ে তোর বড়দার সঙ্গে হয়তো কথা বলছে।

মাধুরী। না মা, সেখানেও আমি খোঁজ করেছি। সে নিশ্চয়ই তোমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

অশ্বিনী ও সরলা। পালিয়েছে?

সহসা ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। হ্যাঁ মা, সে পালিয়েছে। তাকে আর আপনারা কোন দিন ধরে রাখতে পারবেন না।

সরলা ও অশ্বিনী। ভিক্ষুক!

ভিক্ষুক। গীত

হারিয়ে গেছে অন্ধকারে,
নিভে গেছে দীপ জ্বলিবে না আর মিছে খুঁজিস তারে।
এতদিনে পথ পেয়েছে খুঁজে
কারো কৃপায় নয় আপনি বুঝে
শুধু মরুর প্রান্তরে সে জাগে নদীর পারে।

[প্রস্থান

অশ্বিনী ও সরলা। ভিক্ষুক!

মাধুরী। ওকে ডেকে কোন ফল হবে না মা। তোমরা শীগগির এসো, বড়দাকে ডাক, জগাদাকে জাগতে বল। এ সুযোগ হারালে আর ছোড়দাকে কোনদিন ফিরে পাবে না। [প্রস্থান

অশ্বিনী। মাধু-মাধু, কি হয়েছে, খুলে বল মা। আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না। [প্রস্থান

সরলা। ঠাকুর-ঠাকুর, এ তুমি কি করলে ঠাকুর?

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার বাড়ীর একাংশ

গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

গুণধর। ঠাকুর কিছুই করেনি—করেছি সব আমি নিজে। শয়তান অশ্বিনী রায় ভেবেছে, নিজের সুন্দরী যুবতী কন্যাকে জমিদার প্রণব চৌধুরীর হাতে সঁপে দিয়ে চিরদিন সুখভোগ করবে? না, আমি জীবিত থাকতে তা কোনদিন সম্ভব হবে না। গুণধর শর্ম্মার কঠিন মায়াজালে তোমাকে একদিন জড়িয়ে পড়তেই হবে। আর সেদিন বেশী দূরে নয়—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অবলাকান্তের প্রবেশ

অবলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

গুণধর। কি হে বাঁড়ুজ্যে, কি ব্যাপার, এত হাসি কেন?

অবলা। হাসি? কৈ আমি তো হাসিনি। শুধু তোমার হাসি দেখে একই কণ্ঠে একবার সুর মেলালাম।

গুণধর। হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ! তাই বল।

অবলা। আর বলার কিছু নেই নায়েব। সে দিনই অশ্বিনী রায় আমার সব শেষ করে দিয়েছে।

গুণধর। (গম্ভীর কণ্ঠে) না, সব শেষ এখনো হয়নি। যতদিন আমরা উভয়ে মিলে অশ্বিনী রায়ের ভিটের ঘুঘু চরাতে না পারি, ততদিন আমরা মনে প্রাণে এক। আমাদের উদ্দেশ্য হবে—

অবলা। যেন তেন প্রকারেণ অশ্বিনী রায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করা।

গুণধর। হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ।

অবলা। তুমি হাসছো নায়েব? কিন্তু আমার যে শোকে দুঃখে ছাতি ফেটে যাচ্ছে। যতদিন না সেই হতচ্ছাড়ীটাকে ঘরছাড়া করতে পারছি, ততদিন—

গুণধর। আহা, সে ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছি। তুমি যদি কথা দাও, তাহলে মাধুরীকে—

অবলা। শুধু কথা কেন, তুমি আমাকে যা বলবে তাতেই সম্মত আছি।

গুণধর। তাহলে আমার কন্যাকে তোমার পুত্রবধূ করবে?

অবলা। (চমকাইয়া) তোমার কন্যা মানে—সেই বাবাকালী?

গুণধর। বাবাকালী নয়, বাবাকালী নয়—কৃষ্ণকলি।

অবলা। কৃষ্ণকলি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দেখা যাবে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য?

গুণধর। অবশ্যই সফল করবো। গুণধর শর্ম্মা যাকে একবার কথা দেয়, তার কোনদিন নড়চড় হয় না। কিন্তু যে তার সঙ্গে বেইমানীর চেষ্টা করে, তার ঘাড়ে কোনদিন মাথা রাখে না।

[প্রস্থান

অবলা। ওরে বাবা! এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়লাম? শেষে কি না ঐ কালীমূর্ত্তির সঙ্গে আমার সোনারচাঁদ ছেলের বিয়ে? (অদূরে তাকাইয়া) গুণধর শর্ম্মা ভেবেছ, দুনিয়াতে তুমিই একমাত্র শেয়ান? কিন্তু মনে রেখো, তুমিও যেমন ওল, আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল। (জমিদার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) ওই প্রাসাদেই অশ্বিনী রায়ের

কন্যা মাধুরী রাজরাণী হয়ে এসেছে। এখন যাই, চতুর্দ্দিকে আলোর বহর দেখে মনে হচ্ছে আজই ওদের ফুলশয্যা।

[প্রস্থান

ফুলসাজে সজ্জিতা অপরূপা মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। ফুলশয্যা! আজই তো আমার ফুলশয্যা। ছায়া, মায়া, আল্পনা, কল্পনা ওরা সবাই বলতো ফুলশয্যাই নাকি মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় রাত। কিন্তু যাকে নিয়ে আনন্দ, যাকে ঘিরে সারা জীবনের ভবিষ্যৎ, কৈ তার সঙ্গে তো বিয়ের পিঁড়ি ছাড়া একটিবারও চোখের দেখা হয়নি। আমি অভাগী, নইলে প্রবালকেই বা ভালবাসতে যাব কেন? আর শেষে প্রবালই বা বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবে কেন? যাক্, সবই আমার অদৃষ্ট। (দীর্ঘশ্বাস) কত আশা ছিল প্রবালকে বিয়ে করে দু'জনে মিলে শান্তির নীড় রচনা করবো। আর সেই সঙ্গে প্রবালের কোন এক ছোটভাই এসে বৌদি বৌদি বলে ডেকে অস্থির করে তুলবে। কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছে এ প্রাসাদে বৌদি বলে ডাকার কেউ নেই।

দূর হইতে বলিতে বলিতে প্রবালের প্রবেশ

প্রবাল। কে বলে বৌদি ডাকার কেউ নেই? আর কেউ না থাকলেও আমি তো আছি। বৌদি-বৌদি, তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর বৌদি, এবার যেন আমি মাধুরীকে বৌ করে তোমার পদপ্রান্তে এনে দিতে পারি।

[মাধুরী এতক্ষণ মুখ নীচু করিয়া কথা শুনিতেছিল। অকস্মাৎ মাধুরীর নাম শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল। প্রবাল মাধুরীর পদপ্রান্তে বসিতে গেলে মাধুরী পিছাইয়া গেল]

মাধুরী। (মুখ নীচু করিয়া) কে ?

প্রবাল। আমি—আমি বৌদি। আমি তোমার ছোটভাই। এতদিন কৌশল করে মাধুরীকে আমি আটকে রেখেছিলাম, আর নয়। আচ্ছা তুমিই বলনা বৌদি ? কোন সংসারে আইবুড়ো বড় ভাই থাকতে ছোটভাই বৌকে নিয়ে সুখশয্যার পালঙ্কে নিদ্রা যেতে পারে ? কি, কথা বলছোনা কেন ? ওঃ, লজ্জা করছে বুঝি ? ফুলশয্যার রাত বলে মনটাকে আর একটু রাঙিয়ে নিচ্ছ ? তা হোক—নইলে আমার এমন মস্তপ বাউণ্ডুলে ভাইটাকে তোমার এই আগুনের মত ঝলসানো রূপ না হলে বাঁধবে কি করে ?

[সহসা মাধুরী কাঁদিয়া উঠিল]

প্রবাল। বারে, বেশতো ! আজকের দিনে বুঝি এমনি করে কাঁদতে আছে ? না-না, তোমাকে আমি না হাসিয়ে ছাড়বো না। (সুর করিয়া) খোল খোল এবার বধূ খোল ঘোমটা খোল ! কি, তবু কথা শোনা হচ্ছে না ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা ! আমিই তোমার জোর করে ঘোমটা খুলে দিচ্ছি।

[মাধুরী কিছু বলিবার পূর্বেই সহসা প্রবাল মাধুরীর ঘোমটা খুলিয়া দিলে মুহূর্তে প্রবাল শিহরিয়া উঠিল। মাধুরীর চোখে চোখ পড়িতেই উভয়ে কিঞ্চিৎ পিছাইয়া গেল। মাধুরীর চোখ হইতে শ্রাবণের ধারা বহিতেছিল]

প্রবাল। কে—কে তুমি ?

মাধুরী। প্রবাল !

প্রবাল। (সবিস্ময়ে) তুমি ? তুমি এখানে ? না-না, এ আমি স্বপ্ন দেখছি না আর কাউকে দেখছি ? বল-বল মাধুরী—তুমি এখানে কি করে এলে ?

মাধুরী। আমি—আমি—

প্রবাল। হ্যাঁ, তুমি। তোমার জন্য আমেরিকায় আমার পাঁচটা বছর কি করে কেটেছে তা বলে বুঝাতে পারবো না। আমার মত একটা ইণ্ডিয়ান ছেলেকে পাবার জন্য কত মেমসাহেব যে লাইন দিয়েছে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। তবু আমি তোমার এই চাঁদের মত মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত কিছু প্রলোভনকে উপেক্ষা করে তোমার হৃদি-মসনদে আশ্রয় পাবার জন্য সাতসাগর তেরনদীর পার থেকে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি—এ তুমি কি করলে মাধুরী ?

মাধুরী। (অপলক দৃষ্টিতে) প্রবাল, তুমি আজো বেঁচে আছ ?

প্রবাল। (চীৎকার করিয়া) না-না, আমি বেঁচে নেই। আমি সত্য সত্যই মরে গেছি।

মাধুরী। প্রবাল—প্রবাল—

প্রবাল। মাধুরী (হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া) মাধুরী !

[সহসা মাধুরীকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে, মাধুরী সভয়ে পিছাইয়া গেল]

মাধুরী। না-না, এ হয় না প্রবাল। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে এখানে তা হবার নয়।

প্রবাল। (দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে) মাধুরী—মাধুরী—

মাধুরী। প্রবাল !

সহসা ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক। প্রবাল এখন মূল্যহীন প্রস্তরে পরিণত হয়েছে দিদিমণি। ওর ভেতরের সবটা যে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মাধুরী। ভিক্ষুক !

ভিক্ষুক। গীত

রাধে তুই মরলি যখন কালায় কেন ডাকলি না,
জ্বলে পুড়ে মরলি তোরা কেউ কখনো জানলো না।
তোদের দুঃখে আকাশ কাঁদে
তোদের দুঃখে বাতাস কাঁদে
তোদের দুঃখে আগুন লাগলো চাঁদে কেউ তো তখন দেখলো না।

প্রবাল। ভিক্ষুক!

ভিক্ষুক। পূর্ব্ব গীতাংশ

কত পাতা কেঁদে মরে
কত ফুলের পাঁপড়ি ঝরে
কত ডাল ভেঙে পড়ে কেউ তো তা বুঝলো না।

[প্রস্থান

প্রবাল। মাধুরী—মাধুরী—

মাধুরী। প্রবাল—প্রবাল—

মত্তাবস্থায় টলিতে টলিতে প্রণবের প্রবেশ

প্রণব। প্রবালকে দিয়ে নাটকটা দিব্যি জমিয়েছ পিয়ারী। ও না থাকলে এমন আনন্দের দিনটা একেবারে মাটি হয়ে যেতো।

প্রবাল। (কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায়) দাদা, আমি বরং—

[প্রস্থানোদ্যত

মাধুরী। (নিজেকে সহজ করিবার অছিলায়) না না, আর কিছুক্ষণ থাকলেই বা ক্ষতি কি?

প্রবাল। লাভ ক্ষতির খতিয়ান মিলাতে গেলে আমরা সবাই দেউলিয়া হয়ে যাব। তুমি বরং এখন দাদার মনোরঞ্জনের চেষ্টা কর।

প্রণব। প্রবাল !

প্রবাল। আজকের রাতে ওই সমস্ত ছাই পাঁশগুলো না গিললে কি চলতো না ? তুমি বড় আমি ছোট, যা ভাল বুঝবে তাই করবে, তবু তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বলে মনে কিছু করো না।

প্রণব। প্রবাল !

প্রবাল। না-না, আর তোমরা আমাকে পিছু ডেকো না। আজ থেকে প্রবালের জীবন থেকে সমস্ত কিছু হারিয়ে গেছে। মনে কর সে মরে গেছে ।

প্রণব। প্রবাল !

প্রবাল। তাকে তুমি যেতে দাও বড়দা—যেতে দাও।

[প্রস্থান

মাধুরী। প্রবাল ! প্রবাল !

[প্রবাল চলিয়া যাইতেছিল, মাধুরী তাহার গন্তব্যপথের দিকে তাকাইয়া থাকিলে তাহার চোখ হইতে দু' ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল]

প্রণব। বাঃ-বাঃ ! এরই মধ্যে তোমরা দেখছি আসরটা খুবই জমিয়ে ফেলেছো। আগে থেকে পরিচয় ছিল বুঝি ?

[প্রণবের অলক্ষ্যে মুহূর্তে চক্ষু মুছিয়া নিজেকে যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া, হাসিমুখে]

মাধুরী। পরিচয় ? না-না, আগে থেকে পরিচয় হবে কি করে ? এখানেই তো ও এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করলো।

প্রণব। তুমি যাই বল সুন্দরী, তোমাদের কথাবার্ত্তার ধরণে, চাল-চলনের ভঙ্গিমায় আমি যা বলি না কেন—শত্রুরেরা কিন্তু তোমাদের মন্দ বলবে। যেমন নায়েবমশায় তো—যাক্, দেখতে দেখতে রাত

অনেক হয়ে গেল। শালা এত করে বিজলীকে বললাম—তবু কি সে সহজে আমাকে ছাড়তে চায়? বললাম—আজ আমাদের ফুলশয্যা—

মাধুরী। বিজলী কে?

প্রণব। আরে, বিজলীকে চেনো না? ওই বিজলীবাঈ গো—বিজলীবাঈ। ক'মাস আগে তাকে আমি একলাখ টাকা দিয়ে খাস কাশ্মীর থেকে আনিয়েছি। কাশ্মীরের আমীর নাকি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি কিন্তু তার পূর্ব্বেই ম্যানেজ করে নিয়েছি। শালা এমন রূপ যৌবন এ দেশে আর একটাও আছে কিনা সন্দেহ। যাক্—ওর কথা বাদ দাও। এবার তুমি এসো।

মাধুরী। না।

প্রণব। না মানে? তুমি আমার সাতপাকে বাঁধা বৌ। তুমি এখন বাধা দিলে শুনবে কে? এসো—এসো বলছি—

[হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া চুম্বনে উদ্যত হইলে মাধুরী ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল]

মাধুরী। তুমি মদ খাও?

প্রণব। শুধু মদ নয়, সেই সঙ্গে মেয়েমানুষও বাদ যায় না।

মাধুরী। (সক্রোধে) চুপ কর।

প্রণব। কেন?

মাধুরী। আমি কোন পুরুষের মদ খাওয়া পছন্দ করি না।

প্রণব। (সবলে হস্তাকর্ষণ করিয়া) মাধুরী!

মাধুরী। না-না, এ আমি চাইনি। কিছুতেই পারবো না।

প্রণব। (উন্মত্তের ন্যায়) হোঃ-হোঃ-হোঃ! পারবে না? কেন সুন্দরী? আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ নয়?

মাধুরী। নয়ই তো। যে পুরুষের ফুলশয্যার রাতের কথা মনে

থাকে না, আধ টাকায় একটা বেশ্যাকে নিয়ে বাইরের ঘরে অর্দ্ধেক রাত কাটিয়ে মাতাল হয়ে নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে, তাকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

প্রণব। (সজোরে কাছে টানিয়া) মাধুরী!

[মাধুরী ক্রুদ্ধা বাঘিনীর ন্যায় ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে]

মাধুরী। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।

প্রণব। না।

মাধুরী। (গর্জন করিয়া) না? ছাড়তে তোমাকে হবেই। যতদিন না ভাল হয়ে ফিরতে পার ততদিন আমার বুকে তোমার স্থান নেই।

প্রণব। মাধুরী!

[সহসা মাধুরী প্রণবের হস্তে কামড়াইয়া দিলে প্রণব যন্ত্রণায় ছাড়িয়া দিল]

মাধুরী। হ্যাঁ, এই আমার শেষকথা।

[দ্রুত প্রস্থান

প্রণব। (যন্ত্রণায় বাম হাতখানি চাপিয়া) আঃ, শয়তানীটা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমিও অবনী চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমাকে আমি দেখে নেবো।

গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

গুণধর। দেখে তো নেবেন। কিন্তু তার পূর্ব্বে—

প্রণব। (রুদ্ধকণ্ঠে) কি তার পূর্ব্বে?

গুণধর। এক বাঘিনী গেছে, আর এক মনমোহিনী যে আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছে হুজুর!

প্রণব। প্রতীক্ষায় বসে আছে? (ক্ষণিক চিন্তা করিয়া) কিন্তু আজ যে আমাদের ফুলশয্যা?

গুণধর। হুজুর, আপনাদের ফুলশয্যার জন্ত আবার ভাবতে হয় নাকি? নিত্য নূতন ফুল নিয়ে যাদের কারবার, তাদের টাটকা ফুলের চিন্তা কি? দেখুন না—আজ যে আপনাকে অপমান করে দূরে ঠেলে দিয়েছে, দুদিন পরে সেই আবার প্রথম রিপুর তাড়নায় সুড়-সুড় সুড়-সুড় করে ঠিক আপনার পদপ্রান্তে এসে হাজির হবে।

প্রণব। কথাটা মন্দ বলেননি। আজ মনে হচ্ছে, আপনাকে নায়েবের পদ দিয়ে ভুল করিনি।

[প্রস্থান

গুণধর। ভুল করনি? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমাকে চাকরী দিয়ে তুমি যে কতবড় ভুল করেছ, তা সেদিন বুঝবে যেদিন তোমার জমিদারী আর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের একটা কপর্দকও অবশিষ্ট থাকবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ। তবেই আমার নাম—

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য-পথ

অবলাকান্তের প্রবেশ

অবলা। আমার নাম অবলাকান্ত বাঁড়ুজ্যে। হাঃ হাঃ হাঃ! নামে অবলা হলেও কাজে কিন্তু মোটেই অবলা নই। বুদ্ধির জোরে কুঁড়ে ঘর থেকে আজ অট্টালিকা হাঁকাতে চলেছি। এবার সুদের পয়সায় আর একটা পাকা তুলতে পারলেই প্রতিবেশীদের বুঝিয়ে দেবো যে এ শর্ম্মাও বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়াতে পারে।

সহসা দরবেশের ছদ্মবেশে ইয়াসিনের প্রবেশ

ইয়াসিন। জল খাওয়াতে পারেন বলেইতো আমি হুজুরের শরণাপন্ন হয়েছি।

অবলা। কে তুমি?

ইয়াসিন। দেখতেই পাচ্ছেন, আমি একজন মুসাফির। শুধু আপনার কিসমত খারাপ চলছে তাই—

অবলা। আমার কিসমত খারাপ চলছে, কে বললে?

ইয়াসিন। খোদার দোয়ায় আমি যে কোন আদমীকে দেখলেই বলে দিতে পারি। যেমন ধরুন, আপনি শয়তান অশ্বিনী রায়ের বাড়ীতে বহুত বেইজ্জত হয়েছেন। স্বয়ং কাফের জমিদার আপনাকে—

অবলা। চুপ কর।

ইয়াসিন। পারলে নিশ্চয়ই চুপ করতাম। লেকিন হুজুর, নসীব কী খেল ক্যাভি খতম নেহি হুয়া।

অবলা। কি?

ইয়াসিন। আপনি যদি আপনার নওজোয়ান ছেলেকে সঙ্গে নিতেন, তাহলে হয়তো দুষমনেরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারতো না। খোদার মেহেরবাণীতে তার কিন্তু সময়টা খুবই ভাল চলছে।

অবলা। কি করে জানলে?

ইয়াসিন। এ সবই খোদাকি মর্জি। আপনি যে বহুত চাঁদি নিয়ে চাঁদার সন্ধানে যাচ্ছেন, সে কথা আপনার নসীব বলে দিচ্ছে। (কপালের দিকে তাকাইয়া) আর এও জানি, আপনি অর্থের লোভ দেখিয়ে অমূল্য রায়ের যুবতী বৌ কাঞ্চনকে প্রণব চৌধুরীর কামানলে দগ্ধ করার জন্য নায়েবের কথায় দলবলে চলেছেন।

অবলা। (সক্রোধে) দরবেশ !

ইয়াসিন। দরবেশ নয়।

[সহসা দরবেশের ছদ্মবেশ খুলিয়া, দস্যুর বেশে]

হাঃ হাঃ হাঃ !

অবলা। শয়তান !

ইয়াসিন। যে টাকাগুলো অমূল্য রায়কে উপহার দিয়ে তার স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করতে চলেছেন, এখন সেই টাকাগুলো আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যেতে হবে।

অবলা। এর মানে ?

ইয়াসিন। এই আজব দুনিয়াতে সব সময় সব কথার মানে হয় না। এতদিন নিজের স্ত্রী, নিজের মেয়ের কাঁচা চামড়া বিক্রী করে বহুত পয়সা রোজগার করেছেন। তবু যখন সাধ মেটেনি, তখন আমরা থাকতে আপনাকে আর এ জঘন্য পাপে লিপ্ত হতে দেবো না। হয় আপনার কোমরে জড়ান তোড়াখানা খুলে দিন, নয়—

[সম্মুখে পিস্তল তুলিয়া ধরিল]

অবলা। দস্যু !

ইয়াসিন। (পিস্তল আরও তুলিয়া) এই পিস্তলের গুলি—

অবলা। (সভয়ে) কিন্তু টাকা তো আমার কাছে নেই। আমি সব টাকাগুলো ক্যাবলাকেই দিয়ে এসেছি।

ইয়াসিন। না, ওসব ঝুটা বাত।

ক্যাবলাকান্তকে টানিতে টানিতে গফুর মিঞার প্রবেশ

গফুর। ঝুটা বলেই আমি ওকে ধরে নিয়ে এসেছি সর্দ্দার।

ক্যাবলা। আমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচাও বাবা।

ইয়াসিন। বাঁচাবো, টাকাগুলো দিয়ে দিলে!

ক্যাবলা। (চক্ষু কপালে তুলিয়া) টাকা! না সর্দার, এই দেখুন আমার সব পকেট একেবারে গড়ের মাঠ! বাবা আমাকে কোনদিন একটা পয়সাও দেয় না।

অবলা। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) কি বললি শুয়ার? আমি তোকে একটা পয়সাও দিই না? তাহলে কি আমি মিথ্যে বলছি?

গফুর। সাচ্চা ঝুটা যাচাই করার সময় আমাদের নেই। হয় টাকা বার কর, নইলে—(পিস্তল তুলিল)।

ক্যাবলা। ওরে বাব্বা, এক রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর! (অবলাকান্তের পার্শ্বে লুকাইয়া) তুমি আমাকে বাঁচাও বাবা।

ইয়াসিন। টাকাগুলো দিয়ে দাও।

ক্যাবলা। (সভয়ে) দিয়ে দাও বাবা। অন্ততঃ পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচুক।

অবলা। তুই থাম শালা। এতদিনের রক্তজল করা টাকাগুলো এই সমস্ত হতচ্ছাড়াদের দিয়ে শেষ বয়সে আমি নরকে যাই আর কি?

ইয়াসিন। চুপ কর।

গফুর। আর অযথা বিলম্ব করে লাভ হবে না সর্দার। আপনি তাড়াতাড়ি ওদের খেল খতম করুন।

ইয়াসিন। এবার টাকার তোড়াটা দিয়ে দাও শয়তান।

[সহসা ইয়াসিন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার উত্তেজনা দেখিয়া ক্যাবলাকান্ত ভূমিতে পতিত হইল। অবলাকান্ত ইতস্ততঃ করিতে করিতে এক সময় টাকার তোড়াটি বাহির করিয়া দিলে গফুর মিঞা ছোঁ মারিয়া ছিনাইয়া লইল]

অবলা। ক্যাবলা?

ক্যাবলা। আমি আছি বাবা।

পক্কুর। সর্দার!

ইয়াসিন। হ্যাঁ চল।

[উভয়ের প্রস্থান

অবলা। (মাথায় হাত দিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া) ডাকাত-ডাকাত। কে কোথায় আছ, ডাকাতেরা আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল। ওরে ও ক্যাবলা—ওঠ নারে শালা। আমার যে সব গেল।

ক্যাবলা। (মাটিতে পড়িয়া) কে—কে গেল বাবা?

অবলা। শালা, দেখিসনি?

ক্যাবলা। না। (উঠিয়া) না বাবা, আমি তো তখন চোখ বুজে পড়েছিলাম।

অবলা। চোখ বুজে ছিলি? শালা হারামজাদা কোথাকার! ওদিকে বাপকে যে ডাকাতেরা গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল সেদিকে লক্ষ্য ছিল?

ক্যাবলা। না বাবা। তুমিতো এতদিন আমাকে উপদেশ দিয়ে এসেছ—নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাই আমিও তোমার নাম রাখতে তোমার পায়ের নীচে চোখ বুজে চুপচাপ্ পড়েছিলাম।

অবলা। শালা, অপদার্থ কোথাকার!

ক্যাবলা। পদার্থ থাকলে তো অপদার্থ হবে?

অবলা। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা আমার সমুখ থেকে। এমন সন্তান থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

ক্যাবলা। ভালো? বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু পরে আবার গুণধর শর্মার মেয়ে কৃষ্ণকলিকে বিয়ে করতে যেন ডেকো না।

অবলা। ক্যাবলা!

ক্যাবলা। আর বিয়ের জন্য যে টাকাটা অ্যাডভান্স নিয়েছ সে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিও।

[প্রস্থানোদ্যত

অবলা। (নরম সুরে) ক্যাবলা, ওরে ও ক্যাবলা, তুই শোন, শোন বাবা—মুখে দু'কথা বললাম বলে তোকে কি আমি তাড়িয়ে দিতে পারি ? যত হোক, তুই আমার একমাত্র সন্তান। তোকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারবো না।

ক্যাবলা। না বাবা, আমি আর ঘরে ফিরবো না।

অবলা। ফিরবি না মানে ?

ক্যাবলা। মানে আবার কি ? হাতে তুলে তো কোনদিন একটা পয়সাও দিলে না। তাই আমি রোজগারের ধান্দায় চললাম।

[প্রস্থানোদ্যত

অবলা। আজকালকার ছেলের কাণ্ড দেখ ! এদিকে ডাকাতেরা আমার পাঁচহাজার টাকা লুটে নিয়ে গেল, ওদিকে আবার ছেলে বলে কিনা তাকে নগদ টাকা দাও ? (ক্রোধে চীৎকার করিয়া) তাই বেবোরে শালা। তুই বিয়ের দিনটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকবি চল।

[প্রস্থান

ক্যাবলা। আর ক'টা দিন থাকতেই হবে। নইলে হাড়কিপটে বাপটার কাছ থেকে কিছুতেই টাকা বাগানো যাবে না। হাতে কিছু জমে গেলেই কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়ে তোমার হাড়ে আমি বাঁশি ফুঁকে তবে ছাড়বো। তারপর যেদিকে দুচোখ যায়—সেদিকেই চলে যাব।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অশ্বিনী রায়ের বাড়ী

[বাড়ীর সর্ব্বত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন]

সাধারণ পরিচ্ছদে সরলা ও তৎপশ্চাৎ জগাইএর প্রবেশ

জগাই। এমনি করে আর ক'দিন চলবা মা ঠাকরুণ?

সরলা। যতদিন তাঁর ইচ্ছা, ততদিন চলবে। আমি তো শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। তারপর তোদের ছেড়ে আমি যেদিন চলে যাব, সেদিন তুই তোর কর্ত্তাবাবুকে একটু দেখিস।

জগাই। মা ঠাকরুণ!

সরলা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর আমি খুব বেশীদিন বাঁচবো না।

জগাই। ছিঃ, মাঠাকরুণ, ওকথা বলতি আছে? তুমি যদি এমনি করবা, তাহলি আমরা যে সবাই একদিনে মরি যাবা। তুমি দেখোই না—আমাদের বিজুবাবু এবার নিশ্চয়ই টাকা পাঠাবে।

সরলা। সেই আশাতেই তো আমরা এতদিন বেঁচে আছি। তুই দেখিসনি জগাই, তোর কর্ত্তাবাবু রাতে কোনদিন একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। মাধুর বিয়ের পর সে যেন কেমন হয়ে গেছে।

জগাই। তাহলি কি মাঠাকরুণ—

সরলা। আমার মনে হয়, তোর বাবু বাস্তুভিটা বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছিল। সে টাকাটা হয়তো আজও পরিশোধ করা হয়নি।

জগাই। তবে কি এবার আমাদের গাছতলায় বাস করতি হবেক?

সরলা। কি জানি, তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমার এমন উপযুক্ত পুত্রেরা থাকতে আমি ততটা ভেঙে পড়িনি। আমার মনে হচ্ছে, বিজয় এবার নিশ্চয়ই কিছু টাকা পাঠাবে। আর অজয়ও হয়তো তার স্কুলের বিলটা পেয়ে যাবে। তুই আজ বরং আমার এই হারছড়াটা নিয়ে যা।

জগাই। মা!

সরলা। ওরে, তুই ভাবিসনি জগাই, আমার এমন হীরের টুকরো ছেলেরা থাকতে তাদের উপবাসী রেখে এসব অলঙ্কার পরা কি আমার সাজে? নারীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার তার স্বামী। সে না খেয়ে উপবাসী থাকবে, আমি স্ত্রী হয়ে গলায় হার ঝুলিয়ে বড় মানুষী দেখিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবো—সে কি আমার শোভা পায়?

[গলার হার খুলিয়া জগাইএর হাতে দিল]

জগাই। মাঠাকরুণ!

সরলা। যা নিয়ে যা। এটা শঙ্কর স্যাকরার দোকানে দিয়ে আয়। আর তাকে বলিস, ওটা যেন মাস ছয়েকের মত কাছে রাখে। তারপর—

জগাই। মা!

সরলা। (চক্ষু মুছিয়া) হ্যাঁ শোন, তোর কর্তাবাবু যেন জানতে না পারে।

জগাই। কিন্তু—

সরলা। আর অমনি একবার ডাক্তারখানাটাও ঘুরে আসিস। সেই সঙ্গে কেশব ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা যেন নিয়ে যেতে ভুলিস না।

জগাই। তাহলে তোমারও ওষুধটা নিয়ে আসবো মাঠাকরুণ?

সরলা। আমার? না-না, আমি এখন নিতাই বোষ্টমের ওষুধটা

খেয়ে বেশ ভাল আছি। তুই শুধু তোর কর্ত্তাবাবুর ওষুধটা নিয়ে আসিস। পরে না হয়—

জগাই। বেশ। আমার আর কি ? কিন্তুক হারছড়াটা—

সহসা অশ্বিনী রায়ের প্রবেশ

অশ্বিনী। হারছড়াটা কোথায় পেলি হারামজাদা ?

জগাই। কর্ত্তাবাবু!

সরলা। তুই আর দেরী করিসনে জগাই। তাড়াতাড়ি চলে যা।

অশ্বিনী। ও, বড়বৌ, তুমি এখানে ?

সরলা। জগাই ?

অশ্বিনী। না, জগা যাবে না। নিয়ে আয় দেখি হারছড়াটা। এ আমার মায়ের জিনিস।

জগাই। না কর্ত্তাবাবু। ওটা আপনার মায়ের নয়—আপনার ঠাকুরমার।

সরলা। জগাই, যা বলছি তাই কর।

জগাই। (দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে) মাঠাকরুণ!

অশ্বিনী। কি, আমার কথা কানে যাচ্ছে না ? ওটা নিয়ে তুই কোথায় চলেছিস ? বল বল, কে দিয়েছে তোকে এই হারছড়া ?

জগাই। আজ্ঞে কর্ত্তাবাবু, মাঠাকরুণ বললে—

অশ্বিনী। মাঠাকরুণ বললে, আর তুই অমনি হারছড়াটা নিয়ে চম্পট দিলি ?

জগাই। আজ্ঞে—

অশ্বিনী। চুপ কর নেমকহারাম। তোকে আমি আজ জুতো পিটিয়ে শেষ করবো।

সরলা। তার আগে লজ্জা করে না, সারাজীবন পার্টিবাজী করে, দেশের জন্য সবকিছু হারিয়ে যে স্বামী শেষ জীবনের কটাদিন স্ত্রী পুত্র পরিজনদের মুখে সময়মত দুটো ভাত, পরবার একটা কাপড় তুলে দিতে পারে না, তার মুখে এসব কথা সাজে না।

অশ্বিনী। বড়বৌ!

সরলা। আমার বাপের বাড়ী থেকে কি না দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু তুমি কি তার একটাও রাখতে পেরেছ? শেষে মেয়ের বিয়ের জন্য বাস্তুভিটা বায়নানামা রেজিষ্ট্রি করে মাধুরীকে বিয়ে দিয়েছ। দুদিন পরে যখন আমাদের গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে, তখন কোথায় রাখবে তোমার এ দামী হারছাড়াটা?

অশ্বিনী। বড়বৌ!

সরলা। আজ যে তিনদিন তিনরাত্রি আমরা দুটিপ্রাণী উপবাস করে আছি সে কথা তুমি চিন্তা করে দেখেছ? তুমি তো নিজে পরের বাড়ীতে আড্ডা দিয়ে পেট ভর্ত্তি করে আনন্দে ফূর্তির ফোয়ারা লুটছো, আর আমরা যে এদিকে অনাহারে অনিদ্রায় শুকিয়ে শুকিয়ে মরছি সেদিকে তোমার খেয়াল আছে?

অশ্বিনী। বড়বৌ, আজ তুমি আমাকে একথা বলতে পারলে?

সরলা। বলবো না কেন? যে স্বামী স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দু'বেলা দুমুটো ভাত দিতে পারে না তার আবার বড় বড় কথা! বিয়ের সময় কি ছিল না আমার? গা ভর্ত্তি গয়না, গাড়ী ভর্ত্তি বাসন-কোসন, আর আমার বাবা যে কত গাড়ী সাজ সরঞ্জাম দিয়েছিল তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে? কিন্তু আজ তুমি কি রেখেছো আমাদের জন্য?

জগাই। মাঠাকরুণ!

অশ্বিনী। বড়বৌ!

সরলা। আজ একটা হারের জন্য এসেছো তোমার মায়ের কথা বলে আমাকে অপমান করতে?

অশ্বিনী। বড়বৌ তুমিও—

সরলা। (সহসা কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল) জগাই!

অশ্বিনী। চুপ কর, চুপ কর বড়বৌ। আমি জানি, স্বেচ্ছায় তুমি বলনি, বড় আঘাত পেয়ে তোমাকে একথা বলতে হয়েছে।

সরলা। স্বামী!

অশ্বিনী। এভাবে একটি একটি করে তুমি তোমার সর্ব্বস্ব খুলে দিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজতে চলেছ। কিন্তু আমি—আমি যে তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। ভেবেছিলাম অজয়ের চাকরী হলে বিজয়কে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়ে কোন বড় ফার্ম্মে ঢুকিয়ে আমাদের সংসারের মোড় ফিরিয়ে দেবো। সবই হোল, কিন্তু কেউ আর রোজগার করে আমার হাতে দুটো টাকা তুলে দিতে পারলো না।

জগাই। কর্ত্তাবাবু!

অশ্বিনী। আমি কি সাধে আর বাড়ী ছেড়ে পালাই—পাওনাদারেরা আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেয় না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। তবু একটা ভরসা ছিল অজয়ের উপর—কিন্তু—

বিমর্ষ অজয়ের প্রবেশ

অজয়। সে আশায় ছাই পড়েছে বাবা। মার্চ্চ মাসের পরে আর এ বছরের ডি-এ. পাওয়া যাবে না।

অশ্বিনী। তার মানে?

অজয়। আমাদের হেডমাষ্টারের গাফিলতিতে গত ছ'মাসের বিল পাঠানো হয়নি। তাই ডি, আই, পূর্ব্বেই নাকি জানিয়ে দিয়েছেন, এবছর হয়তো টাকাটা নাও পাওয়া যেতে পারে।

অশ্বিনী। অজয়!

অজয়। হেড অফিসে সময়মত বিল না পৌঁছানোর জন্য তিনি সমস্ত টাকা উপর মহলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য টাকা যে পাওয়া যাবে না তা নয়—তবে তার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

সরলা। তুই এসব কি বলছিস অজয়?

অজয়। বলছিলাম কি, আমি আর স্কুল মাষ্টারী করবো না।

জগাই। দাদাবাবু!

অজয়। তুমিই বল না জগাদা, আজকের দিনে তোমাদের চেয়ে আমরা কি বেশী সুখী? না, যে দেশে স্কুল-মাষ্টারের মান-সম্ভ্রম ইজ্জত নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই সেখানের প্রতি আমার ঘৃণা ধরে গেছে। সরকার তো দেয় মাত্র এক চতুর্থাংশ টাকা। আর নেওয়ার সময় স্কুলের সেক্রেটারীর সম্মুখে সই করতে হয় পুরো স্কেল। আর স্কুল থেকে যে মাইনে দেবার কথা, এতদিন তার এক কপর্দ্দকও পেলাম না। তাই কি হবে এই চাকরী করে?

অশ্বিনী। অজয়!

অজয়। যেখানে চাকরী করে নিজের পেটের অন্নের জোগাড় করতে পারা যায় না—সেখানে মিথ্যা চাকরীর বেসাতি করে কি লাভ?

সরলা। তাহলে তুই—?

অজয়। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি মা।

জগাই। দাদাবাবু!

অশ্বিনী। }
সরলা। } অজয়।

অজয়। ভয় নেই মা, আমি আর তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবো না। আমিও বিজয়ের মত যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাব।

অশ্বিনী। অজয়!

অজয়। স্বাধীনতার এতবছর পরেও যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, কতকগুলো আমলার উপরে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর করে আছে, সে দেশে আমাদের মত প্রগতিশীল শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার কোন সুযোগ নেই বাবা।

অশ্বিনী। তা বলে চাকরী ছেড়ে দিতে হবে?

অজয়। এ ছাড়া আমার কোন পথ ছিল না।

জগাই। দাদাবাবু!

অশ্বিনী। অজয়!

সরলা। তুই বোধহয় জানিস না বাবা, অর্থের অভাবে আমরা তিনদিন মুখে কিছু তুলতে পারিনি।

অজয়। সে আমি জানি মা, তাইতো আমার জীবনের প্রতি ধিক্কার এসে গেছে। আজকের দিনে যে দেশে একটা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে এম, এ, বি, টি, পাশ করে নিজের পেটের অন্নের সংস্থান করতে পারে না, বৃদ্ধ পিতামাতার মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে দেবার ক্ষমতা থাকে না, সে দেশে সেই রকম সন্তানের বাঁচার চেয়ে মরা অনেক ভাল মা।

[প্রস্থানোদ্যত

সরলা। অজয়!

অজয়। যে টাকাগুলো স্কুলে বাকী থাকলো, সেটা পেলে তোমরা সম্পূর্ণ খরচ না করে আমার মাধুরীর জন্য কিছু যৌতুক পাঠিয়ে দিও। এখন আসি মা।

সরলা। তুই না খেয়ে এই অবেলায় এভাবে চলে যাবি?

অজয়। ও কথা বলো না, যত অধমই হোক, কোন সন্তান তার

স্নেহময়ী জননীর হাতের খাদ্যকণা ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু যেখানে তার মা তার সাত পুরুষের শেষ স্মৃতিচিহ্নকে বিক্রী করে উপযুক্ত পুত্রকে খাওয়াতে চায়, সেখানে সেরূপ ছেলে থাকার চেয়ে তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা অনেক ভাল।

সরলা। অজয়!

অজয়। আমাকে তোমরা যত পার অভিশাপ দাও মা, বিনিময়ে তোমরা এই কটা দিন সুখে থাকার চেষ্টা কর। আমি যেখান থেকে পারি তোমাদের জন্য টাকা পাঠাতে চেষ্টা করবো।

[প্রস্থান

সরলা। অজয়—অজয়!

অশ্বিনী। ওকে যেতে দাও বড়বৌ। ওরা সবাই চলে যাক। শুধু থাকবো তুমি আর আমি।

জগাই। কর্ত্তাবাবু!

অশ্বিনী। আর বিলম্ব করিসনে জগা। এবার হারছড়াটা শহরের কাছে রেখে আয়। এই টাকায় আমরা যে কটাদিন পারি আনন্দে কাটিয়ে দিই।

জগাই। কর্ত্তাবাবু!

অশ্বিনী। যা-যা, শীগগির চলে যা। আর তুমিও যাও বড়বৌ— দুটো ভাতের যোগাড় করার চেষ্টা কর।

[জগাইয়ের প্রস্থান

সরলা। স্বামী!

অশ্বিনী। আমিও তোমাদের মত তিনদিন উপবাসী আছি।

সরলা। স্বামী—স্বামী!

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

জমিদার বাড়ী

মদের বোতল হাতে প্রণব চৌধুরী ও তৎপশ্চাৎ মাধুরীর প্রবেশ

প্রণব। স্বামী! হোঃ-হোঃ-হোঃ! কে কার স্বামী? এ কলিযুগে আমি কারুর স্বামী হতে আসিনি। আমি শুধু দ্বাপরের কৃষ্ণের মত গোপীনীদের নিয়ে রাসলীলা করতে চাই।

মাধুরী। তাহলে তুমি আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন?

প্রণব। সে শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে। আমি তোমার বাবার দায় উদ্ধার করেছি, আর তোমারও—

মাধুরী। আইবুড়ো নাম থেকে বাঁচিয়েছ। কিন্তু একটা বিবাহিতা নারীর কি কোন কামনা থাকতে পারে না?

প্রণব। পারবে না কেন—নিশ্চয়ই পারবে। সেদিন তো খুব জোর গলায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। আজ আবার পায়ে ধরে দেহের ক্ষুধা মেটাবার সাধ পূর্ণ করতে এসেছ কেন?

মাধুরী। তুমি অত্যন্ত অভদ্র। দেহের ক্ষুধা ছাড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বুঝি অন্য কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না?

প্রণব। আমার কাছে নয়।

মাধুরী। এই তোমার শেষকথা?

প্রণব। না, আর একটা কথা আছে। ফুলশয্যার রাত ছাড়া কোন নারী এ বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তানকে স্বামী হিসাবে পায় না।

মাধুরী। তাহলে বিবাহ করার পূর্ব্বে এ কথা বলোনি কেন?

প্রণব। বলেছিলাম। শুধু আসন্ন দায় উদ্ধারের জন্ম জমিদার জামাই-এর হাতে মেয়েকে দিয়ে হাতের মুঠোয় স্বর্গ ধরতে চেয়েছিল।

মাধুরী। মিথ্যাকথা। তুমি অস্বীকার করলে আমি কিছুতেই এ বিয়ে হতে দিতাম না।

প্রণব। যখন না দিতে তখনকার কথা আলাদা ছিল। এখন যখন হয়ে গেছে, তখন তো তোমাকে এখানে থাকতে হবে। আর তাছাড়া তোমাকে তো আমি স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়েছি।

মাধুরী। স্ত্রীর মর্য্যাদা? ভাল ভাল খাবার, পোষাক পরিচ্ছদ, দামী আসবাব পত্রের মধ্যে কোন যুবতী নারীকে ডুবিয়ে রাখলে বুঝি স্ত্রীর মর্য্যাদা দেওয়া হয়? তোমাকে বিয়ে করার পরিবর্ত্তে আমি যদি একটা পথের ভিখারীকে বিয়ে করতাম—তাহলে আমি অনেক সুখী হতাম। তুমি লম্পট, প্রবঞ্চক, চরিত্রহীন! নইলে মাত্র একটা রাত উপভোগের জন্য আমাকে তুমি বিবাহ করে আনতে না।

প্রণব। (মদ্যপান করিয়া, ক্রোধে) মাধুরী!

মাধুরী। এতদিন তোমার নামে যে সমস্ত কুৎসিত কদর্য্য কাহিনী শুনেছিলাম, এই ক'মাসে তার নজীর দেখে দেখে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য বলে ধারণা হয়েছে। তোমার মত নারী লোলুপ মদ্যপ জানোয়ারের অঙ্কশায়ী হওয়ার চেয়ে মরাই ভাল।

প্রণব। (হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া) তবে মর শয়তানী!

[মদের বোতল ছুঁড়িয়া মারিল]

মাধুরী। আঃ! (পতন)

প্রণব। ওসব প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগে না। আমি চললাম এখন উষাবাঈ-এর ঘরে, তার যৌবনের ফুলবনে মধু আহরণ করতে।

(মদ্যপান) আর একটু পরেই মাইফেলের আসর বসবে। তখন কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবো।

[প্রস্থান

প্রবালের প্রবেশ

প্রবাল। লাথি মেরে আর কত লোককে তাড়াবে দাদা? এভাবে চলতে থাকলে (সম্মুখে তাকাইয়া) না, কাউকে তো দেখছি না। তবে কি—(সহসা সম্মুখে দৃষ্টি পড়িলে) কে ওখানে? কে ওখানে পড়ে আছে? কে—কে তুমি? ওকি! কথা বলছো না কেন?

[হাত দিয়া মাধুরীকে স্পর্শ করিয়া শিহরিয়া উঠিল]

মাধুরী। কে?

প্রবাল। আমি।

[প্রবাল ধীরে ধীরে মাধুরীকে তুলিল। মাধুরীর মস্তক হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, মাধুরী একহস্তে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়াছিল]

প্রবাল। তোমার এ দশা কে করলে মাধুরী?

মাধুরী। যদি বলি তুমি?

প্রবাল। মাধুরী!

মাধুরী। তোমার জন্য আজ আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। বল বল প্রবাল, কেন তুমি আমার সঙ্গে এভাবে বিট্রে করলে?

প্রবাল। বিট্রে করেছি আমি না তুমি? তোমার জন্য আমার বার-এ্যাট-ল পরীক্ষার লাষ্ট ইয়ারটাও কমপ্লিট করতে পারিনি। শেষে এসে দেখি—

মাধুরী। থাম। আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করেছি সে কথার উত্তর এখনো পাইনি।

প্রবাল। পাবে, নিশ্চয়ই পাবে মাধুরী। এসেছ যখন সবই জানতে পারবে। তবে হয়তো আরও ক'টা দিন সবুর করতে হবে।

মাধুরী। কেন ?

প্রবাল। সেই এক কথা বারবার বলতে আমার ভাল লাগে না। তুমি বরং—

মাধুরী। প্রবাল !

প্রবাল। এভাবে তোমার ঘরে আমাকে কেউ দেখলে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটা বিচিত্র নয়।

মাধুরী। প্রবাল !

প্রবাল। আমি এখন আসি মাধুরী।

[প্রস্থানোদ্যত

মাধুরী। না-না, এ বাঁচা আমি চাইনি প্রবাল। যে কোন প্রকারে তুমি আমাকে এখান থেকে মুক্ত কর। যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকে আমি যে এতদিন তোমারই ধ্যান করে এসেছি।

প্রবাল। আঃ, চুপ কর। তোমার চিত্ত দুর্ব্বল, তুমি অসুস্থ। ভুলে যাচ্ছ কেন—প্রণব চৌধুরী মাতাল হলেও সে যে আমার বড়ভাই।

মাধুরী। আর যে ভাই একটা যুবতী নারীকে মাত্র একটা রাতের জন্য ধরে এনে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে শোকেসের মতো সাজিয়ে রেখে দিনরাত বেশ্যাবাড়ীতে পড়ে থাকে, তার কি কোন সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে না ?

প্রবাল। সে বিচারের রায় দেবার মালিক আমি নই মাধুরী। তুমি এবার ঘুমাতে যাও।

সহসা গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

গুণধর। তাই যাও বৌরাণী। এখানে তোমার থাকাটা আর শোভনীয় হবে না। কারণ—

প্রবাল। নায়েবমশায়—

গুণধর। (কথায় প্যাঁচ দিয়া) একটু পরেই যে মাইফেলের আসর বসবে। আজকের নায়িকা হচ্ছে—বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী—শিউলীবাঈ।

প্রবাল। (মাধুরীর প্রতি) আর নয়। এবার তুমি তোমার ঘরে যাও। আমিও এ প্রমোদকুঞ্জ থেকে বিদায় হই।

[মাধুরী চলিয়া গেলে তৎপশ্চাৎ প্রবালের প্রস্থান

গুণধর। (আড়চোখে তাকাইয়া) বিদায় নিতে হবে না প্রবাল চৌধুরী। আমি এবার তোমাদের ঘরছাড়া করবো। তবে একা নয়, ওই অহঙ্কারী মাধুরীকেও যদি তোমার সঙ্গে না জড়াতে পারি—বৃথাই আমার নাম গুণধর শর্ম্মা! (পদচারণা করিতে করিতে) হ্যাঁ, এতদিনে এ বংশ ধ্বংসের একটা ক্লু খুঁজে পেয়েছি। তা হল, এই ভিখারীর মেয়ে মাধুরী—

মত্তাবস্থায় শিউলীকে ধরিয়া প্রণবের পুনঃ প্রবেশ

প্রণব। মাধুরীকে আমি কোন সময় সহ্য করতে পারি না সুন্দরী। আমি শুধু তোমার এই যৌবন হিল্লোলিত বাহুবন্ধনে জড়িয়ে থাকতে চাই।

[শিউলীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল]

গুণধর। বড়বাবু!

প্রণব। ওহো, আপনি এখানে? লজ্জা করছে বুঝি? যান-যান, এসব আমোদ আহ্লাদ আবার আমার একার ভাল লাগে না কিনা। তাই—যদি কোন রাঘববোয়াল আমার সন্ধানে আসে, তাহলে তাকে এই মাইফেলের আসরে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে—

গুণধর। পানীয়ের ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছি হুজুর।

প্রণব। বাঃ-বাঃ! চমৎকার! কিন্তু আসরের শেষে—

গুণধর। আসবো হুজুর, সে ভুল আমার হবে না।

[প্রস্থান

প্রণব। এবার কথা বল পিয়ারী। সেই সঙ্গে তোমার সুমধুর নৃত্যগীতে আমার জীবন কানায় কানায় পূর্ণ করে তোল। কি, কিছু বলছো না কেন সুন্দরী? এই নাও হীরের আংটি।

[আংটি দিলে শিউলী লুফিয়া লইল]

শিউলী। (হাসিমুখে) বা রে, কথা বলতে দিলে তো বলবো! বাব্বা, যা লোকটা! আমি আমার সাধের নাগরকে নিয়ে যখন একটু ঢলাঢলি করবো তখন একটা শকুনের সম্মুখে আমাকে ফেলে দিলে কি গলা থেকে স্বর বেরোয়?

প্রণব। বেশ, এখানে তো কেউ নেই। এবার শুরু কর।

শিউলী। (আহ্লাদে প্রণবকে জড়াইয়া ধরিয়া) করছি গো, করছি। এখন তো সবেমাত্র সন্ধ্যে। সারারাত তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না।

শিউলী।   গীত

নিশি না পোহাতে শ্যাম ঘুম ভেঙে যায়,
কি কথা বলিব প্রিয় তারি লাজ পায়।
নয়নে নয়ন চেয়ে
মন বলে উঠে গেয়ে
তোমারে কাছে পেয়ে সখা মরি লাজে হায়।

প্রণব। (তারিফ করিতে করিতে) আজ মনে হচ্ছে, তোমার গলাখানা কাশ্মীরী বাঈএর চেয়েও মিষ্টি।

শিউলী। তাই বুঝি? কিন্তু আপনার স্ত্রী?

প্রণব। তার কথা বাদ দাও। ওকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমি মদ খাই, কালোবাজারী করি, তোমাদের মত মেয়েদের নিয়ে ডুবে থাকি বলে আমাকে ফুলশয্যার রাতে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে।

শিউলী। তাই বুঝি?

প্রণব। কিন্তু আমিও জমিদার অবনী চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার হৃদয়ে টাটকা ফুল ছাড়া বাসীফুলের স্থান নেই।

শিউলী। তাহলে আমিও কি?

প্রণব। না না, তুমি কেন হবে পিয়ারী। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমার পেছনে এক একটা রাতের জন্য যদি হাজার টাকা ঢালতে হয়, তাতেও আমি রাজী।

শিউলী। আপনি খুব ভাল। কিন্তু নিন্দুকেরা বলে আপনি নাকি বিনে পয়সায় আমোদ করেন।

প্রণব। (শিউলীর চিবুক তুলিয়া) আজ দেখে কি মনে হচ্ছে?

শিউলী। ওমা হিংসুটে, তাই—

প্রণব। এসো, এবার আরও কাছে এসো।

শিউলী। (একটু তফাতে থাকিয়া) আঃ ছাড়ুন। আমার বুঝি লজ্জা করে না?

সহসা প্রতীকের প্রবেশ

প্রতীপ। লজ্জা নারীর ভূষণ। তা অবশ্যই করা উচিত।

প্রণব। (শিউলীকে ছাড়িয়া) কে? ও, আরে প্রতীক? তুই এতদিন কোথায় ছিলি? সেই যে বছর পাঁচেক আগে ডুব মারলি,

তারপর থেকে তোর কোন পাত্তাই নেই। কি ব্যাপার? ভাল আছিস তো? খুব ভাল চাকরী করছিস বুঝি?

[প্রণব যখন বলিতেছিল সেই সময় প্রতীক শিউলীকে ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখিতেছিল]

প্রণব। কি ব্যাপার? কথা বলছিস না যে? তুই কোন বড় ডিটেকটিভ হয়ে গেলি নাকি?

শিউলী। ইস, এখানেও ডিটেকটিভ?

[অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করিলে প্রতীকও চমকাইয়া উঠিল]

প্রণব। আঃ, তুমি এমন করছো কেন চৌধুরী কি চায়? প্রতীক ডিটেকটিভ হতে যাবে কোন দুঃখে। ও আমার বন্ধু। কিরে, এমন তাজা মাল দেখে ট্যারা হয়ে গেলি নাকি? কি চাকরী করছিস বললি না যে?

প্রতীক। (সচকিত হইয়া) ও হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছিলে, চাকরী? চাকরী একটা জুটিয়েছি। তবে সেটা খুব খানদানী নয়।

প্রণব। যেমন?

প্রতীক। (শিউলীকে কটাক্ষ করিয়া) ভাল ভাল মাল তোমাদের মত লাখপতিদের হাতে দু' একদিনের মত তুলে দেওয়া।

প্রণব। (সহসা প্রতীকের হাতে হাত মিলাইয়া) বাঃ বাঃ, শেষে তুইও আলুর কারবারী হয়ে গেলি?

প্রতীক। ওসব নোংরা কাজে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। তাই ভাবলাম, তোমার তো ফ্যাক্টরীর অভাব নেই। যদি কোথাও একটা চাকরী জুটিয়ে দিতে পার—

শিউলী। বড়বাবু, আমি বরং—

প্রণব। ও, হ্যাঁ, তুমি পাশের ঘরেই যাও। আমি প্রতীকের

সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি। প্রয়োজন বোধে ওকে ধরেও নিয়ে যেতে পারি। কি বলিস্ ?

প্রতীক। না-না, আমাকে নয়—আমাকে নয়—

শিউলী। (বাঁকা চোখে) তাহলে নমস্কার প্রতীকবাবু !

[প্রস্থান

প্রতীক। নমস্কার !

[প্রতি নমস্কার করিয়া তাকাইয়া রহিল]

প্রণব। কিরে, শেষে তুইও আলুখোর হয়ে গেলি নাকি ?

প্রতীক। না-না, এখনো হইনি। কিন্তু মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে ?

প্রণব। আরে, ওদের আবার দেখতে হয় নাকি ? যে শালা নগদ করকরে নোটের বাণ্ডিল বাড়িয়ে দেবে, তার কাছে একরাত ঘুমিয়ে চলে আসবে। এসেছিস যখন, মালটাকে একবার পরখ করে দেখ না।

প্রতীক। না-না, ওসব আর আমার ভাল লাগে না ভাই। এখন আমার চাকরীর কি হবে বল ?

প্রণব। চাকরী, সে দেখবো'খন। তবে তুইতো জানিস, এখন কোন অফিসারকে ছাঁটাই করলে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট হয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। এসেছিস যখন, দিন কতক থাক না।

প্রতীক। কিন্তু—

প্রণব। তুই যখন বলছিস—যত দিন তোর জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে না পারি ততদিন তোকে মাসে শ' তিনেক করে দেবো। অবশ্য এটাও চাকরী মনে করতে পারিস। তবে এ হচ্ছে আমাদের সংসারের চাকরী। পরে তোর কাজ ভাল হলে আরও বাড়িয়ে দেবো।

প্রতীক। (উৎফুল্ল হইয়া) তুমি সত্য বলছো ?

প্রণব। প্রণব চৌধুরী যে কথা একবার বলে, সে কথার কোনদিন নড়চড় হয় না।

প্রতীক। তুমি আমাকে বাঁচালে প্রণব। আমি যে কি দুর্ভাবনায় পড়েছিলাম !

প্রণব। থাক-থাক, আর জয়গান করতে হবে না। এখন চল, আমাকে গলাটা আর একটু ভিজিয়ে নিতে হবে।

[প্রস্থান

প্রতীক। (প্রণবের দিকে তাকাইয়া) প্রতীক কুমার চাকরী বজায় রাখতে এ তুমি কোথায় নেমে এলে—স্বর্গে, না নরকে ?

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইয়াসিনের আ ড্ডাখানার সম্মুখস্থ পথ

বিজয়ের হাত ধরিয়া শিউলীর প্রবেশ

শিউলী। যদি বলি স্বর্গে?

বিজয়। না শিউলী, স্বর্গসুখ আমাদের জন্য নয়। আমরা বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ। আমাদের কপালে সুখ বলতে কোন বস্তু নেই। আমরা অভিশপ্ত, আমরা সমাজের পঙ্কিল আবর্জ্জনা।

শিউলী। এসব আপনি কি বলছেন?

বিজয়। তাই তো এক একবার ভাবি শিউলী—আমি কি চেয়েছি, কি পেলাম, আর কি পাবো?

শিউলী। ও কি! আপনার চোখেও জল?

বিজয়। জল? (মুছিয়া) না-না, এ জল নয় শিউলী, এ হচ্ছে আমাদের মত আশা আকাঙ্খার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া ধ্বংসের প্রতীক, কোন দুষ্ট গ্রহের অভিশাপ।

শিউলী। বিজয়বাবু!

বিজয়। আমি আর পারছি না শিউলী। এভাবে বাঁচতে আমি চাইনি। আমি—

শিউলী। আমিও পারছি না। তার চেয়ে চলুন এ অন্ধ নরক থেকে আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

বিজয়। শিউলী!

শিউলী। এমন এক জায়গায় আমরা যাব, যেখানে আমাদেরকে স্বাদও খুঁজে পাবে না। দূরে—বহু দূরে—

বিজয়। শিউলী!

শিউলী। জীবনের প্রথমে আমারও এ পথে নামতে ঘৃণা ধরে গেছিল। মা হবার আমারও সাধ ছিল—কিন্তু হ'ল না। শিউলী ঠিক রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই কত পুরুষের নিষ্পেষণে অকালে ঝরে গেল।

বিজয়। ওকথা বলো না শিউলী। আমি জানি, তুমি তোমার বাবা মা, ছোট ছোট ভাই-বোনদের জন্য তোমার নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়েছ। এতে তোমার কোন স্বার্থ ছিল না।

শিউলী। বিজয়বাবু!

বিজয়। তাই তো এক একবার মনে হয়, তুমি আমি যখন একই পথের পথিক, তখন আর দূরেই বা থাকি কেন? আমাদের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে বাধা কোথায়?

ইয়াসিন ও গফুর মিয়ার প্রবেশ

ইয়াসিন। বাধা আছে।

বিজয়। } সর্দ্দার!
শিউলী। }

ইয়াসিন। এখানে ভালবাসা পাপ, মহব্বত ঝুটা। এখানে চাই, শুধু খুনকা বদলা খুন।

শিউলী। খুন!

ইয়াসিন। হ্যাঁ। যারা টাকা দিয়ে মা বহিনের ইজ্জত কেড়ে নেয়, টাকা দিয়ে মুখের কথা রুখে দেয়, টাকা দিয়ে দুনিয়ার সাচ্চা বস্তুকে ঝুটায় পরিণত করে, তারা পাপী নয়? আমরা প্রকাশ্যে খুন করি বলে

খুনী, আর যারা টাকা দিয়ে দুনিয়াকে খুন করাচ্ছে, তারা কি সমাজের চোখে খুনী নয় ?

শিউলী। }
গফুর। } সর্দ্দার !

বিজয়। আমি এসব ন্যায় নীতি বুঝি না সর্দ্দার। এবার তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

ইয়াসিন। সাট-আপ রাসকেল ! কতকগুলো ফালতু টাকা খরচ করে তোমার বাপ-মা তোমাকে কাওয়ার্ড করে গড়ে তুলেছে। শুধু তুমি এ লাইনে নতুন, নইলে এতক্ষণে আমার হাতের পিস্তলটা একটা বিকট গর্জন করে উঠতো। আর সঙ্গে সঙ্গে—

গফুর। সর্দ্দার !

বিজয়। সর্দ্দার !

ইয়াসিন। তোমাকে আমি ঠিক আমার শাহাজাদার মত দেখি নওজোয়ান।

শিউলী। শাহাজাদা আপনার কে সর্দ্দার ?

ইয়াসিন। শাহাজাদা আমার দিলকা রাজা, বেহেস্তকী তসবির, আমার প্রিয়তমা প্রতিমার গর্ভজাত সন্তান।

গফুর। সর্দ্দার !

ইয়াসিন। যেদিন শয়তান অবনী রায় মিথ্যা দেনার দায়ে আমার চণ্ডীপুরের তালুক দখল করে নিলে, সেদিনই আমার হতভাগ্য সন্তানের পয়দা হয়। কিন্তু খোদার মর্জ্জি মাফিক কাম করতে না পারায়, সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেও কোন ফল হল না। তারপর যখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরছি, তখন একদিন আমার শাহাজাদার কঠিন ব্যামো

বলো। উপায়ান্তর না দেখে আমি স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলাম। কিন্তু—

বিজয়। কি হল সর্দ্দার ?

ইয়াসিন। শালা, কসাই বললে কিনা—তার স্টকে মেডিসিন নেই। অথচ আমি জানি—হসপিটালের ব্যাকডোর দিয়ে তারই সম্বন্ধির দোকানে সমস্ত দামী দামী মেডিসিনগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে। এদিকে পেটে অন্ন নেই, অন্যদিকে ওষুধ পথ্য—শেষে শালা বেইমানটা বললে কি না—ষোলটাকা ভিজিট না দিলে সে আমার শাহাজাদাকে ছুঁতে পারবে না। তখন আমি নিরুপায় হয়ে প্রতিমার কাছে ফিরে গেলাম।

শিউলী। তারপর কি হল সর্দ্দার ?

ইয়াসিন। আজকের দিনে গরীবের ঘরে যা হয় আমারও ঠিক তাই হল।

বিজয়। সর্দ্দার !

ইয়াসিন। শেষে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। আমার বুকজানের চাঁদ শাহাজাদাকে নিজের হাতে গলা টিপে শেষ করলাম।

গফুর। তাহলে প্রতিমা চাচীও কি—

ইয়াসিন। জিন্দা আছে কি না জানি না, তবে সম্ভবতঃ নেই।

বিজয়। তাহলে সর্দ্দার আমার—

ইয়াসিন। মোনাজাত পূর্ণ করবো সেদিন—যেদিন তুমি হবে প্রকৃত শাহাজাদার মত শাহাজাদা। আজ থেকে তোমাকে আমরা সবাই শাহাজাদা বলেই ডাকবো।

গফুর। সর্দ্দার !

ইয়াসিন। কেউ যদি কোনদিন এর গলতি করে, তাহলে তাকে আমি ইনসান মাফিক কোরবাণী করবো।

বিজয়। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। এ ছাড়া তোমাকে বাঁধবার আর যে কোন পথ পাচ্ছি না; তবে একথাও সত্য, যদি আমার সঙ্গে বেইমানীর চেষ্টা কর, তাহলে তোমাকেও আমি আমার শাহাজাদার মত গলা টিপে খুন করবো।

গফুর। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। এবার চলে এসো মিঞা। আর ওদের বলে দাও—ইয়াসিন বিধর্ম্মী হলেও, সেও রক্তমাংসে গড়া মানুষ।

বিজয়। } সর্দ্দার!
শিউলী। }

ইয়াসিন। আগামীকাল মোহনপুরেই পুনরায় মুলাকাত হবে। যেমন নির্দ্দেশ আছে, ঠিক সেই ভাবেই তৈরী হয়ে যাবে। কথার খেলাপ করলে—

শিউলী। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। আর তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে দুষমনী করার চেষ্টা কর, তাহলে (পিস্তল তুলিয়া)—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[গফুর মিঞা সহ ইয়াসিনের প্রস্থান

শিউলী। সর্দ্দার—সর্দ্দার!

বিজয়। ও যতই আমাকে সন্তান বলে বশ করার চেষ্টা করুক—লাখ টাকার বিনিময়েও আমি ওদের দলকে সমর্থন করতে পারবো না।

শিউলী। শাহাজাদা!

বিজয়। তুমি ভেবো না শিউলী—মোহনপুরে যখন যাচ্ছি, বাবা মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তোমাকে পুত্রবধূ করার স্বীকৃতি আদায় না করে কিছুতেই ফিরবো না।

[প্রস্থান

শিউলী। ওগো ঠাকুর! এত সুখ কি আমার কপালে সইবে? না-না, আমি ওর স্ত্রী হতে চাই না। ওগো দয়াময়, তোমার কাছে আমার শুধু এই প্রার্থনা, তুমি ওকে আদর্শ মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোল।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশ্বিনী রায়ের উঠান

চিন্তাগ্রস্ত অশ্বিনী রায়কে ধরিয়া সরলার প্রবেশ

[তাহাদের পরণে শতছিন্ন বস্ত্র, কঙ্কালসার দেহ, চক্ষু কোটরাগত]

অশ্বিনী। আমি—আমিও ওদের আদর্শ মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম বড়বৌ। কিন্তু ভগবান আমাদের কপালে সুখ দিলে না। আজ মনে হচ্ছে—বিজয়কে না পড়ালে ভাল করতাম। আর অজয়ের কানে বার বার টাকার কথা না তুললে বোধহয় ছেলেটা ঘরছাড়া হতো না।

সরলা। তুমি ভেবোনা গো। যত হোক, ওরা তোমারই রক্তে গড়া। আমাদের ছেড়ে ওরা কোনদিন থাকতে পারবে না। মনে হচ্ছে বিজয় শীঘ্রই টাকা পাঠাবে—আর অজয় কি আমাদের ভুলে থাকতে পারবে?

অশ্বিনী। ওরা সবাই ভুলে গেছে বড়বৌ। এবার আমাকে ভিক্ষের বেরুতে হবে।

সরলা। না গো না। তুমি তো বলতে, ভগবান দুঃখ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। এর পর হয়তো দেখবে, ওরা দু'জনেই ভাল চাকরী জোগাড় করে আমাদের জন্য টাকা পাঠাবে।

অশ্বিনী। আর টাকা! মাধুরীর বিয়ে দিতে বাস্তুভিটে পর্য্যন্ত শেষ করেছি। ভেবেছিলাম—উপযুক্ত পুত্রেরা থাকতে আমার অভাব কিসের? ওরাই তো আমার সম্পদ; ওরাই রত্ন! আজ মনে হচ্চে— এভাবে বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে লাঙ্গল কাঁধে মাঠে চাষ করতে পাঠালে ভাল করতাম।

সরলা আঃ, তুমি চুপ করতো। লোকে শুনলে বলবে কি?

অশ্বিনী। বলতে আর কি বাকী আছে বড়বৌ। গয়নাগাটী যা ছিল সবই তো তুমি আমাদের জন্য শেষ করেছ। বাকী চিতায় উঠতে পারলে বাঁচি।

সরলা। আহা—কি সব কথা! জগাইকে পাঠিয়েছিলাম চাল কিনতে। সেও এতক্ষণ ফিরলো না।

অশ্বিনী। ওকি সহজে ফিরবে ভেবেছ? দেখগে যাও, কোথায় গিয়ে গাঁজার আসরে বসে গেছে। শালা ছোটলোক কোথাকার!

সরলা। কি যা তা বলছো? জগাই আবার কি করলো? দু'বছর ধরে মাইনে পায় না, বিনে পয়সায় এযুগে একটা লোককে পেয়েছ, এ আমাদের সাতপুরুষের ভাগ্যি। চালে খড় নেই। হাট থেকে দশ আঁটি খড় আনতে বলেছি। আরও বিপদের উপর বিপদ! বাচ্চা বাছুরটা দুদিন কিছু খায়নি। তাই ব্লক-অফিসে পশু চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করে ওষুধ নিয়ে আসতে বলেছি।

ময়লা বিবর্ণবস্ত্রে জগাইএর প্রবেশ

[মাথায় ছোট একটি পুঁটলি, বগলে একটি শতছিদ্র ছাতা]

জগাই। ওষুধ দিলে না মাঠাকরুণ। শালা কসাই বলে কিনা, আমার বুধনকে না দেখলে কোন ওষুধ দিতে পারবা না।

অশ্বিনী। (রুক্ষ মেজাজে) তাহলে দেখালি না কেন শালা ?

জগাই। আপনি তো বলেই খালাস কর্তাবাবু। আমার বুধন যে চলতি পারে না। আর ওরা বাড়ীতে আসতি চায়না। বলে কিনা, বাড়ীতে গেলে দশটাকা ভিজিট লাগবেক।

সরলা। দশ টাকা !

জগাই। হ্যাঁ, মাঠাকরুণ ! আমি শালা পশুটার পায়ে ধরে কত মিনতি করলাম। কিন্তু কেউ শুনলে না। শেষে তার এক পিওন এসে আমাকে যা-তা বকাবকি করে তাড়িয়ে দিলেক।

অশ্বিনী। জগা !

জগাই। এভাবে বিনে চিকিৎসায় বুধন মারা যাবেক, তার মা কেঁদে কেঁদে চোখের জলে গোয়াল ভাসিয়ে দিবেক, এ সব আমি সহ্য করতি পারবা না কর্তাবাবু।

অশ্বিনী। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) জানি রে জানি, এখানে পশুর ডাক্তার আনতে গেলে দশটাকা ভিজিট লাগে। কোন সরকারী সাহায্য পেতে হলে গ্রামসেবক থেকে শুরু করে বি. ডি. ও পর্যন্ত ঘুষ নেয়— এমন রাজত্বে বাস করার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

জগাই। কর্তাবাবু !

অশ্বিনী। কাঁদিসনে জগা। কেঁদে আর কি হবে বল ? এ সবই আমাদের অদৃষ্ট !

জগাই। না কেঁদে থাকতি পারছি কৈ ? দাদাবাবুরা গেছে, তোমরাও যাবার মুখে। না খেতে পেয়ে বুধনের মাও যেতে বসেছে। তারপর—

অশ্বিনী। জগা !

জগাই। না-না, এর চেয়ে আমরা সাহেবদের আমলে ভাল

ছিলাম কর্তাবাবু। দীর্ঘদিন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে আমরা কি পেলাম?

সরলা। তুই ঠিকই বলেছিস জগাই। যারা দেশসেবার নামে বড় বড় বুলি আওড়েছে—তারাই আজ স্বাধীন ভারতের বিশিষ্ট নাগরিক। আর যারা প্রকৃত দেশসেবক তারা যে কে কোথায় তলিয়ে গেল তার হিসাব কেউ রাখলো না।

অশ্বিনী। বড়বৌ!

সরলা। বলতো, দেশের স্বাধীনতার জন্য তুমি যে তোমার অধিকাংশ পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রী করে পার্টির লীডারদের অর্থ জোগালে, তারা তো সুযোগ বুঝে কেউ মন্ত্রী, কেউ কমিশনার, কেউ বিশিষ্ট বিশিষ্ট পদ যোগাড় করে বসে আছে। আর তুমি কি করলে?

অশ্বিনী। সেদিন বুঝতে পারিনি বড়বৌ, কবিগুরুর বাণী, গান্ধীজীর বাণী, সুভাষের বাণী এমন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।

[সহসা নেপথ্যে পুলিশের বাঁশির শব্দ]

ছুটিয়া বিজয়ের প্রবেশ

[বিজয়ের হাতে একটি দামী এ্যাটাচী কেশ]

বিজয়। শুধু গান্ধী-সুভাষ নয় বাবা, আজ আমরা সবাই ব্যর্থ হয়ে গেছি।

সরলা। (ব্যস্ত হইয়া) কে, বিজয়!

[সন্ত্রস্ত হইয়া এদিক ওদিক পদচারণা করিতে করিতে]

বিজয়। হ্যাঁ আমি। আর সময় নেই। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তুমি শীগ্‌গির এই ব্যাগটা ধর।

[এ্যাটাচীটা মেঝের ফেলিয়া দিল]

সরলা। আহা, কি ব্যাপার তুই খুলে বলবি তো।

বিজয়। বলার মত সময় নেই মা। তুমি ব্যাগটা রেখে দাও। নইলে—

অশ্বিনী। বিজয়!

বিজয়। পরে যত পার শাসন করো বাবা। কিন্তু এখনকার মত আমাকে বাঁচাও।

[পুলিশের বাঁশি নিকটবর্ত্তী হইল]

জগাই। দাদাবাবু!

বিজয়। তুমি দেখতো জগাদা, ছাদের পাশ দিয়ে আম গাছটার ওপরে ওঠা যায় কিনা—

জগাই। যাবে দাদাবাবু। কিন্তুক—

বিজয়। আঃ, আবার কিন্তু! আমি এদিকে বাবুদের জন্য চুরি ডাকাতি খুন জখম করে মরি—অথচ আমার বেলায় কেউ এতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পারে না।

সরলা। বিজয়!

বিজয়। ব্যাগটা থাকলো মা। পুলিশ আসার আগে তোমরা ওটাকে লুকিয়ে রেখো। শয়তানেরা ফিরে গেলে আমি এসে নিয়ে যাব। চলে এসো জগাদা।

জগাইকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

অশ্বিনী। তাইতো! ব্যাপারটা যে কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

সহসা পুলিশ অফিসারের বেশে প্রতীকের প্রবেশ

[সঙ্গে একজন কনেষ্টবল]

প্রতীক। বোধগম্য হবে না রায়মশাই। আমিই সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

অশ্বিনী। (সবিস্ময়ে) আপনি ?

প্রতীক। হ্যাঁ। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ছেলেকে আমার হাতে ধরিয়ে দিতে পারেন।

[মেঝে হইতে এ্যাটাচী কেশটা তুলিয়া লইল]

অশ্বিনী। এসব কথার অর্থ ?

প্রতীক। আপনি বয়সে প্রবীন। শুধু তাই নয়, অগ্নিযুগের একজন খ্যাতনামা বিপ্লবী। পুলিশের আগমন যে কেন ঘটে আশা করি তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

অশ্বিনী। হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বলুন।

প্রতীক। আপনার ছোট ছেলে বিজয়বাবুকে এ্যারেষ্ট করার জন্য আমরা পিছু নিয়েছি।

সরলা। }
অশ্বিনী। } বিজয়কে !

প্রতীক। হ্যাঁ, তার নামে থানায় খুন-জখম-রাহাজানি এমনি বহু বড় বড় কেশ ঝুলছে। ইচ্ছা করলে আমি ওদের কয়েকজনকে গুলি করতে পারতাম। তাতে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হতো না। আমি চাই, ওদের সমস্ত গ্রুপটাই একসঙ্গে ধরা পড়ুক।

অশ্বিনী। স্যার !

প্রতীক। শুধু তাই নয়, আপনার বড়ছেলে অজয়বাবুও কন্টাই টাউনে এক ভদ্রলোকের পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। বিচারে তার তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। তাই আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে চাই।

সরলা। বাবা !

প্রতীক। জানি মা, আমার চেয়ে আপনাদের দুঃখ অনেক বেশী।

(হাতের ব্যাগ তুলিয়া) এই যে ব্যাগটা দেখছেন—এটা হচ্ছে মোহন-পুরের চৌধুরী বাড়ীর। ওরা ডাকাতি করতে এসে আমাদের তাড়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য ইচ্ছা করলে আমি ওকে গুলি করতে পারতাম।

সরলা। (আর্ত্তনাদ করিয়া) না-না।

প্রতীক। কিন্তু আমি জানি, স্বেচ্ছায় ওরা এ কাজ করতে আসেনি—নিতান্ত বাধ্য হয়েই এ লাইন বেছে নিয়েছে।

সরলা। বাবা!

প্রতীক। কিন্তু মা, আমরা যে সরকারী চাকর। দেশের লোককে ন্যায় নীতি বুঝাবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা চাই—শুধুমাত্র অপরাধীকে শাস্তি দিতে।

অশ্বিনী। স্যার!

প্রতীক। কারণ আমিও যে একদিন ঠিক বিজয়বাবুর মত বেকার ছিলাম। আজকের যুগে বেকার হওয়ার যে কি জ্বালা তা আমি জানি। তাই ইচ্ছে করেও আজ আপনার ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে গেলাম। পরে হয়তো আমার পক্ষে একাজ করা সম্ভব হবে না। আচ্ছা নমস্কার। চলি—

[কনেষ্টবল সহ প্রস্থান

অশ্বিনী। বড়বৌ-বড়বৌ, দেখতো আকাশটা কি আমাদের মাথার উপরে আছে, না কোথায় তলিয়ে গেছে? বাতাস কি এখনো আমাদের ঘরে বইছে? সূর্য্য কি ঠিকমত কিরণ দিচ্ছে?

সরলা। স্বামী—স্বামী!

অশ্বিনী। আমার এক ছেলে এম. এ., বি. টি. পাশ করে পকেট কাটতে গিয়ে লৌহকপাটের অন্তরালে ঘানি টেনে পচে মরছে। আর

এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চুরি ডাকাতি মার্ডার করে ফাঁসির পরোয়ানা নিয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে বাঁচছে। ওঃ, ভগবান! এ সব কথা শোনার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন?

সরলা। স্বামী! স্বামী!

অশ্বিনী। (সহসা অপ্রকৃতিস্থের ন্যায়) দেখতো—দেখতো বড়বৌ—কুলাঙ্গার ছেলেটাকে খুঁজে পাও কিনা। কাছে পেলে তাকে আমি নিজের হাতে খুন করবো।

জগাইএর পুনঃ প্রবেশ

জগাই। কাকে খুন করবা কর্তাবাবু? দাদাবাবুতো তোমাদের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতি না পেরে পালিয়ে গেছে।

অশ্বিনী। পালিয়েছে? না-না, নিশ্চয়ই সে এখনো বেশীদূর যেতে পারেনি। তাকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে—ধরতে হবে।

[উত্তেজিতভাবে প্রস্থান

সরলা। স্বামী—স্বামী—

[প্রস্থান

জগাই। কর্তাবাবু—কর্তাবাবু—

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

চৌধুরী ম্যানসন

গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

[হাতে একগোছা চাবি]

গুণধর। কর্ত্তাবাবু-কর্ত্তাবাবু—

[চতুর্দিকে তাকাইয়া]

না, কেউ নেই, সবাই যে যার কাজে মসগুল। একটু পরে কলকাতা যাওয়ার জন্য ছোটকর্ত্তা আসবে আয়রনচেষ্টের চাবি সংগ্রহ করতে। তার আগে আমি যদি এই চাবি দিয়ে টাকাগুলো বাগিয়ে নিয়ে চাবির গোছাটা মাধুরীর শয়নকক্ষে ফেলে দিয়ে যাই, তাহলে—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[চাপা হাসি]

জমিদার প্রণব চৌধুরী ভাববে, তার সখের নাগরকে দিয়ে—না-না, আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। কথায় আছে, মানুষের জীবনে সুযোগ মাত্র একবারই আসে। একবারই আসে।

[প্রস্থান

প্রবালের প্রবেশ

প্রবাল। আর সে সুযোগ হারিয়েছি একমাত্র আমি। মাধুরীর কথা না ভেবে, যদি আমি আমেরিকাতে আর একটা বছর কাটিয়ে দিতাম, তাহলে আমার ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসা মোটেই অসম্ভব ছিল না। যাক দেখি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তো কথা দিয়েছেন—সেখানে যদি কিছু একটা করতে পারি।

[সহসা কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে]

তাইতো, আয়রনচেষ্টের চাবিটা এখানেই বরাবর থাকতো। কিন্তু—না-না,

[হাত ঘড়ির দিকে তাকাইয়া]

ভেতরে গিয়ে একবার খোঁজ করে আসি। শুধু কি চাকরীর খোঁজে যাচ্ছি—না এখান থেকে পালাতে চলেছি। আমি জানি, এখানে থাকলে মাধুরী কোনদিন সুখী হবে না। আর আমি—!

[দ্রুত প্রস্থান

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। আর আমি জানি—আমি বেঁচে থাকতে প্রবাল কোনদিন সুখী হতে পারবে না। আমার স্বামীও সারাজীবন সন্দেহের বিষে জর্জ্জরিত হয়ে ধীরে ধীরে কোন পঙ্কিল আবর্ত্তে মিলিয়ে যাবে। তার চেয়ে সবাইকে সুখী করতে এই আলোভরা সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে আমার আপত্তি কিসের? জীবনে যে নারীর সৌভাগ্য গগনে ওঠার পূর্ব্বে অস্তমিত হল সূর্য্য, যৌবনের জোয়ার পূর্ণ হতে না হতে ভাঁটার টান পড়লো যেখানে, সেখানে তরী বাইবো কাকে নিয়ে? কোথায় পাবো সেই কর্ণধার? না-না, এই ভালো—

সহসা প্রবালের পুনঃ প্রবেশ

প্রবাল। (বিরক্তভাবে) ভালো না ছাই! এদিকে টাইম হয়ে চললো, কোথায় কি যে থাকে তার পাত্তা পাবার জো নেই।

মাধুরী। এভাবে সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

প্রবাল। (রুক্ষকণ্ঠে) যমালয়ে!

মাধুরী। কেন—আমার ভয়ে বুঝি?

প্রবাল। যদি বলি তাই—

মাধুরী। (অশ্রু সজলকণ্ঠে) প্রবাল!

প্রবাল। সে সব কথা থাক। যদি আয়রনচেষ্টের চাবিটা থাকে তো দাও, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন।

মাধুরী। চাবিতো আমার কাছে নেই।

প্রবাল। তার মানে, তুমি আমাকে টাকা না দিয়ে তোমার আঁচলে বেঁধে রাখতে চাও?

মাধুরী। প্রবাল!

প্রবাল। এই ক'টামাস আমি অনেক চিন্তা করেছি। শেষে দেখলাম তোমার সঙ্গে—

মাধুরী। প্রবাল!

প্রবাল। গোপনে একটা রিলেশান গড়ে উঠুক তা আমি কিছুতেই বিবেকের কাছে মেনে নিতে পারছি না।

মাধুরী। তাই বুঝি আমাকে একলা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছ?

প্রবাল। আমি ঠিক কোথায় যাচ্ছি তা নিজেও জানি না।

মাধুরী। প্রবাল!

প্রবাল। যেদিন তোমার সঙ্গে এখানে প্রথম দেখা হল, সেদিন যেমন আমার সঙ্গে মিলনে তোমার সংস্কারে বেধে ছিল, আজ ঠিক আমারও তেমনি বাধছে।

মাধুরী। প্রবাল!

প্রবাল। না-না, আর নাম ধরে ডেকো না মাধুরী। তুমি আমাকে ঠাকুরপো বলে সম্বোধন করবে। আর আমি তোমাকে—অতীতের সবকিছু স্মৃতি মুছে দিয়ে বৌদি বলেই ডাকবো।

মাধুরী। (আর্ত্তনাদ করিয়া) না-না-না!

প্রবাল। বৌদি-বৌদি!

মাধুরী। প্রবাল!

প্রবাল। ছিঃ বৌদি! তোমার না স্বামী আছে, সংসার আছে, তুমি না জ্ঞানবান পিতার কন্যা? জন্ম তোমার সীতা সাবিত্রীর দেশে। তুমি পারবে না তোমার প্রেম দিয়ে তোমার স্বামীকে বশ করতে? তা যদি না পারবে, তবে কেন এসেছিলে এই আগুনের মত রূপ নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করতে?

মাধুরী। প্রবাল!

প্রবাল। ভুলে যাও বৌদি, প্রবাল বলে তোমার জীবনে কেউ কোনদিন খেলার সাথী হয়ে এসেছিল। মনে কর—

মাধুরী। না-না, আমি পারছি না—কিছুতেই পারছি না।

[প্রবাল ও মাধুরীর মধ্যে কথোপকথনের সময় দূর হইতে গুণধর শর্মা প্রণব চৌধুরীকে এই দৃশ্য দেখাইতেছিল]

প্রবাল। বৌদি!

মাধুরী। যৌবনে যে নারী কোনদিন স্বামীর স্পর্শ পেলোনা, আশা আকাঙ্খা যার বন্যার জোয়ারের ন্যায় মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ার কল্পনায় যে এতদিন আশার জাল বুনছিল—সেকি এত সহজে সব কিছু ভুলে যেতে পারে?

প্রবাল। জানি, বলা যত সহজ করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। তবু তোমাকে পারতে হবে বৌদি। নইলে বিশ্বসংসার তোমার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করে তোমাকে অসতী বলে প্রতিপন্ন করতে চাইবে।

মাধুরী। প্রবাল!

প্রবাল। পাপ না করেও আমি যদি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, তুমি যাকে সত্যিকারের ভালবাসা বলে থাক, তার প্রেমের প্রতিদান দেবার জন্য তুমি পারবে না তাকে ভুলে যেতে?

মাধুরী। এ তুমি কি বলছো প্রবাল ?

প্রবাল। আমি তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি বৌদি, তুমি আমাকে এ মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে মুক্তি দাও! আমি তোমার নামে শপথ করে বলছি—যতদিন আমি জীবিত থাকবো—ততদিন তোমাদের সংসারের ত্রিসীমানায় কোনদিন ফিরে আসবো না।

মাধুরী। (সস্নেহে তুলিয়া) ঠাকুরপো !

প্রবাল। বৌদি ! বৌদি !

মাধুরী। (সজল চোখে) ঠাকুরপো !

প্রবাল। সত্যই যদি প্রেম অমর হয়ে থাকে—তাহলে পরজন্মে আমরা নিশ্চয়ই মিলিত হবো। এ জন্মে যখন আমাদের চাওয়া পাওয়া শেষ হলো না—তখন ছোট ভাই বলে আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা কর।

মাধুরী। (সস্নেহে কাছে টানিয়া) ঠাকুরপো—ঠাকুরপো !

প্রবাল। বৌদি ! বৌদি !

সহসা চাবুকহস্তে উন্মত্ত প্রণবের প্রবেশ

প্রণব। বৌদি ! আর মিথ্যা অভিনয়ের প্রয়োজন কি ?

প্রবাল। দাদা !

প্রণব। চুপ ! এ পাপমুখে দাদা বলে ডাকতে তোমার একটুকু বাধলো না ? ভেবেছ, আমি বুঝি কিছুই জানি না ? মদ খাই, মাতলামো করি বলে সংসারের কোন খবরই রাখি না ? তোমাদের সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম, আজ স্বচক্ষে দেখে বুঝলাম ওরা আমাকে এক বিন্দুও মিথ্যা বলেনি।

মাধুরী। স্বামী !

প্রণব। স্বামী ! হাঃ হাঃ হাঃ ! কে তোর স্বামী ? তোর স্বামী আমি নই—তোরই সম্মুখে এই প্রবাল চৌধুরী।

প্রবাল। দাদা!

মাধুরী। স্বামী!

প্রণব। স্বামী! (চাবুক প্রহার) স্বামী!

মাধুর। আঃ-আঃ—

প্রণব। (পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া) দূরহ' কলঙ্কিনী আমার সম্মুখ থেকে। ভেবেছিলি আমি তোদের পূর্ব্বের রাসলীলার কথা জানি না? তাই ভেল্কি ভোজবাজী দেখিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দিবি? কিন্তু না, প্রণব চৌধুরী সে ধাতুতে গড়া নয়। তা যদি হতো—সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কল কারখানা খুলে লাখ-লাখ টাকা মুনাফা করতে পারতো না। তাইতো সেদিন আমি তোকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আজ তার উপযুক্ত শাস্তি নে।

[মুহুর্মুহু চাবুক প্রহার এবং পদাঘাত করিতে থাকিলে মাধুরী এক সময় জ্ঞান হারাইল]

প্রবাল। দাদা-দাদা!

প্রণব। আজ বুঝতে পারছি, ফুলশয্যার রাতে কেন ও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল? আর কে দিনের পর দিন আয়রনচেষ্টের চাবি খুলে লাখ-লাখ টাকা নস্যাৎ করে দিয়েছে।

প্রবাল। দাদা!

প্রণব। চুপ! কৌশল করে আয়রনচেষ্টের চাবি তো বাগিয়ে নিয়েছো—বাকী দু'চার লাখ যা লাগে তা দিতে প্রস্তুত আছি। তার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ—তোমরা আমার সম্মুখ থেকে এই মুহূর্ত্তে দূর হও।

প্রবাল। যাবো দাদা। যেতে আমাকে হবেই। তবে যে মিথ্যা দোষারোপে আমাদের মাথায় কলঙ্কের পশরা চাপিয়ে দিলে, সেজন্য

তোমাকে একদিন অনুশোচনা করতে হবে—আর সেদিন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগটুকুও পাবে না।

[প্রস্থানোদ্যত

প্রণব। প্রবাল!

প্রবাল। যারা তোমাকে দুষ্টগ্রহের ন্যায় প্ররোচিত করে চলেছে, তাদের সংস্পর্শ থেকে একটু দূরে থেকো।

প্রণব। প্রবাল!

প্রবাল। আমি আর কিছু চাইনা দাদা—তুমি শুধু আমার এই অভাগী বৌদিকে দেখো—দেখো।

[প্রস্থান

গুণধর শর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ

গুণধর। কাউকে দেখতে হবে না বড়বাবু। ওসব ছোটলোকের মেয়েদের দেখাশুনার দায়িত্ব আমিই নিলাম। আপনি যান, আমার কৃষ্ণকলি আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

প্রণব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ সময় আমার কৃষ্ণকলিকেই প্রয়োজন।

[প্রস্থান

গুণধর। (ক্রুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া) এই কৃষ্ণকলিকে দিয়েই তোমার জীবন নাট্যের যবনিকা টানতে চাই প্রণব চৌধুরী। কৌশলের জাল বিস্তার করে লিলি চৌধুরীকে গুণ্ডা সর্দ্দারের হাতে তুলে দিতে চলেছি। বাকী তোমাকে খুন করতে পারলেই—হাঃ হাঃ হাঃ!

[ধীরে ধীরে অচৈতন্য মাধুরীকে তুলিয়া]

তারপর চৌধুরী বংশের বড়বৌ মাধুরী! হাঃ হাঃ হাঃ!

[মাধুরীকে লইয়া প্রস্থান

সাধারণ পরিচ্ছদে প্রতীকের প্রবেশ

প্রতীক। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি থাকতে তোমার সে স্বপ্ন কোনদিন সফল হবে না শয়তান! তোমার কুকীর্ত্তির কাহিনী আর কেউ না জানলেও আমার লুক্কায়িত টেপ্ রেকর্ডারই বলে দেবে—এ নাটকের প্রকৃত ভিলেন কে? (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) ইচ্ছা করলে তোমাকে আজও ধরতে পারি। তাতে আমার বিশেষ কিছু লাভ হবে না। যে কালোবাজারী প্রণব চৌধুরীকে ধরবার জন্য মহামান্য ভারতসরকার আমাকে সখের গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছে, তার নাড়ী নক্ষত্র না জেনে তোমাকে এ্যারেষ্ট করলে প্রণব চৌধুরী আমাকে সন্দেহ করতে পারে। তার চেয়ে ক'টা দিন সবুর করলে সবাইকে আমি একসঙ্গে লকআপে পুরতে পারবো।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শান্তিকুঞ্জ

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়। লকআপে পুরবে আমাকে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এসব চুনো পুঁটিদের হাতবোমা দিয়ে একদিনেই থানাশুদ্ধ উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু শুধু সর্দ্দারের জন্যই হচ্ছে না। ওঃ কি চায়, কি উদ্দেশ্য, আজও বুঝে উঠতে পারছি না। দলে যখন যোগ দিয়েছিলাম সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র শ' তিনেক। দেখতে দেখতে শিক্ষিত অশিক্ষিত মিলে আজ তিন হাজার পেরিয়ে গেছে। এভাবে যদি দলের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে একদিন সরকারকেও—

শিউলীর প্রবেশ

শিউলী। হিসসিম খেতে হবে।

বিজয়। অলরাইট!

শিউলী। কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতির কথা কি হল?

বিজয়। (নিরুৎসাহ কণ্ঠে) ভেঙ্গে গেছে।

শিউলী। অর্থাৎ মোহনপুরে গিয়ে বাবা-মাকে বলার কোন সুযোগ পাননি?

বিজয়। হ্যাঁ শিউলী। শুধু তাই নয়, সেদিন মাত্র কয়েক মিনিটে আমাদের গৃহের পরিস্থিতি দেখে বুঝলাম, সেখানে চরম দরিদ্রতা বিরাজ করছে। তাই জগাদার মুখে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার! বাবা মা সে টাকা ফেরত পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে বলেছে, আমরা নাকি তাদের সন্তান নয়।

শিউলী। শাহাজাদা!

বিজয়। আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম শিউলী। ভেবেছিলাম, সর্দ্দারকে বলে কয়ে তোমাকে বিবাহ করে একটা দীনমজুরের মত পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়ে থেকে কোনরকমে দিনগুলো কাটিয়ে দেবো। কিন্তু হ'ল না—এ সমাজ, এ দেশ, এ দেশের শাসন ব্যবস্থা আমাদের বাঁচতে দিলে না।

শিউলী। শাহাজাদা!

বিজয়। তুমি তো জান শিউলী, শাহাজাদার নামে থানা থেকে শুরু করে ভারত সরকারের আর. বি. অফিসে পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে নামটা লেখা হয়ে গেছে। এই শাহাজাদার মাথার জন্য রাজ্যসরকার দশহাজার টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছে। যে কোনদিন, যে কোন

মুহূর্ত্তে আমাকে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে তোমাদের ছেড়ে বিদায় নিতে হবে।

[প্রস্থানোদ্যত

শিউলী। তাহলে ?

বিজয়। এভাবে তোমার ভেঙে পড়া চলে না শিউলী। তুমি তো বলতে, সবুরে মেওয়া ফলে। তবে আমি এখনো হাল ছাড়িনি। দেখি, সর্দ্দারকে বুঝিয়ে কতটা কি করতে পারি ?

[প্রস্থান

শিউলী। (হতাশকণ্ঠে) যা করবে তা আমি জানি। তাহলে কি সমস্ত অনিশ্চয়তাকে বুকে নিয়ে এভাবে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে হবে ? (সহসা তারস্বরে চীৎকার করিয়া) না-না, আমি বাঁচতে চাই, সংসার চাই, সাধারণ গৃহীর মত শান্তির নীড় রচনা করে আরও দশ জনের মত সুখী হতে চাই। সর্ব্বোপরি আমি স্ত্রী হতে চাই।

[প্রস্থান

অবলাকান্তের প্রবেশ

অবলা। স্ত্রী ? কৃষ্ণকলিকে ক্যাবলার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে গুণধর শর্ম্মা আমার সঙ্গে বেইমানী করেছে। সেই সঙ্গে ষাট হাজার টাকা প্রতারণার দায়ে ফৌজদারী কোর্টে আমার নামে কেস ঠুকে দিয়েছে। এতদিন জমিদার বাড়ীতে পুকুর চুরী করে মাধুরীর মত শত শত নারীর সর্ব্বনাশ করে নিজে শেষ পর্য্যন্ত সরে পড়েছে। যদি মামলায় আমার হার হয়, তাহলে যাবজ্জীবন কারাবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না। না—যদি মরতে হয়, সবাইকে একসঙ্গে নিয়েই মরবো।

ছিন্ন মলিনবেশে অজয়ের প্রবেশ

অজয়। আমিও মরতে চেয়েছিলাম—পারিনি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দীঘার অসীম সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার বাসনায় জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। কিন্তু হল না।

অবলা। কে—অজয়বাবু না?

অজয়। অজয়বাবু নয়, আজ আমাকে শুধু অজয় বললেই ভাল শোনাবে?

অবলা। তাহলে তুমিও কি তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে ভিটে ছাড়া হয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছ?

অজয়। ভিটে ছাড়া? (অন্যমনস্কভাবে) বাবা-মা ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে? এসব আপনি কি বলছেন?

ক্যাবলাকান্তের প্রবেশ

ক্যাবলা। ও যা বলছে, তা সত্য অজয়বাবু।

অজয়। কিন্তু কে করলে ভিটেছাড়া?

অবলা। করেছে খগেন ভট্চাজ্, গুণধর শর্ম্মা, আর—

ক্যাবলা। তুমি।

অবলা। (ক্রোধে) ক্যাবলা!

ক্যাবলা। এতদিন যা করেছ, সমস্ত নীরবে সহ্য করে এসেছি—আর নয়। এবার তোমাদের মত প্রবীণদের বিদায় নেবার পালা।

অবলা। ক্যাবলা! ব্যাটা এতদিন আমার ভাত খেয়ে শেষে আমার কপালে দাগা দিবি?

ক্যাবলা। আজকের দিনে যে পিতা অর্থ রেখেও তার সন্তানদের কসাই-এর মত জবাই করে, তার শাস্তি—

অবলা। (ততোধিক ক্রোধে) ক্যাবলা!

ক্যাবলা। ক্যাবলা আর তোমার কোঁচায় বাঁধা নেই বাবা। সে আজ ছাত্র ইউনিয়নের লীডার।

অবলা। (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) তাই নাকি? ব্যাটা তাহলে এতদিন বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে এই সমস্ত রকবাজ ছেলেদের সঙ্গে রাজনীতি করে বেড়াচ্ছিস? বেশ ভাল করেছিস—তোকে আমি আজ থেকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম।

ক্যাবলা। করতে হবে না বাবা—ত্যাজ্য আমি হয়েই গেছি। যেদিন মাধুরীকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ—সে দিনই আমার সব শেষ হয়ে গেছে।

অবলা। ক্যাবলা!

ক্যাবলা। চলুন অজয়বাবু, এ ক'টামাস ঘুরে তো দেখলেন এ পৃথিবী টাকার গোলাম। এখানে যার টাকা নেই, তার কেউ নেই—কিছু নেই। এবার আপনিই হবেন শ্রমিকদেলের লীডার। আর—

অজয়। ভাই—

ক্যাবলা। মরতে যখন হবে, মরার পূর্ব্বে স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের দেশে যারা এখনো মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়নি, তাদের জন্য কিছু করে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

অজয়। তাই হবে ভাই। যে সমস্ত পুঁজিপতি জোতদারের দল বিনাদোষে রক্তখেকো নেকড়ের মত আমাদের সমাজটাকে শুষে শুষে সমস্ত কৃষক-মজদুর-হরিজনদের বাস্তুহারা করেছে, তাদের আমরা চরম শিক্ষা দেবো।

অবলা। অজয়, তোমরা কি ক্ষেপেছ? এভাবে পথে-ঘাটে মাতলামো করা যায়—কিন্তু বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া যায় না।

অজয়। যায়—যায় অবলাকান্তবাবু। অবিশ্রান্ত নির্ম্মম শোষণের ফলে যখন কোন গোষ্ঠী সহ্য করতে পারে না, তখন তারাও একদিন নিজেদের আশ্রয়ের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। আজ আমরা সেই সর্ব্বহারাদের দলে।

অবলা। অজয়!

অজয়। আগে আমার বাবা মার সন্ধান করি, তারপর দেখবো কতদূর কি করতে পারি?

[প্রস্থান

অবলা। ক্যাবলা।

ক্যাবলা। যাকে একবার ত্যাগ করা যায়—সে তো আর নিজের থাকে না বাবা। আমি আমার দু'চোখ নিয়ে অদৃষ্টের সন্ধানে চলে যাচ্ছি। যদি পার এবার নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা কর।

[প্রস্থান

অবলা। ক্যাবলা!

[সহসা চীৎকার করিয়া]

ওরে ও ক্যাবলা! তুই ফিরে আয় বাবা, ফিরে আয়। এবার তোকে আমি লাখ টাকা দেবো।

[ক্যাবলাকান্ত চলিয়া গেলে হতাশ দৃষ্টিতে]

হতভাগাটা চলে গেল! যাক্—আজকালকার এসব অবাধ্য ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। আমার আর কি? কৌশল করে দেনার দায়ে অশ্বিনী রায়কে ভিটেছাড়া করেছি—বাকী গুণধর শর্ম্মাকে তাড়াতে পারলে আমার চরম শান্তি—চরম শান্তি।

[প্রস্থান

মদ্যপান করিতে করিতে প্রবালের প্রবেশ

প্রবাল। শান্তি! নো নেভার। মাধুরীকে ছেড়ে আসার পর থেকে আমার অশান্তি বেড়েই চলেছে। জানিনা—সে এখন কোথায় আছে?

গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

গুণধর। সে এখন ঠিক জায়গায় আছে ছোটবাবু। আপনি যদি বলেন—

প্রবাল। না থাক। আপনি বরং—

গুণধর। উকিল মনোজ সিং-এর কাছে সমস্ত নথিপত্র দিয়ে এসেছি ছোটবাবু। আপনি বললে কেসটা আজই স্টার্ট করা যেতে পারে।

প্রবাল। শেষে দাদার নামে কেস করবো?

গুণধর। আপনি যতবড় শিক্ষিত, ঠিক তার চেয়েও বেশী বোকা। কারণ যে ভাই আপনার নামে মিথ্যা কলঙ্কের পশরা চাপিয়ে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে বসলো—তাকে আপনি এত সহজে ছেড়ে দিতে চান? আপনি কিছু ভাববেন না ছোটবাবু, আমি এর সব ব্যবস্থা করছি। প্রয়োজন হলে কুখ্যাত গুণ্ডা শাহাজাদাকে দিয়ে আপনার দাদাকে খুন করাতেও প্রস্তুত আছি।

প্রবাল। নায়েব মশায়!

গুণধর। গুণধর শর্ম্মা যে কাজে হাত দেয় সে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না ছোটবাবু।

প্রবাল। (মদ্যপান) বেশ, আপনি যদি আমার হয়ে দাদার বিরুদ্ধে লড়তে চান, কেস স্টার্ট করুন। কিন্তু এ আপনি কোথায় নিয়ে এলেন?

গুণধর। শান্তিকুঞ্জে! এখানে যার যত দুঃখ থাকুক—সবাইকে সব কিছু ভুলিয়ে দেবে।

শিউলীকে টানিতে টানিতে ইয়াসিনের প্রবেশ

শিউলী। না-না, আমি আর এভাবে কাউকে ভুলাতে পারবো না সর্দ্দার। তুমি আমাকে এবার মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।

ইয়াসিন। মুক্তি পাবে সেদিন—যেদিন আমরা সবাই একসঙ্গে মুক্তি নেবো।

শিউলী। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। চুপ! নিয়মমাফিক কাম না করলে তোমার পীতমকে আমি পশুর মত নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে মারবো। কথাটা ইয়াদ থাকে যেন।

[প্রস্থানোদ্যত

শিউলী। সর্দ্দার!

গুণধর। হ্যাঁ মা, তাই কর।

ইয়াসিন। এবার আসুন নায়েব মশায়। আদাব ছোটবাবু, আদাব!

[প্রস্থান

গুণধর। একটু সাবধানে এগুবেন ছোটবাবু। যতহোক কাল-নাগিনীর জাততো! তাহলে এখন আসি?

[প্রস্থান

প্রবাল। এসো সুন্দরী! জীবনে যাকে আমি স্পর্শ করিনি, বাধ্য হয়ে তারই নেশায় আজ ডুবে থাকতে হয়েছে। (মদ্যপান করিয়া) ওকে না পেলে আমাকে এতদিনে সুইসাইড করতে হতো।

[হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া]

কাছে এসো।

শিউলী। ছোটবাবু!

প্রবাল। না-না, আমার মধ্যে ছোট-বড় কিছু নেই। আমার কাছে আজ সবাই সমান। কি, এসো—আরও কাছে এসো।

[প্রবাল আরও কাছে টানিলে শিউলী একটু সরিয়া গেল]

শিউলী। ছোটবাবু!

প্রবাল। ওঃ, লজ্জা করছে? বেশ, এখন না হয় একখানা গান গাও। তারপর তোমাকে আমি—কি—গাও—?

শিউলী। গীত

এ বাঁচা আমি চাইনি
বেঁচেও সুখ পাইনি—
তাইতো আমি জীবন নদীর পারে যেতে চাই।
হেথায় মম কেহ নাই কিছু নাই—
তাই ব্যথার সুরে চলেছি দূরে
কাউকে মন দিতে যাইনি।

প্রবাল। এ তোমার কি গান? এ যেন তার ছেঁড়া কোন ছিন্ন বীণাকে মুক্তি দেবার আকুল আকুতি। বল—বল তুমি কে?

শিউলী। প্রবালবাবু!

প্রবাল। কে—কে তুমি?

শিউলী। এই কটা বছরে আপনি আমাকে ভুলে গেলেন? মনে পড়ে আপনার কণ্টাই পি, কে, কলেজের কথা?

প্রবাল। পড়ে। কিন্তু তুমি?

শিউলী। আমিও একদিন সেই কলেজে আপনার ক্লাসমেট ছিলাম।

প্রবাল। (চিন্তা করিয়া) ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমারও ইংলিশে অনার্স ছিল, না?

শিউলী। ছিল।

প্রবাল। তাই যদি হয়, তুমি এখানে এলে কি করে?

শিউলী। সে সব কথা শুনে কি হবে? তার চেয়ে আপনি আমাকে নিয়ে যা কিছু করতে চান—শীগগির শেষ করে নিন।

প্রবাল। শিউলী! (মদ্যপান) শিউলী!

শিউলী। শিউলীর জীবনে শরৎ আর এলো না প্রবালবাবু। তার পূর্বে শীত এসে তার সমস্ত পাপড়িগুলো নিঃশেষ করে দিয়ে গেল।

প্রবাল। শিউলী!

শিউলী। দোহাই—দোহাই প্রবালবাবু। আমাকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুক্তি দিন। নইলে আর এক অভাগীর জীবন নাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

প্রবাল। ঘটুক। তার পূর্ব্বে বল, তুমি এ লাইনে কেন এলে? কি করে এলে? কতদিন এ ব্যবসা ধরেছ?

শিউলী। (মলিন হাসিয়া) ওঃ, আপনি আমার জীবন কাহিনী শুনতে চান? বেশ, পরিচয় যখন হোল, তখন নিশ্চয়ই শোনাবো। তবে আজকের মত আমাকে মুক্তি দিন. নইলে লিলি চৌধুরীকে আমাদের দলের হাত থেকে কিছুতেই বাঁচান যাবে না।

প্রবাল। লিলি চৌধুরী? কোন লিলি চৌধুরী?

শিউলী। যে লিলি আমাদের নীচের ক্লাসে পড়তো। সারা শহরে কণ্টাই বিউটি বলে যার খ্যাতি ছিল। শুনেছি, ব্যক্তিগতভাবে সে নাকি চণ্ডীপুরের জমিদার প্রণব চৌধুরীর কনিষ্ঠা ভগিনী।

প্রবাল। (মদের বোতল ফেলিয়া, সহসা শিউলীকে ধরিয়া) শিউলী—শিউলী!

শিউলী। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি প্রবালবাবু—আপনি আমাকে ঠিকই পাবেন। শুধু আজকের মত মুক্তি দিন।

প্রবাল। শিউলী!

শিউলী। (সহসা উতলা হইয়া) না-না, আমি আর ভাবতে পারছি না প্রবালবাবু। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, শয়তানেরা তার তুলতুলে আঙুরের মত দেহটাকে নিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের স্থায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর তার সুন্দর দেহখানা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে; তা দেখে আমাদের সর্দ্দার জানোয়ারের মত অট্টহাসি হাসছে। আমি যাবো আর আসবো—যাবো আর আসবো।

[উন্মাদিনীর স্থায় প্রস্থান

প্রবাল। লিলি চৌধুরী! চণ্ডীপুরের জমিদার প্রণব চৌধুরীর কনিষ্ঠা ভগিনী? শিউলী—শিউলী, তুমি দাঁড়াও বোন, তোমাকে উপভোগ করে বাঁচতে আমি চাই না। শুধু তুমি আমাকে লিলির কক্ষে যাওয়ার পথটা দেখিয়ে দাও। দাদা শত্রু হলেও লিলি যে আমার মায়ের পেটের বোন—যে কোন প্রকারে তাকে বাঁচাতেই হবে—বাঁচাতেই হবে।

[দ্রুত প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইয়াসিনের গোপন আড্ডাখানা

ইয়াসিন ও গফুর মিঞার প্রবেশ

গফুর। কোন প্রকারে তাকে বাঁচান গেল না সর্দ্দার।

ইয়াসিন। না বেঁচে ভালই হয়েছে। ও হারামজাদী বেঁচে থাকলে থানা পুলিশে খবর দিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তো।

গফুর। আমাকে এবার জবাব দাও সর্দ্দার, আমি আর এ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখতে পারছি না।

ইয়াসিন। মর্ম্মান্তিক দৃশ্য! তোবা-তোবা!

গফুর। হ্যাঁ সর্দ্দার, সে দৃশ্য দেখলে পাষাণের হৃদয়ও গলে যেতো।

ইয়াসিন। তোমার খুব খারাপ লাগছিল?

গফুর। শুধু খারাপ নয় সর্দ্দার, শেষে লিলি চৌধুরীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যখন খুন ঝরে পড়ছিল—

ইয়াসিন। চুপ কর বেসরম। এর পরে যদি তোমার মুখ থেকে ও শালীর সম্পর্কে একটাও বাতচিত্ত করতে শুনি তাহলে আমি কুত্তা মাফিক গুলি করে মারবো।

গফুর। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। এই তো শুরু। যেভাবে চৌধুরীরা বছরের পর বছর ধরে আমার দেশের মা বহিনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, ঠিক সেই ভাবে আমিও—

গফুর। না সর্দ্দার, এভাবে আপনাকে আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।

ইয়াসিন। কি বললে? সহ্য করতে পারছো না? হাঃ হাঃ হাঃ! তাহলে তুমিও কি আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাও?

গফুর। প্রয়োজনবোধে তাই করবো।

ইয়াসিন। বেইমান!

গফুর। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। যাও, এবার চৌধুরী বংশের বড় বৌকে নিজের হাতে ধরে নিয়ে এসো।

গফুর। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। (গর্জ্জন করিয়া) যাও।

গফুর। না, (দৃঢ়কণ্ঠে) আমি পারবো না।

ইয়াসিন। পারবে না? হোঃ-হোঃ-হোঃ!

[সহসা পিস্তল বাহির করিয়া অগ্রসর হইলে, গফুর মিঞা সভয়ে পিছাইতে লাগিল]

গফুর। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। আমার অবাধ্য হওয়ার পরিণাম—

[গুলি করিল]

গফুর। আঃ—বিকাশদা!

ইয়াসিন। সুভাষ!

গফুর। আমি তো চলে যাচ্ছি ভাই। আমার মন্টু-পিন্টু-আর আল্পনা-কল্পনা রইলো, যদি পার ওদের একটু দেখো। দেখো—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

ইয়াসিন। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! বেইমানীর উপযুক্ত প্রতিশোধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[জামার পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিল]

হাঃ-হাঃ-হাঃ। কে আছিস ?

মাধুরীকে সঙ্গে লইয়া গুণধর শর্মার প্রবেশ

গুণধর। আমি আছি ওস্তাদ। এসো মা।

মাধুরী। (সবিস্ময়ে) এ আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন কাকাবাবু ?

গুণধর। কাকাবাবু! হেঃ-হেঃ-হেঃ! (ভেংচি কাটিয়া) আজ বিপদে পড়ে কাকাবাবু ? কিন্তু যেদিন তোমাদের বাড়ীতে আমি আমার কৃষ্ণকলির সম্বন্ধ নিয়ে গেছিলাম, সেদিন তো কৈ এমন মধুর সম্ভাষণ মুখ থেকে বেরোয়নি ?

মাধুরী। তাহলে আপনি ?

গুণধর। বুঝতেই পারছো, তোমাকে ভুলিয়ে এনে সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই।

মাধুরী। নায়েব মশায় !

[আর্তনাদ করিয়া]

ইয়াসিন। আপনি এবার যেতে পারেন।

[আরও এক ঢোক মদ্যপান করিল]

গুণধর। কিন্তু ওস্তাদ—

ইয়াসিন। ইয়াদ আমার আছে নায়েব মশাই, এই নিন।

[এক গোছা নোটের বাণ্ডিল দিল]

এর পরেই সে শালা হারামীর পালা।

[চীৎকার করিয়া]

আপনি চলে যান !

[গুণধর শর্মার প্রস্থান

[মদ্যপান করিতে করিতে]

ইয়াসিন। এবার চৌধুরীকি চাঁদ! কাছে এসো পিয়ারী।

[ইয়াসিন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, মাধুরী এক পা এক পা করিয়া পিছাইতেছিল। পরে চীৎকার করিয়া]

মাধুরী। না-না-না!

ইয়াসিন। কি—না? চীৎকার করে আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে? যেখানে তোমাকে আনা হয়েছে, কেউ টুকরো টুকরো করে কেটে ছড়িয়ে দিলে কাকপক্ষীও জানতে পারবে না। এসো মেরীজান—এসো—

[সহসা মাধুরীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিল]

মাধুরী। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। আমি জানি মেরী স্বপ্নোকী রাণী, বেহেস্তকী বুলবুল। তুমি জীন্দগীভর যৌবনতাপে দগ্ধ হয়ে তুষানলের ন্যায় জলে পুড়ে মরছো। আজ আমি তোমার সে আকাঙ্খা পূর্ণ করে দেবো।

মাধুরী। সর্দ্দার!

ইয়াসিন। এভাবে চৌধুরী বংশের খানদানী ইজ্জত আমার হাতে মসীলিপ্ত হবে, একথা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[সবটুকু মদ্যপান করিয়া বোতলাটা ছুঁড়িয়া দিল। তারপর মাধুরীর অঞ্চল সজোরে আকর্ষণ করিলে তাহার বক্ষের আবরণ উন্মুক্ত হইল। মাধুরী প্রাণপণে বক্ষ চাপিয়া ধরিল]

মাধুরী। (অসহায়ার ন্যায়) সর্দ্দার—সর্দ্দার!

ইয়াসিন। যেভাবে একদিন শয়তান অবনী চৌধুরী আমার মা বহিনকে ধরে প্রকাশ্য মাইফেলের আসরে বেইজ্জত করেছিল, আমিও আজ তার বদলা নিতে চাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[আরও জোরে আকর্ষণ]

মাধুরী। তাহলে তুমি—

ইয়াসিন। জন্মে বাঙালী, কর্ম্মে বাঙালী—ধর্ম্মে—(সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া) না-না, আমি একটা আস্ত জানোয়ার! হাঃ-হাঃ-হাঃ! এসো!

মাধুরী। সর্দ্দার!

[সজোরে আকর্ষণ করিলে মাধুরী প্রাণপণে বাধা দিতেছিল। সহসা ইয়াসীন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিংস্র জানোয়ারের ন্যায় মাধুরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের আলো নিভিয়া গেল। যখন আলো জ্বলিল তখন দেখা গেল অচৈতন্য মাধুরীকে লইয়া ইয়াসিন চলিয়া যাইতেছে]

ইয়াসিন। চল। এবার যা বলবে—তোমার দাবী সাদরে মেনে নেবো।

[মাধুরীকে লইয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চৌধুরী-ম্যানসন

[নেপথ্যে জনতার বিকট চীৎকার]

জনতা (নেপথ্যে)। "আমাদের দাবী, মানতে হবে।" "জমিদার প্রণব চৌধুরী, নিপাত যাও" "আমাদের দাবী, মানতে হবে।"

উত্তেজিত প্রণব চৌধুরীর প্রবেশ

প্রণব। মানবো না। কারুর দাবী মানবো না। কেন মানতে যাবো। ধনীরা চিরকাল গরীবকে শাসন করবে। আমরা পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিভূ। আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলার ওদের কোন অধিকার নেই।

সহসা প্রতীকের প্রবেশ

[তাহার কাঁধে ঝোলানো ছিল বিরাট একটি সাইডব্যাগ। তাহাতে হয়তো কিছু জিনিসপত্রও ছিল।]

প্রতীক। অধিকার না থাকলে, ওরা কোন্ আইনে আসে নিজেদের অধিকার দাবী করতে।

প্রণব। ওরা নির্বোধ, ওরা জানে না—ওরা কার বিরুদ্ধে কি করতে চলেছে। এ আমার ম্যানসন—এসব আমার ফ্যাক্টরী। এই যে চার চারটে রাইস মিল, একটা ট্রফির কারখানা, দুটো স্টিল এ্যাণ্ড আয়রণ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, একটা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ফিফ্‌টি পার্সেন্ট শেয়ার—এ সবই আমার বেনামে চলছে।

প্রতীক। প্রণব!

প্রণব। তুই জানিস না প্রতীক, এসব আমি কত ব্রেন খাটিয়ে তৈরী করেছি।

প্রতীক। যদি বল—শুনতে অবশ্য আমার আপত্তি নেই।

প্রণব। (খুশী মনে) শুনবি? না-না, তোকে বলতে আমার আপত্তি কিসের? তুই যেভাবে আমার স্টেট্‌টাকে ম্যানেজ করছিস, এমন ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড ছাড়া কারুর পক্ষেই তা সম্ভব হতো না।

প্রতীক। সে তো তোমার দয়া! তুমি এখানে আমাকে আশ্রয় না দিলে আমাকে এতদিনে বোধহয় সুইসাইড করে মরতে হতো। বাই-দি-বাই, যা বলছিলে—

প্রণব। বাবা ছিল—বলতে পারিস অত্যন্ত সেকেলে। তিনি বাড়ীর মেয়েছেলে তো দূরের কথা কোন বেটাছেলেকেই উচ্চশিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন।

প্রতীক। উচ্চশিক্ষা দিতে গিয়ে পাছে তাঁর আসল ক্যাপিটেলে

হাত পড়ে—ভেরি স্ট্রেঞ্জ! তাহলে তুমি কি করে এতদুর পড়াশুনা করলে?

প্রণব। সেও এক চান্স এণ্ড এ্যাকসিডেন্ট! বাড়ীর পাশ দিয়ে ওই যে জলেশ্বর টু কণ্টাই রোড দেখতে পাচ্ছিস, সেই রোড ধরে একদিন এক গ্রেট সেণ্ট আমাদের বাড়ীতে এলো। হঠাৎ আমাকে দেখে তার কি মনে হলো জানি না। তারপর বাবাকে ডেকে কানে কানে কি সব যেন বলে গেল। সেই থেকে বাবা আমাকে খুব আদর যত্ন করে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন।

প্রতীক। বাঃ-বাঃ, ভেরি ইণ্টারেষ্টিং—

প্রণব। আরে সবটা শোন, তারপর বুঝবি আমি কেমন সিরিয়াস ম্যান। আমার যখন বছর পনের বয়স, সেই সময় কেন জানি না—মা একদিন গলায় দড়ি দিয়ে পরপারে চলে গেল। তখন আমি কণ্টাই হাই স্কুলে ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি।

প্রতীক। তাহলে প্রবাল লিলি, তোমার নিজের ভাই বোন নয়?

প্রণব। নো-নো ব্রাদার। ওরা আমার মায়ের পেটের ভাইবোন হলে, ওদের আমি এভাবে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিতে পারি?

প্রতীক। (উৎকর্ণ হইয়া) এ্যাঁঃ, কি বললে?

[উভয়ের কথাবার্ত্তার মাঝখানে প্রতীক এক একবার তাহার সাইড ব্যাগের মধ্যে হাত দিতেছিল]

প্রণব। আরে, শোন না। তারপর বাবা একদিন হঠাৎ আর একটা বিয়ে করে বসলো। আমি তখন কণ্টাই পি, কে, কলেজের ছাত্র। যে মেয়েটাকে বাবা সিঁদুর পরিয়ে মায়ের ঘরে নিয়ে এলো, তার আচার আচরণে তাকে আমার মোটেই ভাল লাগেনি।

প্রতীক। তারপর?

প্রণব। বছর চারেক যেতে না যেতেই এই প্রবাল আর লিলি জন্মালো। তখন কেন জানি না, ওদের উপর আমার জেলাসিটা আরও বেড়ে গেল। শেষে আমিই একদিন সেই সংমায়ের অসুখের সুযোগ নিয়ে ডাঃ স্যান্যালের সঙ্গে কনসাল্ট করে ওষুধের সঙ্গে ওভারডোজ মরফিন মিশিয়ে দিলাম।

প্রতীক। তাহলে তুমিই তোমার সংমাকে হত্যা করেছ?

প্রণব। (সহাস্যে) হ্যাঁ। বাবা অবশ্য কেসের কিনারা করার জন্য থানায় অনেক টাকা ঢেলেছিলেন। কিন্তু না—সে কেসের আজও কোন ফয়সালা হয়নি। তবে শুনেছি, মহামান্য ভারত সরকার আজও আসল কালপ্রিটকে ধরার জন্য বড় ডিটেকটিভকে আমার পেছনে লাগিয়েছে।

প্রতীক। তারপর।

প্রণব। তারপর আর কি? দু'দশটা মার্ডার ছাড়া—বিশেষ কিছু নিজের হাতে করিনি।

প্রতীক। দু'দশটা মার্ডার?

প্রণব। এ যুগে লাখপতি হতে গেলে, এমন দু'দশটা মার্ডার করা কিছুই নয়। এ তো আমাদের হাতের মোয়া।

প্রতীক। (চক্ষু কপালে তুলিয়া) প্রণব!

প্রণব। অবশেষে বাবা যখন আমার কাছে অসন্তুষ্ট হয়ে একটু বাড়াবাড়ি শুরু করলেন, তখন তিনিও একদিন ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। অবশ্য সে সবই ডাঃ স্যান্যালের দয়া। যদি আমার বাবাকে দেখতে চাস, বোস-ম্যানসনে দেখে আসতে পারিস।

প্রতীক। তোমার বাবা আজও বেঁচে আছে?

প্রণব। আছে, ডিয়ার ফ্রেণ্ড। তাকে আমারই প্রয়োজনে বাঁচিয়ে

রাখতে হয়েছে। তবে আর হয়তো রাখার প্রয়োজন হবে না। আমার নামে সমগ্র স্টেটের উইলটা রেজিস্ট্রি করে নিলেই—

প্রতীক। তার মানে, তাকেও খুন ?

[ক্রমে জনতার চীৎকার নিকটবর্তী হইতেছিল]

প্রণব। (বিরক্ত হইয়া) আঃ, ওরা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে। চল্‌ চল্‌, শীগগির চল। ওদের একটু লক্ষ্য করি। সেই সঙ্গে আমার জীবনের সমস্ত ইণ্টারেষ্টিং ঘটনা শুনিয়ে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রবাল চৌধুরী ও গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

প্রবাল। ওসব ঘটনা আমি অনেকবার শুনেছি নায়েবমশায়। যদি নতুন কিছু থাকে তো বলুন।

গুণধর। আপনি এখনো ছেলেমানুষ ছোটবাবু। যতদিন না এ কেসের ফয়সালা হচ্ছে ততদিন আপনাকে একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। এই অসাবধানতার জন্য আমরা লিলি মাকে হারিয়েছি। তার জন্য আমার সব সময় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। আর—

প্রবাল। সত্য নায়েবমশায়। লিলির জন্য আমার দুঃখের অন্ত নেই। তাইতো প্রকাশ্যে আমি দাদার সম্মুখে লিলির সম্পর্কে প্রতিবাদ করতে চাই।

গুণধর। আপনি কি পাগল হয়েছেন ছোটবাবু ? লিলি মা-মণি যখন হারিয়ে গেছে, তখন অযথা তার জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। আপনি তো আপনার কর্ত্তব্য করেছেন। থানায় ও. সি. কে জানিয়েছেন—

প্রবাল। তবু—

গুণধর। না-না ছোটবাবু। যে নরপিশাচ অর্থের লোভে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে খুন করতে পারে, আপনার পক্ষে তার সম্মুখে যাওয়া তো দূরের কথা সে শয়তানের আশে পাশে থাকাও উচিত নয়। যদি আপনার দাদার জীবনের সে সব কুকীর্ত্তির কাহিনী শুনতে চান, তাহলে চলুন—বোস-ম্যানসনে গিয়ে আপনার পিতার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে আসবেন।

প্রবাল। আমার পিতা আজও বেঁচে আছেন?

গুণধর। আছে—আছে ছোটবাবু। সেই বোস-ম্যানসনেই তাকে জীবন্মৃত করে রাখা হয়েছে।

প্রবাল। নায়েব মশায়!

গুণধর। আর অনর্থক বিলম্ব করবেন না, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রণব চৌধুরী ও প্রতীকের পুনঃ প্রবেশ

প্রণব। এইভাবে চলতে চলতে আমি এতদূর এগিয়ে এসেছি।

প্রতীক। তাতো বুঝলাম। কিন্তু বার বার সেই বোস ম্যানসনের কথা বলছো কেন?

প্রণব। সেখানেই তো গলদ। মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গে ভবানী-পুরের বিকাশ বোস, আর সুবাস স্যানাল পড়তো?

প্রতীক। পড়ে। কিন্তু তারা তো—

প্রণব। বহুদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কিন্তু কার জন্য হয়েছে? আমার বাবা রাতের শিকার খুবই ভালবাসতেন—

প্রতীক। বুঝেছি।

প্রণব। শেষে যখন টাকা ছড়িয়েও তাদের বাড়ীর মেয়েদের ধরা গেল না, তখন তিনি অন্য পথ ধরলেন।

প্রতীক। কি রকম ?

প্রণব। দেনার দায়ে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাদের সবাইকে ভিটে-ছাড়া করলে। তারপর—

প্রতীক। ওঃ—

প্রণব। যখন এভাবে একের পর এক সম্ভ্রান্ত পরিবার ভিটে ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় বোম্বে থেকে এক জুয়েল ব্যবসায়ী এলো বাবার কাছে কয়েক লাখ টাকার মাল নিয়ে।

প্রতীক। ওহো, মিষ্টার আগরওয়ালা ?

প্রণব। হ্যাঁ। কিন্তু তুই জানলি কি করে ?

প্রতীক। (চিন্তা করিয়া) জানা মানে—(চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ-হ্যাঁ—পত্রিকাতে। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতীতে পড়েছি।

প্রণব। তাই বল। আমি ভাবলাম তুই বুঝি ডিটেকটিভ সেজে ছদ্মবেশে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিচ্ছিস।

প্রতীক। (সচকিত হইয়া) আমি !

প্রণব। (মৃদু হাসিয়া) আরে না-না, তোর ভয়ের কোন কারণ নেই। তোর চাকরী এত সহজে যাব না। হ্যাঁ, তার খুনের ঘটনাটা শোন।

প্রতীক। শুনেছি। রাতে সেই পান্নাবাঈ—

প্রণব। না, নিউজপেপারে যা ছাপা হয়েছিল তা সবই মিথ্যা। পান্নাবাঈ রত্নের বিনিময়ে নিজের ইজ্জত খুইয়েছিল সত্য—কিন্তু খুন করেনি।

প্রতীক। তাহলে তার খুনী কে ?

প্রণব। খুনী? (সহাস্যে গর্বের সহিত) খুন করেছিলাম স্বয়ং আমি।

প্রতীক। (শিহরিয়া) প্রণব!

প্রণব। না-না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই ব্রাদার। সে খুনের কিনারা করার ক্ষমতা নিয়ে আজও কোন ডিটেকটিভ ভারতে জন্মগ্রহণ করেনি।

প্রতীক (অতর্কিতে) না-না, এ তোমার ভ্রান্ত ধারণা। সে খুনের কিনারা—

প্রণব। আঃ, প্রতীক। তুই কি পাগল হলি? যখন বললাম আরও একটু শুনে নে। মিষ্টার আগরওয়ালার প্রায় ছ'সাত লাখ টাকা নিয়ে বাবা ফাটকাবাজি শুরু করে দিলেন। সেই সঙ্গে ইংরেজ তাড়ানোর নামে সস্তা রাজনীতিতে ঢুকে গেলেন। আমি কিন্তু ওসব ব্যাপারে নাক গলাতে যাইনি। কতকগুলো ভাল ভাল মেয়ে জোগাড় করে উঁচুতলার সাহেবদের পায়ে উপহার দিয়ে স্বনামে বেনামে নতুন নতুন ফ্যাক্টরীর পারমিট যোগাড় করতে লাগলাম। ওদিকে কাজের অসুবিধা হচ্ছে দেখে প্রবালকে নিউইয়র্কে, আর লিলিকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম।

প্রতীক। তারপর?

প্রণব। আর এক নতুন ব্যবসা ধরলাম, তা হচ্ছে—

প্রতীক। সে তো এসেই দেখেছি। সুন্দরী মেয়েদের ভুলিয়ে এনে দেশ বিদেশের চার্চে পাঠানো।

প্রণব। থ্যাঙ্কস! আরে তোর তো দেখছি কিছুই নজর থেকে এড়ায়নি। আজ আমার সর্ব্বমোট পঞ্চাশ ষাটটা কল কারখানা চলছে। আর সেই কারখানার শ্রমিকেরা বলছে—

শ্রমিকগণ (নেপথ্যে)। "আমাদের দাবী মানতে হবে।" "শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ"।

[মধ্যে মধ্যে হাতবোমা ও পটকার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল]

প্রণব। (উদভ্রান্তের ন্যায়) ওকি! ওরা শেষপর্য্যন্ত ম্যানসনে চড়াও হবে না তো?

[জনতার জয়ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতেছিল এবং বোমা ও পটকার শব্দ আরও বেশী শোনা যাইতেছিল]

প্রণব। (ব্যস্ত হইয়া) তাইতো! এ যে দেখছি বিশাল জনতা প্রশেসন নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এদের ছত্রভঙ্গ করতে না পারলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাও বিচিত্র নয়। প্রতীক তুই বরং— না-না, আমিই যাচ্ছি। এখুনি এস. পি.-কে ফোন করে আসছি। তারপর —

[দ্রুত প্রস্থান

প্রতীক। আমিই তোমাকে এ্যারেষ্ট করবো। ধীরে ধীরে তোমার—তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে, তোমার মুখ দিয়ে তোমার জীবনের সমস্ত কিছু গোপন ইতিহাস—

[কাঁধে ঝোলান সাইডব্যাগে হাত দিয়া]

এই টেপ্ রেকর্ডারে তুলে নিয়েছি! মিষ্টার আগরওয়ালাকে খুন, মিষ্টার পাকড়াশীকে হত্যা, সমস্ত ফ্যাক্টরির গোপন ইতিবৃত্ত, সৎমাকে খুন, বৈমাত্রেয় ভাইবোনকে ফাঁকি দেওয়ার পরিকল্পনা, বৃদ্ধ পিতাকে স্লো পয়জনিং, সর্ব্বোপরি অসংখ্য নারীর সর্ব্বনাশ—উপরন্তু বেনামে লক্ষ-লক্ষ টাকার ইনক্যাম ট্যাক্স ফাঁকি—

জনতা (নেপথ্যে)। "শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ", "দুনিয়ার মজদুর এক হও", পুঁজিবাদ নিপাত যাক", "আমাদের দাবী মানতে হবে।"

প্রতীক। হাঃ হাঃ হাঃ! এবার আমাকে পালাতে হবে। এতদিন তুমি নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করছিলে প্রণব চৌধুরী, কিন্তু আর নয়—তোমার

মুখ থেকে টেপ রেকর্ডারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—তুমি একটা জাত ক্রিমিন্যাল—তুমি খুনী—তুমি কালোবাজারী—তুমি—

[নেপথ্যে জনতার চীৎকার]

প্রতীক। জানি, ভারতসরকার সন্তুষ্ট হয়ে আমার কাজের জন্য হয়তো আমাকে পদ্মশ্রী কিংবা পদ্মবিভূষণ উপাধীতে ভূষিত করবে। তবু কেন জানি না, আজ এই চণ্ডীপুরকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না। তবে কি আমি শয়তান প্রণব চৌধুরীকে ভালবেসে ফেলেছি? না-না, আমাদের এ লাইনে কাউকে ভালবাসা পাপ, অমার্জনীয় অপরাধ! যে কারণেই হোক আমাকে থানার ও. সির সাহায্য নিতেই হবে—নিতেই হবে।

[প্রস্থান

জনতা (নেপথ্যে)। 'আমাদের দাবী মানতে হবে", "জমিদার প্রণব চৌধুরী নিপাত যাও।"

সহসা উত্তেজিত প্রণব চৌধুরীর পুনঃ প্রবেশ

প্রণব। তোমরাই নিপাত যাবে। ওই এস, পি, পুলিশ ইন্সপেক্টার, ও, সি তার দলবল নিয়ে ছুটে আসছে। এবার তোমাদের কারুর পরিত্রাণ নেই।

[নেপথ্যে জনতার চীৎকার ও পুলিশের গুলির শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল]

প্রণব। এবার আমিও নিরাপদ স্থানে পালাই। নইলে সবাইকে পুলিশের গুলিতে মরতে হবে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মোহনপুরের জঙ্গল-পথ

ক্লান্ত পদক্ষেপে শিউলী ও বিজয়ের প্রবেশ

শিউলী। মরতে হবে জেনেও আমি ছুটেছিলাম। শুধু শয়তান গুণধর শর্মার জন্যে লিলিকে বাঁচান যায়নি।

বিজয়। আচ্ছা, বলতে পার শিউলী, এই লিলি চৌধুরীর জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

শিউলী। লিলি চৌধুরী ক্যারেক্টারলেস হলেও তার লাভারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্য সে আমাকে বোনের মত ভাল-বাসতো। তাছাড়া সে মাঝে মাঝে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। আপনি তো সবই জানেন। আমার বাবা ছিলেন সামান্য প্রাইমারী স্কুলের টীচার।

বিজয়। সে আমি জানি।

শিউলী। এভাবে আমার আর ভাল লাগছে না শাহাজাদা। আজই আমি চলে যাচ্ছি। থানার ও, সি,-কে সবই জানিয়ে এসেছি। আগামী কাল যে আমাদের বোস ম্যানসন লুট করবার কথা আছে, তাও ফাঁস করে দিয়েছি। ইচ্ছা করলে আপনিও কোন নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারেন।

বিজয়। শিউলী!

শিউলী। যদি আপনার কাছে জ্ঞানতঃ কোনদিন কোন অপরাধ করে থাকি, তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

[প্রস্থানোদ্যত

বিজয়। শিউলী।

শিউলী। (থমকিয়া) বলুন !

বিজয়। এভাবে যাওয়া তোমার হবে না, হতে পারে না। নাই বা পেলাম সমাজের স্বীকৃতি, তুমি আমি যখন একই সূত্রে গাঁথা, তখন আমাদের জীবনটাকে একই সুরে বাঁধতে চাই। আমি তোমাকে বিবাহ করবো শিউলী।

শিউলী। শাহাজাদা !

বিজয়। চল, আমরা এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যাই।

শিউলী। কিন্তু আমি যে—

বিজয়। না-না শিউলী, আজ থেকে তুমি শুধু আমার একান্ত আপনার।

[বক্ষে টানিয়া লইল]

শিউলী। (লজ্জায় আরক্ত হইয়া) ছিঃ, এসব কি ছেলেমানুষি হচ্ছে। ছাড়ুন ছাড়ুন, লোকে দেখলে বলবে কি? আমি যে আর একজনকে কথা দিয়েছি—

বিজয়। (সহসা শিউলীকে ছাড়িয়া) শিউলী !

শিউলী। অনেক ভেবে দেখলাম—যে শিউলী একবার ঝরে যায় তাকে আর কিছুতেই জোড়া দেওয়া যায় না। আপনি আমাকে—

বিজয়। শিউলী !

শিউলী। এবার আপনার একটু পায়ের ধূলো নেবার অধিকার দিন !

বিজয়। শিউলী !

[বিজয় কিছু বলিবার পূর্ব্বে সহসা শিউলী ভক্তিভরে বিজয়ের পদধূলি লইল]

তার পূর্ব্বে বলে যাও, তুমি কাকে কথা দিয়েছো ?

ইয়াসিনের প্রবেশ

[ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি. দুইহস্তে গুলিভরা পিস্তল]

ইয়াসিন। আমি বলছি।

শিউলী। }
বিজয়। } (সভয়ে) সর্দ্দার !

ইয়াসিন। দলকে ফাঁসিয়ে বেইমানী করার শাস্তি—

শিউলী। }
বিজয়। } সর্দ্দার !

[মুহূর্ত্তে ইয়াসিন উভয়কে গুলি করিল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

শিউলী। }
বিজয়। } আঃ, সর্দ্দার !

ইয়াসিন। আমার সঙ্গে যারা বেইমানী করার চেষ্টা করে তাদের আমি এই রকম শাস্তি দিয়ে থাকি।

বিজয়। তুমি ঠিকই করেছ সর্দ্দার। বেঁচে থেকে আমি কিছুই পাইনি। আজ যাওয়ার সময় শিউলীও—

শিউলী। (স্তিমিতকণ্ঠে) না-না শাহাজাদা, আমি আপনার সঙ্গে বিট্রে করিনি। যাকে কথা দিয়েছি—সে আমার ইহকালের পরকালের দেবতা, সেই মদনমোহনকে।

বিজয়। শিউলী !

শিউলী। আমি জানতাম—দলকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার পূর্ব্বে আমাকেও ওরা অব্যাহতি দেবে না। তাই ডাঃ স্যানালের কাছ থেকে এই বিষ এনেছিলাম।

[বিষ দেখাইল]

বিজয়। শিউলী !

শিউলী। (অতিকষ্টে) বিজয়বাবু!

[অতিকষ্টে শিউলীর কাছে গিয়া শিউলীকে জড়াইয়া ধরিয়া]

বিজয়। চল প্রিয়া, জীবন্তে যখন আমাদের বাসর হলো না মৃত্যুর পরপারে গিয়ে আমার ফুলশয্যা রচনা করি।

ইয়াসিন। বিজয়!

বিজয়। সর্দ্দার!

শিউলী। যাওয়ার বেলায় আমার একটা অনুরোধ সর্দ্দার, যদি পারেন আমার বাবা মাকে একটু দেখবেন। ওদের যে আর কেউ রইলো না।

ইয়াসিন। দেখবো, দেখবো বহিন।

শিউলী। সর্দ্দার।

ইয়াসিন। শিউলী—বিজয়—

শিউলী ও বিজয়। বিদায় সর্দ্দার, বিদায় আমার ভাবীকালের পিতামাতা। তোমাদের কাছে এই প্রার্থনা, আর যেন আমাদের এই ধূলিভরা কুৎসিত পৃথিবীতে কোনদিন ফিরে আসতে না হয়।

[উভয়ের প্রস্থান

ইয়াসিন। ওরা মরে গিয়ে বেঁচে গেল। আর আমি? না-না, ওদের চিতায় তুলে দিয়ে বোস ম্যানসনের উপর সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়বো। তারপর—হাঃ-হাঃ-হাঃ! (সহসা আত্মবিস্মৃত হইয়া) কে? কে কাঁদে? অকালে হারিয়ে যাওয়া আমার মানস প্রতিমা? না-না, কেঁদো না প্রিয়া, তোমার জন্য আজ আমি নরকের অতল গর্ভে নেমে এসেছি। তোমারই প্রতিশোধের জন্য…মাধুরীর সতীত্ব হরণ করে তাকে স্বামীর কাছে প্রেরণ করেছি, তোমারই আত্মার পরিতুষ্টির জন্য লিলি চৌধুরীকে খুন করেছি। এরপর শয়তান প্রণব চৌধুরীর পালা। কিন্তু

আজ যে শাহাজাদাকে হারিয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছে। না-না, তাকে যে কোন উপায়ে ফিরিয়ে আনতে হবেই। বিজয়—বিজয়—

[উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান

সরলার হাত ধরিয়া অশ্বিনী রায়ের প্রবেশ

[অশ্বিনী রায় ক্লান্ত জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন, জ্বর বিকারের ঘোরে লাঠিতে ভর দিয়া চলিতেছিল]

অশ্বিনী। বিজয়—বিজয়! বিজয় এসেছে বড় বৌ?

সরলা। না গো না, আর বুঝি ওরা কেউ আসবে না।

অশ্বিনী। কিন্তু আমি যে স্পষ্টই বিজয়ের মুখ দেখেছি। সে শুধু একা নয়—তার সঙ্গে একটা রাঙা টুকটুকে বৌকে নিয়ে আমার কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

সরলা। জ্বর বিকারের ঘোরে নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন দেখেছো। বিজয় এলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে সে কি চলে যেতো?

অশ্বিনী। (চিন্তা করিতে করিতে) তাও তো বটে। আচ্ছা—বড় বৌ, আর বুঝি আমি আমার মোহনপুরের বাস্তভিটা ছুঁতে পারবো না—না?

সরলা। কি জানি। তোমার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে, না গো?

অশ্বিনী। হ্যাঁ বড়বৌ। শুধু আমি কেন, তুমিও তো আমার মত সাতদিন উপবাসী আছ। তোমারও তো—

সরলা। না-না, আমার তেমন কিছু কষ্ট হয়নি। শুধু জগাইএর জন্য ভাবনা হচ্ছে। বুড়ো মানুষটা আমাদের জন্য কি পরিশ্রম না করছে। নিজে না খেয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে তার মনিবের ক্ষুধার অন্ন জোগান দিচ্ছে।

অশ্বিনী। ব্যাটা নেমকহারাম, নইলে সাতদিন আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

অবলাকান্তের প্রবেশ

[গলিতকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত যন্ত্রণায় কাঁপিতেছিল]

অবলা। পালিয়ে ও যায়নি রায়মশায়। হতভাগাটা বুড়ো শিবতলার বেলগাছের নীচে সাতদিন মরে পড়েছিল। আজই কৃষক সমিতির ছেলেরা মিলে ওর সৎকার করেছে।

সরলা। }
অশ্বিনী। } জগাই নেই?

অবলা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) না। তার মত ভাগ্যবান এ পাপ পৃথিবীতে আর ক'জন আছে? স্বয়ং ভগবান তার উপর ভর করেছিল। নইলে সাতদিনের বাসিমড়া যেমন তাজা তেমনি রইলো কি করে? আর আমরা, দেখ দেখ—কি জ্বালা, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। দিবারাত্রি অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরছি। ওঃ—

অশ্বিনী। কে, অবলাকান্ত বাঁড়ুজ্যে না?

অবলা। হ্যাঁ রায়মশায়, জেলখানায় আমার এ ঘৃণিত ব্যাধি দেখে জেলার সাহেব আমাকে মুক্তি দিয়েছে, গায়ের পচা দুর্গন্ধ দেখে ছেলেটা পালিয়ে গেছে, চাকর বাকরেরা আমাকে ছুঁতে চায় না। তাই আমি আমার পাপ স্খালনের জন্য পথে পথে ঘুরে মরছি। আজ আমার বলতে কেউ নেই—কিছু নেই।

অশ্বিনী। অবলাকান্ত!

অবলা। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি—সেদিনের সেই মাধুরী মায়ের তপ্ত অশ্রুজল আমার যাত্রাপথকে পিছল করে দিচ্ছে। তাইতো আমি তার কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাইতে চলেছি।

সরলা। মাধুরীর কাছে? আমার মাধুরী কোথায় আছে বাঁড়ুজ্যে মশায়?

অবলা। কোথায় আছে জানি না, তবে তাকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে, নইলে আমার যে পরপারে যাওয়ার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে যাবে।

[প্রস্থানোদ্যত

অশ্বিনী। অবলাকান্ত!

অবলা। দেখে মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে তোমাদের পেটেও কিছু পড়েনি। যদি খেতে চাও, চল বোস-ম্যানসনে, আমরা তা পূরণ করে আসি।

[যন্ত্রণায় কাতরাইতে কাতরাইতে প্রস্থান

অশ্বিনী। তাই চল বড়বৌ, এতদিন ভগার ভিক্ষায়ে আমরা উদর-পূর্তি করেছি। এবার চক্ষুলজ্জা ছেড়ে প্রকাশ্যে হরিজনদের অন্নসত্রে ভাগ বসাই, চল।

সরলা। ওগো, তাই চল।

[ধীরে ধীরে উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বোস ম্যানসন

বক্রদৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে গুণধর শর্ম্মার প্রবেশ

গুণধর। এভাবে চলতে চলতে প্রায় শেষধাপে উঠে এসেছি। বাকী আর একটুখানি উঠতে পারলে—হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রবাল চৌধুরীকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দিয়েছি, মাধুরীর চরিত্রে কলঙ্কারোপ করে চৌধুরী বংশের ইজ্জতহানি করেছি, লিলি চৌধুরীকে সরিয়ে দিয়ে তার মোটা টাকা আত্মসাৎ করেছি। বাকী প্রণব চৌধুরীকে খুন করতে পারলে আমার কাজ শেষ।

[সহসা অদূরে তাকাইয়া]

ওকি! কারা কথা বলতে বলতে এদিকে এগিয়ে আসছে?

[ভালভাবে দেখিয়া]

সর্ব্বনাশ এ যে মাধুরীর কণ্ঠস্বর! তাইতো, ওকে বাঁচিয়ে রাখলে আমার শয়তানী চক্রান্তের কথা সর্ব্বসমক্ষে ফাঁস করে দেবে। না-না, এবার আমার প্রধান লক্ষ্য হবে—

[পিস্তল বাহির করিয়া]

মাধুরীকে চিরদিনের মত সরিয়ে দেওয়া।

[দ্রুত প্রস্থান

রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, বিষণ্নবদনা মাধুরী ও
তৎপশ্চাৎ প্রবালের প্রবেশ

প্রবাল। এভাবে তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ কেন বৌদি? তোমার এ অবস্থার জন্য দায়ী তো তুমি নও?

মাধুরী। সে কথা তুমি বুঝলেও সমাজতো স্বীকার করবে না।

প্রবাল। বৌদি!

মাধুরী। না-না, তুমি আমাকে বাধা দিও না ঠাকুরপো। এবার আমাকে তোমরা মুক্তি দাও। আমি যে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

প্রবাল। কিন্তু বৌদি—তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে করিনি।

মাধুরী। তবে কে করেছিল?

সহসা প্রণব চৌধুরীর প্রবেশ

প্রণব। যদি বলি আমি?

মাধুরী। (তফাতে থাকিয়া) স্বামী!

প্রবাল। দাদা—তুমি?

প্রণব। হ্যাঁ ভাই। সেদিন আমাকে অর্থের নেশায় পেয়ে বসেছিল। খুন-জখম-রাহাজানী, দুনিয়াতে এমন কিছু কুকর্ম নেই যা আমি করিনি। কিন্তু—

প্রবাল। কি?

প্রণব। সেদিন বুঝতে পারিনি মাধুরী তোমার প্রণয়িণী ছিল। একথা জানলে নায়েব মশায়কে দিয়ে মিথ্যা সংবাদটা খবরের কাগজের ছাপাতাম না।

প্রবাল। মিথ্যা সংবাদ?

প্রণব। হ্যাঁ। নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় তোমার প্রাণহানি ঘটেছে। অবশ্য তাতে আমার স্বার্থও ছিল। তোমার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে তোমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করা।

প্রবাল। দাদা!

প্রণব। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে ভাই। ওই শোন—সমবেত মজদুরের ঐক্যমন্ত্র।

ক্যাবলাকান্ত (নেপথ্যে)। প্রণব চৌধুরী—

জনতা (নেপথ্যে)। নিপাত যাও।

অজয় (নেপথ্যে)। শ্রমিক ঐক্য—

জনতা (নেপথ্যে)। জিন্দাবাদ।

ক্যাবলাকান্ত (নেপথ্যে)। পুঁজিবাদ—

জনতা (নেপথ্যে)। নিপাত যাক।

প্রণব। আজ ওদের দাবীকে অস্বীকার করার মত কারুর ক্ষমতা নেই। সেদিন জেদের বশে পুলিশ ইনস্পেক্টার, এস, পি, কে দিয়ে অনর্থক কতকগুলো প্রাণহানি করেছি। আজও আবার গুলি চলতে পারে।

মাধুরী। স্বামী!

প্রবাল। দাদা!

প্রণব। আমি ওদের দাবী মেনে নেবো। আর তোমার বিষয়সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের উইল আমি করে এনেছি। এই নাও।

[উইল বাহির করিয়া প্রবালের হাতে দিল]

প্রবাল। (উইল দেখিতে দেখিতে) দাদা!

প্রণব। ভেবে দেখলাম, চিরকাল অন্যায়ের জুলুম চলে না। তাই—

সহসা হিংস্রশার্দ্দূলের ন্যায় গুণধর শর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ

গুণধর। তাই কৌশলের জাল বিস্তার করে রাতারাতি আপনি মহাপুরুষ হয়ে যাবেন? কিন্তু না। আমার কৃষ্ণকলিকে যেভাবে

যেইজ্জত করে সমাজের পঙ্কিল আবর্জ্জনায় ছুঁড়ে দিয়েছেন—আমিও ঠিক সেইভাবে আপনাকে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই।

প্রণব। (সভয়ে) নায়েবমশায় !

গুণধর। ভেবেছেন—পিতাকে মুক্তি দিয়ে, ছোটভায়ের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে, শ্রমিকদের দাবী মেনে নিয়ে আবার আপনি আপনার একাধিপত্য স্থাপন করে যাবেন ? না, আজই আপনার শেষদিন। এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন।

প্রণব। নায়েবমশায় !

গুণধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[সহসা পিস্তল বাহির করিয়া প্রণব চৌধুরীকে গুলি করিতে উদ্যত হইলে, চকিতে মাধুরী গিয়া প্রণবের সম্মুখে দাঁড়াইল। মুহূর্তে গুণধর শর্মার গুলি মাধুরীর বক্ষ বিদ্ধ করিল]

মাধুরী। আঃ—

[পতনোন্মুখ

প্রণব। (ধরিয়া ফেলিল) মাধু !

প্রবাল। বৌদি !

গুণধর। (সহসা আত্মবিস্মৃত হইয়া) তাই তো, এ কি হোল ?

প্রবাল। শেষে আপনি বৌদিকে খুন করলেন ?

মাধুরী। ভালই হোল ঠাকুপো। এই নোংরা পঙ্কিল দেহটাকে নিয়ে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারতাম না। আঃ—

প্রণব। মাধু—, শেষে তুমি আমার মত একটা হৃদয়হীন নর-পিশাচের জন্য—

মাধুরী। না-না, ওকথা বলো না গো, আমি জানি তুমি কায়মনোবাক্যে আমাকে ভালবাসতে। (গুণধর শর্ম্মাকে দেখাইয়া) শুধু এই সমস্ত শয়তানদের জন্য তুমি দূরে সরে গেছলে।

প্রণব। মাধু, তুমি এত ভালো ?

মাধুরী। (অতি কষ্টে) না গো না, ভাল আর হতে পারলাম কৈ ? জীবন্তে যে নারী একদিনও স্বামীর ভালবাসা আদায় করতে পারেনি— সে স্ত্রীর বাঁচার চেয়ে মরা অনেক ভাল।

প্রণব। না মাধু, আমি নির্বোধ! তোমার মত নারীরত্নের মহিমা বুঝতে পারিনি। তাই এতদিন কাঞ্চনকে ফেলে কাচের সন্ধানে ছুটেছিলাম। কিন্তু সেদিন শিউলী আমার সমস্ত ভুল ভেঙে দিয়েছে। তোমাদের সম্পর্কে সে আমাকে সব কথা বলেছে। তাই, তাই তো— লিলিকে—

প্রবাল। তাহলে লিলিকে তুমি খুন করনি ?

প্রণব। না ভাই। আজ মনে হচ্ছে সে খুনের নায়কও —

গুণধর। (সহসা উন্মাদের ন্যায়) না-না, আমি খুন করিনি।

প্রবাল। নায়েবমশায় !

গুণধর। বিশ্বাস করুন ছোটবাবু, লিলিকে আমি নিজের হাতে খুন করিনি।

মাধুরী। (যন্ত্রণায়) আঃ—

প্রণব। মাধু—

মাধুরী। আর যে আমি স্থির হয়ে থাকতে পারছি না। দু'চোখে অন্ধকার নেমে আসছে! এবার তোমার একটু পায়ের ধুলো দাও—।

[প্রণবের পদধূলি লইবার জন্য হাতড়াইতেছিল]

প্রণব। মাধু !

মাধুরী। (স্তিমিত কণ্ঠে) স্বামী—স্বামী !

প্রণব। বল—বল মাধুরী—

মাধুরী। (অস্পষ্ট ভাবে) জীবনে আমি তোমার কাছে কিছু

চাইনি। আজ বিদায় বেলায় আমার একটা অনুরোধ, যারা আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে দিলে না, তাদের তুমি কোনদিন ক্ষমা করো না।

প্রণব। মাধুরী—মাধুরী—

[সহসা পদধূলি লইয়া অতিকষ্টে উঠিতে চেষ্টা করিলে মাধুরী পড়িয়া গেল]

প্রবাল। বৌদি!

প্রণব। মাধুরী— মাধুরী—(মাধুরীর শিয়রে বসিয়া পড়িল)।

মাধুরী। স্বামী—স্বা—মী—(মৃত্যু)।

প্রণব। (মাধুরীকে ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে) মাধুরী—মাধুরী—

প্রবাল। বৌদি!

প্রণব। (শূন্য দৃষ্টিতে) মাধুরী চলে গেছে প্রবাল। এবার তুমি ওর অন্তিম কামনাটুকু পূর্ণ করতে দাও।

গুণধর। বড়বাবু!

প্রণব। হ্যাঁ নায়েবমশায়, এবার আপনার পালা।

গুণধর। (চীৎকার করিয়া) না না। গুণধর শর্মা এ পৃথিবীতে মরতে আসেনি। সবাইকে মারতে এসেছে। এবার আপনার পালা।

ইয়াসিন। (নেপথ্যে) না, আপনার পালা।

[সহসা গুণধর শর্মা প্রণবকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল তুলিল, ইত্যবসরে গুলির শব্দ শোনা গেল, মুহূর্তে গুণধর শর্মা আর্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল]

পিস্তল হস্তে ইয়াসিনের পশ্চাতে কনষ্টেবল সহ সহসা
পুলিশ অফিসাররূপী প্রতীকের প্রবেশ

প্রতীক। না, এ পালা এখনো শেষ হয়নি। হ্যাণ্ডস আপ সেখ ইয়াসিন ওরফে বিকাশ বোস।

ইয়াসিন। না। যতক্ষণ আমার হাতে গুলিভরা পিস্তল আছে, ততক্ষণ—

[এদিক ওদিক পিস্তলের ঘোড়া টিপিতে লাগিল]

প্রতীক। (সহাস্যে) আমি জানি ওতে আর কোন গুলি নেই। এ সব কথা না জানলে ডিটেকটিভ হওয়া যায় না। হ্যাঁ শুনুন—মোহন-পুরের জঙ্গল ঘিরে আপনার অবশিষ্ট সমস্ত সাকরেদদের গ্রেপ্তার করেছি। এখন শুধু আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে—

[উপায়ান্তর না দেখিয়া ইয়াসিন হাত তুলিল এবং একজন কনষ্টেবল গিয়া তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়াছিল]

প্রণব। (সবিস্ময়ে) কে, প্রতীক তুই ?

প্রতীক। শুধু আমি নই, ওই শুনুন হাজার হাজার শ্রমিক তাদের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসছে।

অজয় (নেপথ্যে)। শ্রমিক ঐক্য—

শ্রমিকগণ (নেপথ্যে)। জিন্দাবাদ।

ক্যাবলা (নেপথ্যে)। আমাদের দাবী—

শ্রমিকগণ (নেপথ্যে)। মানতে হবে।

প্রতীক। তাহলে ওদের দাবী—

প্রণব। আমি মেনে নেবো।

সহসা অজয়, ক্যাবলাকান্ত ও কিছু সংখ্যক শ্রমিকের প্রবেশ

অজয়।
ক্যাবলা।
শ্রমিকগণ। } দাবী মেনে নেবেন ?

প্রণব। হ্যাঁ। (প্রতীকের প্রতি) কিন্তু তোকে এভাবে এখানে দেখবো আমি আশা করতে পারিনি।

প্রতীক। পৃথিবীতে অনেক সময় অনেক কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়—যা অবিশ্বাস্য।

অজয়। তাহলে বন্ধুগণ আমাদের দাবী যখন পূর্ণ হয়েছে তখন আপনারা যেতে পারেন।

[কিছু সংখ্যক শ্রমিক চলিয়া যাইতেছিল]

প্রতীক। (বাধা দিয়া) না-না, আপনারা কেউ যাবেন না। হয়তো ভেবেছেন—এ নাটক শেষ হয়ে গেছে? কিন্তু না। এ নাটকের এখনো অনেক বাকী। যা দেখলেন—যা শুনলেন তাতে হয়তো মনে করতে পারেন, গুণ্ডাপার্টিতো ধ্বংস হোল, শ্রমিকদের জয় জয়কার ঘটলো, আর ওদের ভায়ে ভায়ে পুণর্মিলন সংঘটিত হতে চললো তবে আর বাকী কোথায়? আছে—

প্রণব। প্রতীক!

প্রতীক। আজ আর প্রতীক নয় জমিদার প্রণব চৌধুরী। আমি একজন পুলিশ অফিসার।

অজয়। তাহলে ছদ্মবেশের অন্তরালে আপনিই—

প্রতীক। হ্যাঁ অজয়বাবু, পরোক্ষভাবে আপনাদের সহযোগীতা না পেলে হয়তো এমন একটা জাত ক্রিমিন্যালকে ধরা সম্ভব হতো না।

প্রণব ব্যতীত সকলে। জাত ক্রিমিন্যাল?

প্রতীক। হ্যাঁ বন্ধুগণ। দুঃখের কথা আমাদের স্বাধীন ভারতে আজও এমন দু'একজন জনপ্রিয় নেতা আছে—যারা দিনে সাধু সেজে রাতের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত্ত হায়নার মত দেশের অভ্যন্তরে নানারূপ কুক্রিয়া করে চলেছে। আর সেই দলের নেতা হচ্ছে—

প্রণব। প্রতীক!

প্রতীক। মহামান্য ভারত সরকারের নির্দ্দেশে অসংখ্য অপরাধের অপরাধী প্রমাণ সাপেক্ষে আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করলাম।

[প্রতীক একজন কনষ্টেবলকে হাতকড়া পরাইতে নির্দ্দেশ দিলে কনেষ্টবল অগ্রসর হইল]

প্রণব। (কনষ্টেবলকে বাধা দিয়া) না, "এ বাঁচা আমি চাইনি।" এ যুগে বাঁচতে হলে বাঁচার মত বাঁচতে চাই। নইলে—

[সহসা গুলিভরা পিস্তল বাহির করিয়া বক্ষে লাগাইলে বিকট শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রণব চৌধুরী একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল]

প্রবাল। দাদা!

অজয়। প্রণব!

প্রণব। (স্তিমিত কণ্ঠে) যাওয়ার সময় একটা কথা বলে যাই—যদি পার তোমরা আমার পথ পরিত্যাগ করে এই সব নিরন্ন দেশবাসীর সেবা কর।

প্রবাল। দাদা!

প্রণব। এর চেয়ে আর বেশী কিছু চাই না। আঃ—

প্রতীক। প্রণববাবু!

প্রণব। ওই মাধুরী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যাচ্ছি—তুমি আর একটু অপেক্ষা কর প্রিয়া, আমি তোমার কাছেই যাচ্ছি।

প্রবাল। দাদা—দাদা! (প্রণবের মস্তক কোলে তুলিয়া) দাদা!

প্রণব। আঃ—(ঢলিয়া পড়িল)।

প্রবাল। দাদা!

প্রতীক। } প্রণববাবু!
ক্যাবলা। }

অজয়। প্রণব!

প্রতীক। যে গেছে তাকে তো আর কোনদিন ফিরে পাবেন না। তার চেয়ে আসুন, যারা বাঁচতে গিয়ে এই দুনিয়ার বুকে অকালে হারিয়ে গেল তাদের আত্মার মুক্তির জন্য আমরা শ্রদ্ধা জানাই। তারপর আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে।

[সকলে মাথা নত করিল]

যবনিকা

কানাইলাল নাথ

ডাকাত কালীর মাঠ

গণেশ অপেরায় অভিনীত। রাজা শঙ্করনারায়ণ অতিবড় মিত্রের হাতে অতর্কিতে নিহত হল। তার শিশুপুত্র বড় হয়ে শত্রুর চক্রান্তে জানলো তার আশ্রয়দাতা পিতৃহন্তা। সে গড়ে তুললো এক ডাকাত দল। কৃষ্ণনারায়ণ পেরেছিল কি পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নিতে? উপেক্ষিতা আশ্রয়দাতার কন্যা কমলাকে কি দিল তার স্ত্রীর অধিকার, কেমন করে কীর্ত্তি স্থাপন করল ডাকাত কালীর মাঠ। পড়ে দেখুন, অভিনয় করুন। দাম ৫·০০।

কানাইলাল নাথ রচিত

রাতের হায়েনা

(সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত)

মানুষরূপী জানোয়ার। এরা ভদ্রতার আবরণে লুকিয়ে থেকে বেরিয়ে আসে রাতের অন্ধকারে। তীব্র নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে সুন্দর সমাজ, নিরীহ গরীবের সুখের সংসার, সুন্দরী নারীর দেহ। দিনের আলোয় এরা সাধারণের সেবক, রাতের অন্ধকারে হয়ে ওঠে শোষক। এ রাজনীতি নয়—সংসার নীতিতে কে বা কারা সেই দিনের আলোয় সমাজের শিরোমণি, রাতের অন্ধকারে হয় রাতের হায়েনা? নাটক পড়ে নিজে জানুন, অভিনয় করে আর সকলকে জানিয়ে দিন। দাম ৫·০০।

প্রবীণ নাট্যকার—ব্রজেন দে'র

প্রফুল্ল

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কালজয়ী নাটকের যাত্রারূপ, ভোলানাথ অপেরার বিজয় কেতন। যদি নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার সঙ্গে পালা-সম্রাট ব্রজেন দে'র অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনার অমৃত ফল দেখতে চান—পাঠক পড়ুন, অভিনেতা অভিনয় করুন, নাট্যরসিক উপভোগ করুন এই প্রফুল্ল নাটকের যাত্রা-সংস্করণ। দাম ৫·০০।

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জ্জীর

রক্তে রাঙা কাশ্মীর

(অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর অমর অবদান)

পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের বীভৎস অত্যাচারের পটভূমিকায় সত্যের ইতিহাস নিয়ে এই নাটকের সৃষ্টি। জিন্নার স্বপ্নের মাথায় চরম আঘাত হেনে, সোলেমানের বেইমানিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, দেশপ্রেমী ওসমান ও আমিনা নামিয়ে দিতে পেরেছিল কি পাকিস্তানী পতাকা? বীভৎস অত্যাচারের শেষ পরিণতি কি? উত্তর দেবে এই নূতন সৃষ্টি রক্তে রাঙা কাশ্মীর। দাম ৫·০০।

অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬